মোছলমান

# বিবি ও শওহরের কর্ত্তব্য।

## প্রথম ভাগ।

গঙ্গারামপুর, পোঃ হরিতলা. যশোহর নিবাসী

ফকির হকির

ছদরউদ্দীন আহাম্মদ হান্‌ফি কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সন ১৯১৭।



[মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

# সূচী পত্র।

মোছলমান

# বিবি ও শওহরের কর্ত্তব্য।

## প্রথম ভাগ।

গঙ্গারামপুর, পোঃ হরিতলা, যশোহর নিবাসী

ফকির হকির

ছদরউদ্দীন আহাম্মদ হান্‌ফি কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সন ১৯১৭।



[মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ঢাকা, এস্‌লামিয়া প্রেসে,

মহম্মদ ইব্রাহিম কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# সূচী পত্র।

---

بسم الله الرحمن الرحيم

মোছলমান

# বিবি ও শওহরের কর্ত্তব্য



## প্রথম ভাগ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ

وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ *

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি।

আয়ে বেরাদর, হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম দুনিয়ার মাল ও আছবাব জমা করিতে নিষেধ করিতেন। এক দিন হজরত ওমর রাজি আল্লাহতাআলা আনহু হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রছুল আল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, দুনিয়াঁর বাদ আমরা কি বস্তু এক্তেয়ার করি তিনি এর্শাদ করিলেন—"জবান জাকের, দেল শাকের ও বিবি পার্ছা এক্তেয়ার কর।" এই স্থানে হজরত নবি

করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বিবিকে জেকেরের ও শোকরের সঙ্গে বয়ান করিয়াছেন।

আওরত সকল ঘর গৃহস্থালির কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে—যেমন খানা পাক করা, বর্ত্তন ধৌত করা, ঝাড়ু ইত্যাদি দেওয়া—এই প্রকার সংসারের নানাবিধ কার্য্য তাহারা করিয়া থাকে। যদি পুরুষগণ এই সকল কাজ কর্ম্ম করিতে রত থাকে, তবে তাহারা এলেম ও আমল এবং এবাদত বন্দিগী করিতে মহরুম রহিয়া যাইবে। এই সকল কারণ বশতঃ দিনের রাহেতে বিবি আপন শওহরের ইয়ার ও মদদগার হইতেছে; এই জন্য আওলিয়ায়ে বোজর্গ হজরত আবু ছোলেমান দারানি (আল্লাহতাআলার রহমত তাঁহার উপরে হউক) বলিয়াছেন:—"নেক বিবি দুনিয়ার বস্তু নহে, বরং আখেরাতের আছবাব হইতেছে। কারণ, প্রত্যেক বিষয়ে তোমার সদা সর্ব্বদা মদদগারি করে, যাহার জন্য তুমি আখেরাতের তোষা প্রস্তুত করিতে মশগুল হইতে পার।"

আমিরুল মুমেনিন হজরত ওমর রাজি আল্লাহতাআলা আনহুর কওল হইতেছে যে, ইমানের বাদ নেক বিবি হইতে কোন নেয়ামত বেহতর নহে। ইহাতে বিবিদিগের কামাল শরাফৎ পাওয়া যাইতেছে।

হজরত মৌলানা শেখ ছাদি (আল্লাহতাআলার রহমত তাঁহার উপরে হউক) পীর বোজর্গ বলিয়াছেন, "নেকবক্ত ব্যক্তির যদি বিবি বদ হয়, তবে তাহার জন্য দুনিয়া দোজখ সমতুল্য হইতেছে।" ইহা প্রকৃত সত্য কথা।

পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যাহার বিবি নাই কিম্বা বিবি করিবার প্রয়োজন নাই, কিম্বা বিবি করিবার প্রয়োজন হইবে না। বিবি ভিন্ন সংসার ধর্ম্ম চলে না। বরং বিবাহ করা প্রত্যেক ভাই মুসলমানের জন্য আজিম ছওয়াবের কার্য্য হইতেছে। কারণ বিবাহ করিলেই আল্লাহ

তাআলার বান্দা পয়দা হয়, যাহারা আল্লাহতাআলাকে ছেজদা করে। বিবি নেকবক্ত হইলে যেমন তাহা শওহরের জন্য নেয়ামত হইতেছে। বিবি বদ হইলে তেমনি তাহা শওহরের জন্য লানত হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক ভাই মুসলমান ব্যক্তিকে উচিত যে, বিবি যাহাতে নেকবক্ত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

বিবিদিগকে কি কি বিষয় শিক্ষা দিলে তাহারা সম্ভবতঃ নেকবক্ত হইতে পারে, তাহা আমি আমার ক্ষুদ্র পুস্তকে মাতবর কেতাব সকল হইতে, হাদিস শরিফ, এবং কএকটি আয়েতে কোরাণ, এবং মোশায়েখ-দিগের কওল সমূহ সংগ্রহ করিয়া, তাহা অতি সহজ বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেক ভাই মুসলমান ব্যক্তি-—যিনি বাঙ্গালা লেখা পড়া জানেন—সহজে বুঝিতে পারিবেন, এবং নিজ পরিবারস্থ বিবিদিগকে এবং প্রতিবাসী ভাইদিগের বিবিদিগকে, ইহা দ্বারা তাহাদিগের কর্ত্তব্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন; এবং বিবি-দিগের প্রতি তাহাদিগের কি প্রকার আচরণ করা উচিত, এবং কি কি বিষয় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাও তাহারা অবগত হইতে পারিবেন।

আজ কাল মুসলমান গৃহস্থ সমাজ মধ্যে অনেকেই অল্প বিস্তর বাঙ্গালা লেখা পড়া জানেন, কেতাবখানি সকলের বোধগম্য করিবার জন্য আমি অতি সহজ বাঙ্গালা—যাহা সচরাচর আমরা কথা বার্ত্তায় ব্যবহার করিয়া থাকি—সেইরূপ ভাষায় লিখিয়াছি; এবং আমরা পরস্পর দিন এছলাম সম্পর্কে কথা বলিতে সাধারণতঃ যে সকল আরবী শব্দ কিম্বা উর্দ্দূ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা বাঙ্গালা ভাষাতে অনুবাদ না করিয়া, অবিকল সেই শব্দই রাখিয়া দিয়াছি। কারণ, তাহা আমাদিগের জাতীয় ভাষা মধ্যে পরিগণিত।

এই কেতাবখানি আমি আমাদিগের দেশের গৃহস্থ মুসলমান ভাইদিগের জন্য প্রণয়ন করিয়াছি। যদি ইহা কোন সদাশয় উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতার চক্ষে পড়ে, কিম্বা কোন উচ্চ শিক্ষিতা মুসলমান ভগ্নির হস্তগত হয়, তবে আমার সবিনয় অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন ভাষার দোষ গ্রহণ না করেন। কারণ আমি হাদিস সমূহ যেরূপ কেতাবে পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ রাখিয়া তর্জ্জমা করিয়াছি। ভাষা বাঙ্গালা করিবার জন্য যত্ন চেষ্টা করি নাই। কারণ ভাষা বাঙ্গালা করিতে গেলে হাদিস লিখিতে কমি বেশী হইতে পারে; এবং হাদিস কমি বেশী করিয়া বয়ান করা বড় গোনাহের কার্য্য। সুতরাং হাদিস যেমন কেতাবে পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ রাখিয়া তর্জ্জমা করিয়াছি। আমার এই চেষ্টা করা স্বত্বেও যদি আমি হাদিস লিখিতে খাতা করিয়া থাকি, তবে যেন খোদাওন্দ করিম আপন রহমতে আমাকে মাফ করেন।

আমি আশা করি, যদি আমার মুসলমান ভ্রাতা ভগ্নিগণ পুস্তকের উপদেশগুলি বুঝিয়া আমল করেন, তবে দোনো জাহানে আল্লাহ্তাআলার রহমতের মস্তাহাক হইবেন।

---

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি।

## শশুরের প্রতি বিবির কর্ত্তব্য।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে—যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে ঃ—এক আরবি হজরত পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের নজদিক আসিয়া বলিল, ইয়া রছুল আল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লাম! তহকিক আমি মুসলমান হইয়াছি, আমাকে এমন একটী মাজাজা দেখান, যাহাতে

আমার একিন এবং ইমান যেয়াদা হয়, এবং মজবুত হয়। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, "তুমি কি চাও বল।" ঐ আরবি বলিল, ফলানা বৃক্ষকে আপনার নজদিক আসিতে অনুমতি করুন। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, তুমিই যাইয়া ডাকিয়া আন। ঐ আরবি যাইয়া বলিল, আয়ে বৃক্ষ, তোমাকে পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ডাকিতেছেন। তখন ঐ বৃক্ষ এক তরফ ঝুকিল, তাহাতে ঐ দিকের শিকড় সকল উখাড়িয়া গেল। পুনশ্চ দোছরা তরফ ঝুকিল, তাহাতে ঐ দিকের শিকড় সকলও উখাড়িয়া গেল। এই প্রকারে চারি দিকের শিকড় সকল উখাড়িয়া, আপন শিকড় সকল এবং ডাল সকলকে টানিতে টানিতে আসিয়া,ঐ বৃক্ষ পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের হজুরে ছালাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন ঐ আরবি বলিল, "ইয়া রছুল আল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, বছ আমার এখন খুব একিন হইয়াছে, এখন বৃক্ষকে রোখছত এনায়েত করুন।" ঐ বৃক্ষ যাইয়া আপন স্থানে কায়েম হইয়া গেল। আরবি বলিল, ইয়া রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমাকে অনুমতি করুন যে, আমি আপনার পায়েতে এবং মস্তকে বোছা দেই। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম এজাজত দিলেন। পুনশ্চ ঐ আরবি বলিল, ইয়া রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমাকে অনুমতি দেন যে, আমি আপনাকে ছেজদা করি। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে

ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম এর্শাদ করিলেন, যদি আল্লাহতাআলা ভিন্ন অন্যকে ছেজদা করা রওয়া হইত, তাহা হইলে আমি হুকুম করিতাম যে, প্রত্যেক আওরত তাহার শওহরকে ছেজদা করে। কারণ আওরতের উপরে মরদের বহুত বড় হক আছে।

রেওয়ায়েত আছে, পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের ওফাতের পর, এক দিন আছহাব রাজি আল্লাহতাআলা আনহুমা সকল একত্র হইয়া, ইব্‌নে আব্বাছ রাজি আল্লাহতাআলা আনহু হইতে কোরাণ মজিদের তফছির লিখিতেছিলেন—এনম সময় আচানক ব্যতিব্যস্ত হইয়া এক আরবি আসিয়া ছালাম করিল এবং বলিল, আয়ে আছহাব রছুল আল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আপনি কি একথা জানেন যে, পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব বলিয়াছেন যে, মেহমান বেহেস্তের কুঞ্জি হইতেছে। সুতরাং যাহার বাড়ীতে মেহমান আইসে, আল্লাহতাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য বেহেস্তের এক দরওয়াজা খুলিয়া দেন। আছহাব রাজি আল্লাহ তাআলা আনহু বলিলেন—হাঁ, তহকিক আমি এ হাদিছ শুনিয়াছি; এবং রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব ফরমাইয়াছেন, যখন মুমিনদিগের মধ্য হইতে কোন এক মুমিন মেহমান কোন ব্যক্তির বাড়ীতে আইসে, তখন তাহার সঙ্গে দুই ফেরেস্তা আইসে; এবং মেহমানের প্রত্যেক লোকমার বদলা ছাহেব খানার জন্য এক শত নেকী লেখেন; এবং এক শত গোনাহ মিটাইয়া দেন; আর এক শত দর্জ্জা বলন্দ করেন। এহাতাক যে, মেহমান রোখছত হইবার পর, চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ছাহেব খানার গোনাহ লেখা যায় না; আল্লাহতাআলার আমান মধ্যে—অর্থাৎ হেফাজত মধ্যে থাকে।

আরবি বলিল, এই হাদিস হজরত আলি ইব্নে আবুতালেব রাজি আল্লাহতাআলা আনহু ছাহেবের নিকট আমি শুনিয়া, আল্লাহতাআলার কছম করিয়াছি যে, এই হইতে মেহমান ভিন্ন এক লোকমাও খাইব না; এবং আমার আওরত যে মছজেদের দরওয়াজায় বসিয়াছে, সে বলিতেছে যে, আমি কোন মেহমানের খেদমত করিব না; এবং কোন মিছকিন ও মোছাফের বাড়ীতে আসিলে আমি রাজি হইব না; যদি তুমি ইহাতে নারাজ হও, তবে আমাকে তালাক দাও। আমি এই জন্য আপনাদের নিকট আসিয়াছি। আপনারা সকল আছহাব রাজি আল্লাহতাআলা আনহুমা ছাহেবান মৌজুদ আছেন; আমাদিগের জরু-খছম মধ্যে ছলাহ করাইয়া দেন, কিম্বা জুদা করাইয়া দেন। আছহাব রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লামগণ যখন এই কথা শুনিলেন, তামেল করিলেন।

হজরত আবুবকর ছিদ্দিক রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, আয়ে আরবি, আপন জরুকে বলিয়া দাও যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যে আওরত আপন মরদকে বলে যে, আমাকে তালাক দাও, এবং মরদ রাজি নহে—অর্থাৎ মরদ তালাক দিতে ইচ্ছুক নহে—তবে রোজ কেয়ামতে ঐ আওরতের মুখ বিনা গোস্তের কেবল মাত্র হাড্ডি রহিবে; এবং আল্লাহতাআলা তাহার জবানকে পাছের দিক হইতে বাহির করিয়া জাহান্নামের গহরাই মধ্যে ফেলিবেন। যদি ঐ আওরত তামাম দিন রোজা রাখ্নেওয়ালি হয় এবং তামাম রাত্র এবাদতে খাড়া রহ্নেওয়ালিও হয়।

হজরত ওমর ইব্নে খেতাব রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যে আওরত আপন মরদ

হইতে তাহার বেগায়ের মর্জ্জি এক রাত্র যুদা থাকিবে, সে দোজখের দারক আছফল মধ্যে কারূন এবং হামানের সঙ্গে থাকিবে। যদি ঐ আওরত পার্ছা এবং আবেদাও হয়।

হজরত ওছমান ইব্‌নে আফ্‌ান রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হু বলিলেন যে,বলে দাও উহাকে রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যে আওরত আপন মরদের ঘর হইতে মরদের বেগায়ের এজেন বাহিরে যাইবে; তাহার উপর—যে বস্তর উপরে স্বর্য্যের তাবশ অর্থাৎ স্বর্য্যের কিরণ পড়িয়া থাকে, ঐ সমস্ত বস্তু, বরং সমুদ্রের সমস্ত মৎস্য সকলও লানত করে।

হজরত আলী এব্‌নে আবুতালেব রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি আওরত আপন এক ছাতির কাবাব, অর্থাৎ এক পেস্তানের দ্বারা কাবাব এবং দ্বিতীয় পেস্তানের দ্বারা কালিয়া বানাইয়া মরদের সম্মুখে রাখে, তবুও যদি মরদ তাহার উপর রাজি না হয়, তাহা হইলে রোজ কেয়ামতে ঐ আওরত ইহুদ ও নাছারার সঙ্গে থাকিবে। এমন ইহুদ ও নাছারা যে আল্লাহতাআলার কেতাবকে পিটিয়া দিয়া থাকে—অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কেতাবকে গ্রাহ্য করে না, বরং তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া থাকে।

হজরত ইব্‌নে আব্বাছ রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি কোন আওরত হজরত মরইয়ম বিন্তে এমরান রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা ছাহেবার মানিন্দ আল্লাহতাআলার এবাদত করে—যখন তাহার মরদ তাহাকে বিছানার উপর ডাকে, এবং ঐ আওরত এক ছায়াৎ আসিতে দেরি করে—তাহা

হইলে ঐ আওরতকে রোজ কেয়ামতে জালেমদিগের সঙ্গে আছফলা ছাফেলিন মধ্যে অধোমুখে ভেজা যাইবে—অর্থাৎ মুখ নীচের দিকে করিয়া ফেলিয়া দিবেন।

হজরত মাআজ ইব্‌নে জবল রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি কোন মরদের নাক হইতে পিব এবং মুখ হইতে লহু জারি হয় এবং তাহার বিবি হাজার বৎসর ঐ পিব ও লহুকে চাটে, এবং মরদ উহার উপর রাজি না হয়, তবে রোজ কেয়ামতে ঐ আওরত আগুণের তাবুত মধ্যে কয়েদ হইবে এবং জাহান্নামের কওর মধ্যে পড়িবে।

হজরত আবু হোরায়রা রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি কোন আওরত হজরত ছোলেমান ইব্‌নে হজরত দাউদ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের মত মালদার হয়, এবং উহার মরদ ঐ সমস্ত মাল খাইয়া থাকে—অর্থাৎ খরচ করিয়া ফেলে; সেই অবস্থায় ঐ আওরত যদি বলে যে, তুমি আমার এত মাল খাইয়াছ; তাহা হইলে ঐ আওরতের চল্লিশ বৎসরের নেকি নাচিজ হইবে—অর্থাৎ বরবাদ হইবে।

হজরত অবুজর রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যে আওরত আহলে আছমান এবং আহলে জমিনের এবাদতের বরাবর এবাদত করে, এবং আপন মরদকে কোন একটিও রঞ্জ্ দেয়, তবে রোজ কেয়ামতে সেই আওরতের দোনো হাত গর্দ্দানের সঙ্গে বান্ধা হয়ে, এবং উহার দুই পাও জিঞ্জিরের

মধ্যে মকিদ হয়ে, শরমগাহ খোলা হয়ে, চেহেরা বদ শকল হইয়া আসিবে। উহার উপর শক্ত বেমরূয়ৎ জবানিয়া ছোপর্দ্দ করা যাইবে এবং আজাব দিতে তারা ভর কছুর করিবে না।

হজরত ছোলেমান ফার্ছি রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি আল্লাহতাআলা ভিন্ন কাহাকেও ছেজদা করা হালাল হইত, তাহা হইলে আমি হুকুম করিতাম, আওরত সকল আপন মরদকে ছেজদা করে।

হজরত আব্দুল্লা ইব্নে ছালাম রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যে মরদ হজরত আইউব আলায়হেচ্ছালামের মানিন্দ রঞ্জ্ ও বালাতে সাত বৎসর, সাত মাস, সাত দিন গেরেফ্তার থাকে, এবং উহার আওরত এক মুদ্দত উহার খেদমত গোজারি করে এবং পরে যদি এক ছায়াৎও দেল তঙ্গ হইবে, এবং বলিবে যে, তোমার খেদমত আমার দ্বারা হইতে পারিবে না; তাহা হইলে রোজ কেয়ামতে যাদুগরদিগের, এবং কাহনদিগের সহিত, দোজখের দারক আছফল মধ্যে দাখেল হইবে।

হজরত আবু সইদ রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, যে আওরত আপন মরদের অল্প বিস্তর খানা এবং লেবাছে রাজি নহে, হকতাআলা ঐ আওরতের উপর রাজি হইবেন না—যদি ঐ আওরত পরহেজগারও হয়।

হজরত আব্দুল্লা ইব্নে আব্বাছ রাজি আল্লাহতাআলা আন্হু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে

ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, আছমানের উপর যে ফেরেশ্‌তা আছে, উহার মধ্যে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা ঐ আওরতের উপর লানত করে—যে আপন মরদের মালে খেয়ানত ও চুরি করে।

হজরত আব্দুল্লা ইব্‌নে মছউদ রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন. যে আওরত আপন মরদের মেহমানের উপর সন্তুষ্ট হয় না, এবং উহার খেদমত করিতে রাজি নঁহে, তাহার উপর সমস্ত মালায়েক ও খালায়েক লানত করে; অর্থাৎ সমস্ত ফেরেশ্‌তা এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ তাহার প্রতি লানত করিয়া থাকে।

হজরত হচ্ছান ইব্‌নে ছাবেত আনছারি রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যে, যখন মরদ আওরতের উপর গজবে আইসে, তখন হক তাআলাও তাহার উপর গজবে আইসেন এবং যদি মরদ খোশ হয়, তবে হকতাআলাও খোশ হন—যদি ঐ আওরত হজরত খোদেজাহ্‌ রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা-বিন্তে-খোয়েলেদ ছাহেবার খাদেমাও হয়।

হজরত কাতাদাহ্‌ রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, যে আওরত আপন মরদকে এমন কোন কথা বলে—যাহাতে মরদ গজবে আইসে, তাহা হইলে উহার নাম মোনাফেকদিগের দফ্‌তর মধ্যে এবং মশরেক-দিগের গোরোর মধে লেখা যাইবে; এবং ঐ আওরত যে পর্য্যন্ত আপন জায়গা দোজখ মধ্যে না দেখিবে, দুনিয়া হইতে যাইবে না।

হজরত হাছেন ইব্‌নে আলি রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হু বলিলেন,

বলে দাও উহাকে যে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, হকতাআলা এর্শাদ করেন, আয়ে আমার ফেরেশ্‌তা সকল যখন আওরত আপন মরদকে এমন কথা বলিল যে, উহাতে সে গজবে আসিল, তখন তহকিক আমি ঐ আওরতের উপর বেজার হই এবং উহার তরফ আমি রোজ কেয়ামতে রহমতের নজরে দেখিব না।

হজরত ছয়িদ ইব্‌নে মছিব রাজি আল্লাহতাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে, রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, তহকিক আল্লাহতাআলা আওরত দিগের উপর বেহেশ্‌তকে হারাম করিয়াছেন, হরগেজ বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল হইবে না, মগর ঐ আওরত—যাহার প্রতি আল্লাহতাআলা এবং উহার মরদ রাজি এবং খোশনুদ থাকে। অর্থাৎ কেবল মাত্র ঐ আওরত সকল বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল হইবে—যাহাদিগের প্রতি আল্লাহতাআলা এবং তাহাদিগের শওহর রাজি থাকেন।

ঐ আরবির আওরত যখন এই হাদিস শরিফ সমূহ শুনিল, তখন বলিল, আয়ে আছহাব রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমার মরদকে বলুন যে আমার উপর রাজি হন। তহকিক আমি আমার বদ খাছলতের জন্য পেশমান হইয়াছি। পুনশ্চ এমন বদ আদত আমি কখনও আমল করিব না; শওহরের খেদমত ও ফর্ম্মাবরদারি করিব, তাবেদার ও হুকুম ছুন্নেওয়ালি রহিব। কখনও নাফর্ম্মানি করিব না এবং শওহরকে দুঃখিত করিব না। যত দিন জীবিত থাকিব, কখনও উঁহাকে গজবে ও গোশ্বায় আনিব না। আরবি বলিল, এখন আমি উহার উপর রাজি হইলাম।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—আওরতকে

প্রথমতঃ নমাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করা যাইবে। তাহার পর আপন মরদের হকের জন্য জিজ্ঞাসা করা যাইবে। আছহাব রাজি আল্লাহতাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, এক আওরত বার মাস রোজা রাখিয়া থাকে; এবং সমস্ত রাত্র এবাদত মধ্যে খাড়া থাকে; কিন্তু আপন মরদ এবং হামছায়াকে জবান দ্বারা রঞ্জ্ দিয়া থাকে। এরূপ হইলে উহার বিষয় কি হুকুম? হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন, ঐ আওরত দোজখী হইতেছে।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে, এক আওরত পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লাম, মরদের হক তাহার আওরতের উপর কি আছে। হুজুর এর্শাদ করিলেন, যদি আওরত উটের পালানের উপর হয় এবং তাহার মরদ ছোহবৎ চাহে, তবুও তাহাকে মানা করিবে না; এবং রমজান শরিফের রোজা ভিন্ন, মরদের বেগায়ের হুকুমে নফল রোজা রাখিবে না, এবং মরদের বিনা হুকুমে ঘর হইতে বাহিরে যাইবে না। যদি আওরত শওহরের ঘর হইতে বাহিরে যাইবে না। যদি আওরত শওহরের ঘর হইতে বেগায়ের হুকুম বাহিরে যাইবে, তাহা হইলে আজাবের ফেরেশ্‌তা ঐ আওরত যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসিবে, তাহার উপর লানত করিতে থাকিবে।

মাতবর কেতাব মধ্যে রেওয়ায়েত আছে, দিন কেয়ামতে আওরতকে নামাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করার পর, মরদের হক আদা করিয়াছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে,

আওরত যখন আপন মরদের ছোহবৎ হইতে পলায়ন করে—অর্থাৎ শওহরের নিকট হইতে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; তখন তাহার নামাজ কবুল হয় না—যে পর্য্যন্ত ঐ আওরত আসিয়া তাহার আপন হাত মরদের হাতের উপর রাখিয়া এই প্রকার না বলে যে, "তুমি যাহা মর্জ্জি কর, আমাকে সেই সাজা দাও।"

মাতবর কেতাব মধ্যে রেওয়ায়েত আছে যে, আওরত যখন নামাজ পড়িয়া আপন মরদের জন্য দোওয়া করে, তখন ঐ নামাজ মকবুল হয়।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম হজ করিবার আইয়ামে মিনা মধ্যে খোতবার দরমিয়ান ফর্ম্মাইয়াছেন, আয়ে মনুষ্য সকল! তহকিক তোমাদিগের হক তোমাদিগের আওরতের উপর আছে এবং তোমাদিগের আওরতের হক তোমাদিগের উপর আছে। আওরতের উপর এই হক আছে যে, তোমার ঘরের হেফাজত করে; এবং তুমি যাহার উপর রাজি নহ, এমন ব্যক্তিকে তোমার বাড়ীতে আসিতে না দেয় এবং ফাহেশা কালাম বকাবকি না করে। যদি এই সমস্ত বিষয়ে খলল করে, তবে আল্লাহতাআলা তোমা উপর হালাল করিয়া দিয়াছেন যে, বেগায়ের ছক্তি ও রঞ্জ্ তাহাদিগকে মারো। আওরতদিগের হক তোমাদিগের উপর ইহা হইতেছে যে, লেবাছ ও খানা পৌছাও।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে, যে আওরত পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ আদা করে, রমজান শরিফের রোজা রাখে, আল্লাহতাআলার ঘরের হজ আদা করে, আপন ফোর্জ্জ অর্থাৎ শরমগাহের হেফাজত করে, গয়ের মরদ সকল হইতে দূরে থাকে, আপন মরদের এতেয়াত অর্থাৎ ফর্ম্মাবরদারি করে, এমন আওরত

বেহেশ্তের যে দরওয়াজা দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিবে, সেই দরওয়াজা দিয়া বেহেশ্ত মধ্যে চলিয়া যাইবে।

মাতবর কেতাব মধ্যে রেওয়ায়েত আছে, যদি মরদের শরীর হইতে খুন ও পিব জারি হয় এবং আওরত ঐ খুন ও পিবকে কেরাহাত না করিয়া আপন জবান দ্বারা—অর্থাৎ আপন জিহ্বা দিয়া চাটিয়া পাক করে, তবুও মরদের হক আদা হইতে পারে না।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে—যে আওরত আল্লাহতাআলা এবং কেয়ামতের উপর ইমান আনিয়া, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিন হইতে জেয়াদা শোক করে, এবং আপনার জিনত অর্থাৎ বেশ বিন্যাস না করে, তাহা হইলে তহকিক ঐ আওরত হারাম ফেল করিল। কিন্তু আপন মরদ অর্থাৎ শওহর মরিলে চারি মাস দশ দিন পর্য্যন্ত জিনত তরক করা ওয়াজেব হইতেছে।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে,—আপনার এলাকা মধ্যে যে কেহ থাকে, তাহার সঙ্গে নেকি করা চাই। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমার বিবি নাই, বেটাও নাই, এবং অন্য কেহও নাই, কেবলমাত্র একটী মুর্গী আছে। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ফর্ম্মাইলেন, যদি ঐ মুগার দানাতে তুমি এক দিনও কছুরি করিবে, তাহা হইলে তোমার নাম নেককারের মধ্যে লেখা যাইবে না।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে—যে ব্যক্তি আপনার বিবি এবং সন্তানাদির নোফকার জন্য—অর্থাৎ খানা পিনার জন্য হালাল কছব অর্থাৎ হালাল পেশা মধ্যে পরিশ্রম করে, সন্ধ্যার সময় তাহার গোনাহ সকল মাফ হইয়া থাকে।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে—মরদকে নামাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করার পর, স্ত্রী ও বান্দি ও গোলামের হকের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইবে। যদি বিবিকে খোশ রাখিয়া থাকে, এবং বান্দি গোলামদিগের সঙ্গে যদি এহছান করিয়া থাকে—অর্থাৎ মেহেরবানী, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহতাআলা তাহার সঙ্গে রোজ কেয়ামতেও এইরূপ এহছান করিবেন।

হেকায়েত নকল আছে, হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম খলিল আল্লাহ আল্লাহুম্মা ছাল্লেআলা মহাম্মদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা আলা এব্রাহিমা ওয়া আলা আলে এব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ, বহুজুরে জনাবে বারি, আপন আহ্‌লিয়ার বদ খল্‌কির জন্য, অর্থাৎ বদ মেজাজের জন্য শেকায়েত করিলেন। আল্লাহ্‌তাআলা ওহি পাঠাইলেন, আয় আমার খলিল, উহাকে আমি বায়ে তরফের টেহড়ি পিছলি হইতে পয়দা করিয়াছি, যেমন সমস্ত আওরত পয়দা হইয়াছে। তুমি যদি উহাকে সিধা করিবে, তবে সিধা হইবে না, বরং টুটিয়া যাইবে যাহা উহা হইতে বদ খল্‌কি হয়, তাহা হইতে দাও,এবং তুমি ছবর কর,এবং লেবাছ পরাও। কিন্তু যদি দিনের কাজে কছুর ও নোকছান হয়, তাহা হইলে ছবর করা চাই না।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে—যে মরদ আপন আওরতের বদ খল্‌কির উপর ; অর্থাৎ বদ মেজাজের উপর ছবর করিবে, উহাকে হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের ওজর ও ছওয়াব মিলিবে। যে আওরত আপন মরদের বদ খল্‌কির, অর্থাৎ বদ মেজাজের উপর ছবর করিবে, আল্লাহতাআলা উহাকে হজরত আছিয়া রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা এবং হজরত মরইয়াম বিন্তে এমরান রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা ছাহেবাদিগের ওজর ও ছওয়াব বখ্‌শিবেন।

মছলা। মরদের উপর ওয়াজেব হইতেছে যে, আপন বিবি, বান্দি ও গোলামদিগকে দিনের এলেম শিক্ষা দেয়। ঐ সকল দিনের এলেম এই :—অর্থাৎ ওজু, তৈয়ম্মম, জোনাবেতের গোছল ইত্যাদি; ও নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, হায়েজ, নেফাছ এবং এস্তেহাজা গোছল ইত্যাদি ফরায়েজ এবং পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম; এবং আছহাব রাজি আল্লাহতাআলা আনহুমাদিগের ছুন্নত জামায়াত মত তরিকা ইত্যাদি; গিবৎ ও চুগলী তরক করা, নাজাছাৎ ও নাপাক বস্তু হইতে মহফুজ থাকা, এবং ফাহেশা কালাম হইতে পরহেজ করা ইত্যাদি, আল্লাহ ও রছুলের জিকিরে ও ফিকিরে হামেশা থাকা, প্রত্যেক চাল ও চলনে আদব শেখানা, গোনাহ এবং বদি হইতে পরহেজ করা ইত্যাদি। যদি মরদ এতটা এলেম নিজে না জানে, তবে নিজে শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিবে। যদি মরদ না শিখিতে পারে, তবে হুকুম দিবে যে কোন মহরেম ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করে। এতদ্ব্যতীত দোজখ হইতে বাঁচিবার কার্য্যে কোশেশ করা আওরতের উপর ফরজ হইতেছে। উহাদিগকে এলেম তলব করিতে নিষেধ করা মরদের জন্য হালাল নহে। কারণ হাদিস শরিফ মধ্যে এইরূপ আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—"সমস্ত মোছলমান মরদ এবং আওরতের উপর এলেমকে তলব করা ফরজ হইতেছে।"

ফেকহা রাজি আল্লাহতাআলা আনহুমা বলেন :—আওরতের মরদের উপর পাঁচ হক আছে, যথা—পহেলা পর্দ্দার মধ্যে খেদমত লইবে—বেপর্দ্দা করিবে না। কারণ তাহাকে বাহির করা গোনাহ এবং তরক মরুয়ৎ হইতেছে। দোছরা নামাজ রোজার আহকাম এবং জরুরী মছলা উহাকে শিক্ষা দিবে। তেছরা তাহাকে আকেল হালাল যাহা ময়ছার হয়, তাহা খাওয়াইবে। কারণ যে গোস্ত হারাম মাল হইতে পয়দা হইবে, ঐ গোস্ত

দোজখের আগুন মধ্যে গলিবে; যেমন হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপঃ—"আয়েল ও আতফাল কেয়ামতে ফরিয়াদ করিবে যে, এই ব্যক্তি আমাকে হারাম মাল খাওয়াইত এবং দিনের রাস্তা আমাকে বাতাইয়া দিত না; এ ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করিয়াছে।" তখন ঐ ব্যক্তির সমস্ত নেকি তাহার আয়েল ও আতফালকে দেলাইয়া উহাকে দোজখের মধ্যে দাখেল করিবেন। চৌথা আওরতের উপর জুলুম ও জেয়াদতী না করে, কেননা আওরত মরদের নজদিক আমানত হইতেছে। পঞ্চম যদি আওরত জবান দারাজি ও জেয়াদতী করে, তাহা হইলে মরদ ছবর ও বর্দবারি করে, গোস্বা করিয়া মুখ দিয়া কিছু না বলে। কারণ গোস্বা করিবার সময় আক্কেল থাকে না, এমন কথা বলিয়া ফেলে, যাহাতে নেকা টুটিয়া যায়। পক্ষান্তরে মরদের ছবরের জন্য বিবি শরমেন্দা হইয়া ফের বদ্‌খোয়ী, এবং জবান দারাজী করিবে না।

মাতবর কেতাব মধ্যে রেওয়ায়েত আছে, এক ব্যক্তি হজরত ওমর রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হুর নিকট তাহার বিবির বদ খল্‌কির শেকায়েত করিতে আসিয়াছিল। যখন দরওয়াজায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন হজরত উম্মে কুলছুম্ রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা, হজরত ওমর রাজি আল্লাহ্ তাআলা আন্‌হুর উপরে গোস্বা করিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি ইহা শুনিয়া নিজের দেলে বলিল, আমি আমার বিবির শেকায়েত ইঁহার নজদিক করিতে আসিয়াছি, কিন্তু উনিও তো উঁহার বিবি ছাহেবার নজদিক, আমার মত বালাতে গেরেফ্‌তার আছেন। ইহা ভাবিয়া ঐ ব্যক্তি ফেরত চলিয়া যাইতে লাগিল। হজরত ওমর রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হু জানিতে পারিয়া ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া আহ্‌ওয়াল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি আপনার নিকট আমার বিবির শেকায়েত করিতে আসিয়াছিলাম। যখন আসিয়া আপনাকে ঐ বালাতে গেরেফ্‌তার

দেখিলাম, তখন ফেরত চলিয়া যাইতেছিলাম। হজরত ওমর রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হু বলিলেন, আমার বিবি ছাহেবার অনেক হক আমার উপর আছে, এই জন্য আমি উহাকে মাফ করিয়াছি। পহেলা হক ইহা হইতেছে যে, উনি আমার এবং দোজখের মধ্যে আড় হইতেছেন কেননা আমাকে হারাম হইতে বাঁচাইয়া থাকেন। দোছরা আমার নেগাহ্‌বান হইতেছেন, যখন আমি কোন স্থানে যাই, তখন আমার মালের হেফাজত করিয়া থাকেন। তেছরা আমার ধুবি হইতেছেন, যখন আমি গোছল করি, তখন উনি আমার কাপড় ধুইয়া থাকেন। চৌথা আমার বাচ্চার দাই হইতেছেন, কত পরিশ্রমে পরহেজ করিয়া দুধ পিলাইয়া থাকেন। পঞ্চম আমার খানা পাকানেওয়ালি হইতেছেন, কোন সময় আমার খানা পাকাইতে কাহিলি করেন না। ঐ ব্যক্তি ইহা শুনিয়া বলিল, আমারও উপর আমার বিবি ছাহেবার এই সমস্ত হকুক আছে, আমিও তাহাকে মাফ করিলাম।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, বান্দাকে চারি স্থানে খরচ করা জন্য কেয়ামতে হিসাব দিতে হইবে না। পহেলা খরচ মা বাপ জন্য; দোছরা ছেহেরের সময় যাহা খাইবে; তেছরা রোজা রাখিয়া যাহা এফ্‌তার করিবে; চতুর্থ যে নোফকা অর্থাৎ খানা ইত্যাদি—যাহা আয়েলকে দিবে।

রেওয়ায়েত আছে, বান্দা চারি স্থানে খরচ করিলে ওজর আর্থৎ ছওয়াব পাইয়া থাকে; প্রথম আল্লাহতাআলার রাহাতে; দ্বিতীয় মিছ-কিনকে যাহা দেওয়া যায়; তৃতীয় বান্দি গোলাম আজাদ করিলে; চতুর্থ আওরত ও বাচ্চাদিগের নোফকা জন্য। সকল হইতে আয়েলের উপর খরচ করিবার বড় ছওয়াব হইতেছে।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :—যখন বিবি ও শওহর খোশ হইয়া এক স্থানে বসে, এবং মহব্বতের সঙ্গে

আপোশের মধ্যে মিলে, তখন দশ নেকি তাহার নামা আমলের মধ্যে লেখা যাইয়া থাকে; এবং তাহার দশ বদী ধোওয়া যাইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত আল্লাহতাআলার করবের দশ দর্জ্জা জেয়াদা হইয়া থাকে; এবং যখন গোছল করে, তখন উহাদের শরীরে যত চুল আছে, ঐ পরিমাণ নেকি তাহাদিগকে মিলিয়া থাকে; এবং ঐ পরিমাণ বদী তাহাদিগের দূর হইয়া থাকে। আবার যখন আওরতের সন্তান পয়দা হইবার সময় দরদ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক বারের দরদের জন্য হাজার নেকি তাহাকে দিবেন, এবং হাজার বদি তাহার দূর করিবেন।

মাতবর কেতাব মধ্যে রেওয়ায়েত আছে, বিবি সকল হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব নিকট হাজের হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, মরদ দিগকে বহুত নেক আমলের ছওয়াব মিলিয়া থাকে, যেমন নামাজ, জুমা জামায়াত, নামাজ ঈদ ও জানাজাতে হাজের হওয়া, এবং বেমারের ইয়াদত, হজ, ওমরা, জেহাদ ইত্যাদি করা; আমরা এই সকল নেয়ামত হইতে বেনছিব রহিলাম, ইহার কারণ কি? হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব বলিলেন, তোমরা যাও, এবং অন্যান্য বিবিদিগকে খবর পৌছাইয়া দাও যে, আল্লাহতাআলা তোমাদিগকে এই জন্য পয়দা করিয়াছেন যে, তোমরা আপন শওহরের সঙ্গে ভালমতে থাক, শওহরের সহিত সদ্ভাব রাখ, প্রত্যেক কার্য্যে আপন শওহরের রেজামন্দি মত চল, তোমাদিগের হক্কে এই সকল এবাদতের বরাবর হইতেছে। এই সমস্ত কার্য্যে তোমাদিগকে ঐ রূপই ছওয়াব মিলিবে।

আর ইহাও লেখা আছে যে, অওরতের হকে ঘর সংসারের খেদমতঃ—

যেমন খানা পাক করা, সংসারের সকলকে তাহা তকছিম করিয়া দেওয়া, ঝাড়ু ইত্যাদি দেওয়া, সন্তানাদির খেদমত করা, শওহরের মালের হেফাজত করা, ছোট বড়র খাতেরদারি করা, এ সব জেহাদের মর্ত্তবা রাখে; বরং ইহা হইতেও জেয়াদা মর্ত্তবা রাখে। কারণ, জেহাদে মানুষ কাফেরের সঙ্গে লড়াই করিয়া মরিয়া যায় এবং ছুট্‌কার পায়; আর আরওত রাত দিন ঘর সংসারের দুরস্তির জন্য তখ্‌লিফ উঠায় এবং নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে। আক্‌ছের আওরত সকল এই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ সমস্ত আওরত এই নিয়ত করে যে, আমি এই সমস্ত আল্লাহতাআলার রেজামন্দির জন্য করিতেছি, তাহা হইলে ওলির সমস্ত মর্ত্তবা পাইবে।

যিনি এই কেতাব খানির এই স্থান দেখিবেন, আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি, আপন বিবি এবং বেটিকে ও আত্মীয় স্বজন বিবি দিগকে এই নিয়ম করিতে উপদেশ দিবেন। নিয়ম না করার দরুণ যেন তাঁহারা তাঁহাদিগের ছওয়াবকে নষ্ট না করেন। প্রত্যেক শওহরের কর্ত্তব্য, তাঁহার বিবিকে ইহা উত্তমরূপে শিখাইয়া দেন।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :— জুমা মিছকিনের জন্য হজ হইতেছে; এবং আওরতের জেহাদ শওহরের সঙ্গে ভাল মতে থাকা হইতেছে; অর্থাৎ শওহরের সঙ্গে সদ্ভাবের সহিত গুজরান করা হইতেছে।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে, আওরত যখন হামেলা হয়, ঐ সময় হইতে সন্তানকে দুধ পেলান পর্য্যন্ত গাজির ছওয়াব পাইয়া থাকে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে মরিয়া যায়, তবে শাহাদতের মর্ত্তবা পায়— অর্থাৎ তাহার শহিদি মৃত্যু হয়।

নকল আছে, জনাব হজরত পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া

আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের জমানায় এক আওরত, তাহার মা ও শওহরকে রাখিয়া মরিয়া যায়। এক দিন উহার মা স্বপ্নে দেখেন যে, বেটীর মাথার উপর আগুন জ্বলিতেছে এবং সে শক্ত আজাবের মধ্যে গেরেফ্‌তার হইয়াছে; তাহার নাক এবং মুখ হইতে রক্ত টপ্‌কিয়া পড়িতেছে; দুই হাত মাথার উপর বান্ধা আছে; এবং তাহার পায়েতে আগুণের বেড়ি রহিয়াছে; আর সাপ ছাতির সঙ্গে ঝুলিয়া রহিয়াছে। এই হালত দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ে বেটী! তোমার ঐ রকম অবস্থা কেন হইল? ঐ বেটী বলিল আয়ে মা! আমার মাথার উপর যে আগুণ জ্বলিতেছে, ইহা আমি যে আমার শওহরের আয়েব অন্যের নিকট জাহের করিতাম, তাহার বদলা হইতেছে; এবং হাত যে আমার মাথার উপর বান্ধা আছে, ইহা আমি যে আমার শওহরের ঘরের বস্তু অন্যকে বেগায়ের হুকুম দিতাম, তাহার বদলা হইতেছে; এবং সাপ যে ছাতির উপর চড়িয়া কামড়াইতেছে, ইহা আমি যে শওহরের বেগায়ের হুকুমে অন্যের ছেলেকে দুধ খাওয়াইতাম, তাহার বদলা হইতেছে; এবং নাক ও মুখ হইতে যে রক্ত পড়িতেছে, উহা আমি যে আমার শওহরকে গালি দিতাম, এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতাম, তাহার বদলা হইতেছে; এবং পায়ের মধ্যে যে আগুণের বেড়ী পড়িয়াছে, উহা আমি যে শওহরের ঘর হইতে শওহরের বেগায়ের হুকুম পাও বাহির করিতাম, তাহার বদলা হইতেছে। আয় মা মেহেরবান, তুমি আমার অবস্থার উপর রহম কর, এবং এমন সময় আমার উপকার কর। হইতে পারে, তাহা হইলে আল্লাহতাআলা আমাকে আপন গজব হইতে খালাস দিবেন। তুমি এখন যাও, এবং পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব নিকট, আমার এ দুঃখের অবস্থা জাহের কর, যে তিনি আমার শওহরকে ডাকাইয়া আনিয়া

বুঝাইয়া দেন, এবং আমার তকছির উহাকে বলিয়া মাফ করাইয়া দেন। যখন সকাল হইল, ঐ মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের খেদমতে হাজের হইয়া, বহুত আজিজি এবং বেকছির সঙ্গে, বেটীর তরফ হইতে ছালাম এবং ঐ সংবাদ আরজ করিল। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ অলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, ঐ বেটীর শওহরকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, আয়ে ফলানা, আমার খাতিরে তোমার বিবির কছুর মাফ করিয়া দাও; এবং এই বুড়িকে দুঃখ ও কষ্ট হইতে নাজাত দেও। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রছুল আল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমি কেমন করিয়া তাহার উপর রাজি হইব, আমাকে ঐ বিবি বহুত জ্বালাতন করিয়াছে, এবং দুঃখ দিয়াছে। হজরত নবি করিম ছাল্লালাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ-তাআলা রহিম হইতেছেন, তিনি রহম করণেওয়ালা দিগকে দোস্ত রাখেন। তুমি যদি ঐ বিবির উপর রহম কর, তবে তোমার উপরও তিনি রহম করিবেন। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, বহুত বেহতর; হুজুরের হুকুম আমার ছের ও চক্ষুর উপর, আমি তাহার সমস্ত তক্‌ছির মাফ করিলাম। রাত্রে মা. বেটীকে পুনরায় খাবে দেখিলেন যে, সে বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল হইয়াছে এবং বেহেশ্‌তের জেওর ও লেবাজ দ্বারা তাহাকে আরাস্তা করা হইয়াছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ে বেটী, এ মর্ত্তবা এখন তুমি কেমন করিয়া পাইলে? বেটী বলিল, আমার শওহর আমাকে মাফ করিছাছেন, এজন্য হক্‌তাআলাও আমাকে আজাব হইতে খালাছ এবং নাজাত দিয়াছেন। আয়ে মা, তুমি দুনিয়ার আওরতদিগকে আমার অবস্থার খবর দিও যে, তাহারা যেন বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া চলা ফেরা করে এবং

ঠিক চাল চলন এক্তেয়ার করে,এবং আপন শওহরের তাবেদারি ও রেজামন্দিতে কোন প্রকার কছুরি না করে। তাহা হইলে তাহারা আল্লাহতাআলার আজাব হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে ঃ— হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের জমানায়, এক ব্যক্তি আপন আওরতকে বলিয়াছিল, যে পর্য্যন্ত আমি বাহির হইতে না আইসি, সে পর্য্যন্ত হরগেজ তুমি বালাখানার উপর হইতে নীচে নামিও না। ঐ আওরতের পিতা নীচে এক মকান মধ্যে থাকিতেন, তিনি বেমার হইলেন। ঐ আওরত হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ও আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি পিতাকে দেখিবার জন্য নীচে যাইতে পারেন কি না। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, আপন শওহরের হুকুমের উপর কায়েম থাক। যখন তাহার পিতা মরিয়া গেলেন, পুনশ্চ ঐ বিবি নীচে আসিবার জন্য হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট এজাজত চাহিলেন। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, আপন শওহরের হুকুমকে মানো—অর্থাৎ আপন শওহরের হুকুম মত থাক। গরজ, ঐ বিবির পিতাকে লোক সকল দফন করিল ; কিন্তু ঐ আওরত নীচে নামিল না। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে, বেশক আল্লাহতাআলা ঐ আওরত যে আপন শওহরের তাবেদারি করিয়াছে, এই কারণ বশতঃ উহার পিতাকে মাফ করিয়াছে।

---

# জিকির মা রহিমা ( রাঃ )

হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের আদত ছিল, যে পর্য্যন্ত দশ জনা গরিব মিছকিন মহতাজকে খানা না খাওয়াইতেন, সে পর্য্যন্ত নিজে খাইতেন না ; এবং যে পর্য্যন্ত দশ জনা লাঙ্গাকে কাপড় না পরাইতেন, নিজে কাপড় পরিতেন না। আল্লাহতাআলা তাঁহাকে বহুতর মাল ও ফর্জন্দ এনায়েত করিয়াছিলেন ; তিনি দুনিয়াতে সকল বিষয়ে সুখী ছিলেন ; দিবা রাত্র আল্লাহতালার এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকিতেন। ফেরেশ্‌তা সকল তাঁহার এবাদত-বন্দেগী দেখিয়া তাজ্জব হইলেন ; এবং আল্লাহতাআলার নজদিক আরজ করিলেন যে, আয়ে আল্লাহতাআলা ! হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালামকে তুমি মাল ও দৌলত, জন ও ফর্জন্দ এনায়েত করিয়াছ, এই জন্য তিনি তোমার এবাদত-বন্দেগী করিয়া থাকেন। তুমি দুনিয়াতে তাঁহাকে সকল রকম আয়েশ ও আরাম মধ্যে রাখিয়াছ, এই জন্য তিনি তোমার শোকর আদা করিয়া থাকেন। তখন আল্লাহতাআলা বলিলেন, আয়ে ফেরেশ্‌তা সকল, উহার ফরমাবরদারি এবং এবাদত বন্দেগী, দৌলত পাইবার জন্য নহে ; বরং খাছ আমার জন্য করিয়া থাকে। আমি যে সমস্ত নেয়ামত উহাকে দিয়াছি, যদি তাহা ফিরাইয়া লই, তবুও সে আমার এবাদত-বন্দেগী করিবে। হর হালাতে উনি আমার রেজার উপর শাকের এবং ছাবের আছে। এ সময় যেমন আমার ফর্ম্মাবরদার রহিয়াছে, গরিবী অবস্থায় ইহা হইতেও আমার জেয়াদা ফর্ম্মাবরদারি করিবে।

হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম বালা ও মছিবত আল্লাহতাআলার নিকট এই জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন যে, ইহাতে জেয়াদা

শোকর করিবেন ; এবং ছবর করণেওয়ালাদিগের মর্ত্তবা লাভ করিতে পারিবেন ; এবং আজিম ছওয়াব হাছেল করিতে পারিবেন।

আল্লাহতাআলার তরফ হইতে অহি নাজেল হইল যে, আয়ে আইউব আলায়হেচ্ছালাম ! তুমি আমার নিকট ছেহেত ও তন্দরস্তি চাও, না বালা ও মছিবত চাও। হজরত আরজ করিলেন, আয়ে আমার পরওয়ার দেগার, ছেহেত ও আফিয়ত হইতে তোমার বালা ও মছিবত বেহ্‌তর হইতেছে। সুতরাং নিজের মর্জ্জি মত বেমার মধ্যে মব্‌তেলা হইলেন। আল্লাহতাআলার মরজিতে তাঁহার সমস্ত শরীরে ফোফ্‌লা পড়িয়া তাহাতে কিড়া পয়দা হইয়া গেল। খবর আছে, প্রথম মাল ও আছবাব নোকছান হইয়াছিল। তাহার পর আচানক সমস্ত বস্তু যাইতে শুরু হইল। আওলাদ সকল ছাতের তলে দাবা পড়িয়া মরিয়া গেল ; এবং চল্লিশ হাজার ভেড়ী, বক্‌রী, হাতি, ঘোড়া, উট, গাই, বয়েল ইত্যাদি যত ছিল, সমস্ত মরিয়া গেল। এক দিন হজরত এবাদত-এলাহিতে মশ্‌গুল ছিলেন, যখন আপন এবাদত হইতে ফারাগত হইলেন, তখন পাছবান অর্থাৎ রক্ষকগণ আসিয়া সংবাদ আরজ করিল, আয়ে হজরত, ভেড়া-বক্‌রি ময়দানে আপনার যত ছিল, গায়েব হইতে আগুণ আসিয়া সমস্ত জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে। হজরত ইহা শুনিয়া বলিলেন, কি করিব, যাঁহার মাল ছিল, তিনি লইয়াছেন। ইহা বলিয়া তিনি পুনশ্চ এবাদত-এলাহিতে মশ্‌গুল হইলেন। তাহার পর যত গাই ও বয়েল ছিল, যাইতে শুরু হইল। রক্ষকগণ আসিয়া সংবাদ দিল, আয়ে হজরত, ময়দানে আপনার যত গাই ও বয়েল ছিল,সমস্ত গায়েব হইতে আগুণ আসিয়া জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে, ইহা শুনিয়াও হজরত এবাদত-বন্দিগী মধ্যে মশ্‌গুল রহিয়া গেলেন। তাহার পর উটরক্ষকগণ আসিয়া সংবাদ দিল, আয়ে হজরত, আপনার যত হাজার উট ছিল, সমস্ত জ্বলিয়া মরিয়া গিয়াছে। হজরত বলিলেন,

আল্লাহ তালার মর্জিতে এই রকম হইতেছে, আমি কি করিব ? পুনশ্চ সহিসেরা আসিয়া সংবাদ দিল, আয়ে হজরত, আপনার যত ঘোড়া ছিল, আজ সমস্ত মরিয়া গিয়াছে। হজরত বলিলেন, আল্লাহতাআলা ভিন্ন আমার কোন চারা নাই। তাহার পর সমস্ত আছবাব অর্থাৎ ঘর-দরওয়াজা, ফরশ, বিছানা ইত্যাদি, ছাত, পর্দ্দা সমস্ত আগুণে জ্বলিয়া গেল, কোন বস্তু বাকি থাকিল না। এমন সময়ে হজরত এবাদত মধ্যে মশ্‌গুল ছিলেন, লোক সকল বলিল আয়ে হজরত, এখন কি দেখিতেছেন, এখন তো কিছুই বাকি থাকিল না। হজরত ইহা শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহতাআলার নজদিক শোকর করিতেছি যে, জান—যাহা সকল বস্তু হইতে বেহতর হইতেছে, তাহা এখনও বাকি আছে। ফের দ্বিতীয় দিন চারি বেটা এবং তিন বেটী ওস্তাদের নিকট পড়িতেছিলেন ইহার মধ্যে ওস্তাদ কোন কার্য্যের জন্য মক্তবখানা হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখিলেন, ছেলে মেয়ে গুলি ছাদের নীচে চাপা পড়িয়া সকলেই মরিয়া গিয়াছে। ওস্তাদ ছাহেব যাইয়া হজরতকে সংবাদ দিলেন, আয়ে হজরত, আপনার ছেলে মেয়ে সমস্ত মক্তব মধ্যে ছাদ পড়িয়া যাওয়ার দরুণ, চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। হজরত বলিলেন, সকলে শহিদ হইয়াছে। ক্রমশঃ ফর্জন্দ ইত্যাদি মাল-মাত্তা, ঘর-সংসার সমস্ত গেল, কোন বস্তু বাকি রহিল না হজরত ফর্জন্দের গমি হইতে ছবর করিতেন, এবং বিবিকে বুঝাইতেন ও বলিতেন, কোশাদ্‌গীর কুঞ্জি ছফর হইতেছে। পুনশ্চ এক সপ্তাহ পরে যে সময় নামাজ পড়িতেছিলেন, পায়েতে ফুফুলা পড়িল, এবং জখম হইল। এহাঁতাক যে, সমস্ত শরীরের গোস্ত পচিয়া তাহাতে কিড়া পয়দা হইয়া গেল। এত কষ্ট হওয়া স্বত্বেও আল্লাহতাআলার

পরিমাণে এবাদত-বন্দেগী করিতেন। এক স্থানেই পড়িয়া থাকিতেন; বসা উঠা করিবার এবং নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা ছিল না। এই প্রকার চারি বৎসর শয্যাগত বেমার থাকিলেন, এহাঁতক যে চক্ষে কিড়া পড়িয়া গিয়াছিল। আত্মীয়-স্বজন, এগানা-বেগানা এবং মহল্লার সমস্ত লোক তাঁহাকে নাফ্রৎ করিতে লাগিল। সকলের সঙ্গে রেস্তা ছুটীয়া গেল। চারিজন বিবিও চলিয়া গেলেন। এক মাত্র বিবি মা রহিমা রাজি আল্লাহ্ তাআলা আন্হা নেকবক্ত ছিলেন, তিনি একা হজরতের খেদমতে রহিয়া গেলেন, এবং বলিলেন, আয়ে হজরত যেমন আপনার ছেহেত ও তন্দরস্তির সময়ে দৌলত নেয়ামত খাইতে পরিতে শরিক ছিলাম, এখন এই মছিবতের অবস্থায়ও আপনার শরিক থাকিব। আপনার খেদমত করিব, এবং রঞ্জ ও মছিবৎ উঠাইব। দোনো জাহানে ইহাই আমার নাজাতের ওছিলা হইতেছে—যদি আল্লাহতাআলা মর্জ্জি করেন।

পছ, এই ভাবেতে সাত বৎসর গুজারিয়া গেল। হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে যে, হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম, আঠার বৎসর বেমার মধ্যে মব্তেলা ছিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীরে পোকা পড়িয়া গিয়াছিল, বদগন্ধের জন্য মহল্লার লোক সকল তাঁহাকে নফ্রৎ করিত, এবং বলিত যে, তাঁহার বদবু জন্য আমরা মহল্লাতে থাকিতে পারি না। আল্লাহ্-তাআলা না করেন, আমরা ভয় করি, যদি উঁহার বেমারি আমাদিগের উপর আছর করে, তবে আমরা মরিয়া যাইব। এই জন্য লোক সকল হজরতকে ঐ গ্রামে থাকিতে দিল না এবং আত্মীয়-স্বজন, খেশ-আকারব কেহই জিজ্ঞাসা করিল না—ও তত্ত্ব বার্ত্তা লইল না। কেবল মাত্র হজরতের খেদমতে এক বিবি মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আন্হা, এবং দুই জনা শাগ্রেদ রহিয়া গেলেন। হজরতকে এক টাট মধ্যে লেপটীয়া

এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া গেলেন। পছ,হজরত কাঁদিতেছিলেন। আর বলিতেছিলেন, ইয়া এলাহি, আমার ছরদারি কোথায় গেল, জন ও ফর্জ্জন্দ, প্রিয় পরিজন কোথায় গেল, আজ তুমি ভিন্ন আমার কেহ নাই।

আয়ে বেরাদার মৃত্যু সময়ে ইহা হইতেও তোমার জেয়াদা দুর্দ্দশা হইবে। তোমার স্ত্রী - পরিবার, বেটা-বেটী, তালুক-মুলুক সমস্ত পড়িয়া থাকিবে; তুমি একেলা কবর মধ্যে যাইবে। আজ তুমি দুনিয়াকে তরক কর, এবং কবরের তোষা প্রস্তত করিতে রত হও। পছ, হজরত কাঁদিতে ছিলেন আর বলিতেছিলেন—ইয়া এলাহি, আমার ছরদারি কোথায় গেল, জন ও ফর্জ্জন্দ প্রিয়-পরিজন কোথায় গেল, আজ তুমি ভিন্ন আমার কেহ নাই। আয়ে আমার মালেক ও রহম করনেওয়ালা, আমার শরীরের বেমারের জন্য লোক সকল আমাকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতেছে। পুনশ্চ এখান হইতে তৃতীয় গ্রামেতে লইয়া গিয়া রাখিল; সেখানকার বস্তির লোকেরা ও নাফরৎ করিয়া তাঁহাকে বস্তি হইতে বাহির করিয়া দিল। নকল আছে যে, হজরতকে ক্রমান্বয়ে সাত গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। অবশেষে ঐ দুই শাগ্রেদ লাচার হইয়া, হজরতকে এক ময়দান মধ্যে ছায়ার তলে লইয়া শোওয়াইয়া রাখিল; কিন্তু কএক দিন পরে ঐ শাগ্রেদ দ্বয়ও চলিয়া গেল। কেবল মাত্র এক বিবি হজরত মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা হজরতের খেদমতে থাকিলেন। কথিত আছে যে, হজরত রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা, প্রত্যেক দিন হজরতকে ঐ ময়দান মধ্যে একেলা রাখিয়া, মহাল্লাতে যাইয়া মেহনত ও মশক্কৎ করিয়া আনিয়া, হজরতকে খাওয়াই-তেন, এবং দস্তবস্তা হজরতের খেদমতে হাজের থাকিতেন। এক দিনের জিকির আছে যে, আপন আদত মত মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা

হজরতকে খাওয়াইবেন। ঐ দিন তাঁহাকে কেহ কোন কার্য্য করিতে ডাকিল না। অবশেষে সন্ধ্যার সময় হয়রান-পেরেশান ও নিরূপায় হইয়া আপন দেল মধ্যে বলিতে লাগিলেন, আজ আমি খালি হাতে কেমন করিয়া শওহরের নজদিকে যাইব; এবং উহাকে কি খাওয়াইব, আয়ে আল্লাহতাআলা, আজ আমাকে কোন স্থান হইতে কিছু দাও। ইহা বলিয়া এক কাফেরা আওরতের নজদিক গেলেন, এবং ছওয়াল করিলেন, আয়ে বিবি, আজ আমার খানা পাকাইবার কিছুই নাই, তুমি আজ আমাকে কিছু দিয়া সাহায্য কর, আমার শওহর বেমার আছেন, তাঁহাকে যাইয়া খাওয়াইব। তাহার জন্য যে মজদুরি হইবে, কাল আমি আসিয়া আদা করিব। ঐ কাফেরা আওরত বলিল, কাল আমার কোন কাজ নাই, কিন্তু তোমার মাথার চুল আমাকে বহুত পছন্দ হইতেছে, কিছু কাটিয়া আমাকে দিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাকে খাইবার জন্য কিছু দিব। মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং আজিজির সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, আয়ে বিবি, এ বিষয়ে আমাকে মাফ কর, আমার শওহর বেমার আছেন, তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই, আশার বদলে আমার চুলগুলি ধরিয়া নামাজের জন্য উঠা বসা করিয়া থাকেন। অবশেষে অনেক বুঝাইলেন, ঐ কাফেরা বিবি কিছুতেই শুনিল না, তখন লাচার হইয়া মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা আপন মাথার চুল, ঐ কাফেরা বিবিকে কাটিয়া দিয়া, আপন শওহরের জন্য কিছু খানা লইয়া আসিলেন। ইহার মধ্যে শয়তান মর্দুদ এক পীর মর্দ্দের ছুরতে হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম ছাহেব নিকট যাইয়া বলিল, তোমার বিবিকে ফলনা আওরত চুরি ও বদকারি মধ্যে ধরিয়া তাহার চুল কাটিয়া দিয়াছে। হজরত ইহা শুনিয়া নিতান্ত গমগীন ও পেরেশান হইলেন এবং কাঁদিলেন। কথিত আছে, হজরত আইউব

আলায়হেচ্ছালাম বিবির বদনামের কথা শয়তান মর্দুদের মুখে শুনিয়া যেমন কাঁদিয়াছিলেন, আঠার বৎসর বেমারির মধ্যে এমন আর কখনও কাঁদেন নাই, এবং কছম করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, আমি যদি এই বেমার হইতে আরাম পাই, তবে রহিমা বিবি (রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা) কে এক শত দোর্‌রা মারিব।

হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের কেচ্ছা বহুত বড় হইতেছে। এই কেতাবে হজরতের সম্পূর্ণ কেচ্ছা বর্ণনা করা আমার মকছুদ নহে; বরং এই নকল হইতে আমার উদ্দেশ্য ইহা হইতেছে যে, মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হার কেচ্ছা, আমি এ জমানার বিবি ছাহেবাদিগের নজদিক পেশ করিতেছি যে, তাঁহারা উনার নেক খাছলৎকে এক্তেয়ার করিয়া নিজ শওহরের খেদমত করিবেন, এবং দোনো জাহানের ছায়াদাত হাছেল করিবেন। সুতরাং আমি হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের কেচ্ছার দরমিয়ান হইতে ছাড়িয়া দিয়া, শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিতেছি।

যখন আল্লাহতাআলা হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের বালাকে দূর করিলেন, এবং বেমার হইতে শাফা দিলেন, আল্লাহতাআলার হুকুমে হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম আসিয়া বলিলেন, আয়ে আইউব আলায়হেচ্ছালাম, আল্লাহতাআলার হুকুমে উঠ, আল্লাহতাআলা তোমার প্রতি রহম করিয়াছেন, এবং গম হইতে তোমাকে নাজাত দিয়াছেন। হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, আয়ে জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম, এ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া উঠিব, আমার শরীরে কিছুমাত্র শক্তি সামর্থ্য নাই। হজরত জিব্রাইল আলায়-হেচ্ছালাম বলিলেন, পাও জমিনের উপর মারো। তখন হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম জমিনের উপর পাও দ্বারা এক লাথী

মারিলেন; ঐ স্থান হইতে এক চশমা জারি হইল। হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, ইহাতে গোছল কর এবং ইহার পানি খাও, আল্লাহতাআলার ফজল ও করম হইতে আরাম পাইবে। তখন হজরত ঐ চশমা হইতে গোছল করিলেন এবং পানি খাইলেন। অতঃপর আল্লাহতাআলার ফজলে বেমার হইতে আরাম পাইলেন এবং তন্দরস্ত হইলেন। তাঁহার শরীর পূর্ণিমার চাঁদের মত সৌন্দর্য্য লাভ করিল। হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বেহেশ্‌ত হইতে এক চাদর আনিয়া তাঁহার শরীরে পরাইয়া দিলেন। ইহার পর হজরত যাইয়া নিকটবর্ত্তী এক পুলের উপর বসিলেন। মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা শওহরের জন্য দুঃখ মেহনত করিয়া খাইবার সামগ্রী আনিবার জন্য গ্রামে গিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে খাইবার সামগ্রী সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হা হজরতকে যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া সে স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—হায়, হাজার আফছোছ আমার বেমার শওহরের উপরে। আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, আপনাকে আসিয়া আর দেখিতে পাইব না, তাহা হইলে কখনও আমি আজ আপনার নিকট হইতে যাইতাম না। আপনি কোথায় গেলেন, আপনাকে কি বাঘে লইয়া গেল। হায়, আমি যদি আপনার নিকট রহিতাম, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে জান দিতাম, এবং এই বালা হইতে এবং আপনার জুদাই হইতে খালাস পাইতাম। হায়, আমি যদি আপনার একখানা হাড্ডি ও পাইতাম, তাহা হইলে আমি তাহা তাবিজ করিয়া গলায় রাখিতাম, উহা আমার পক্ষে আপনার ইয়াদগারি থাকিত। এখন আমি কোথায় যাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন উপায় দেখি না। এই প্রকারে ময়দানের চারি দিকে আফছোছ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তালাস করিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন। হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম তাঁহার এইরূপ কাঁদাকাটি শুনিয়া আজনবি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ে বিবি তুমি কেন কাঁদিতেছ, কি বস্তু তোমার হারাইয়াছে। মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আনহা উত্তর করিলেন, এখানে এক ব্যক্তি বেমার ছিলেন. আমি তাঁহাকে তালাস করিতেছি। তুমি যদি তাঁহার বিষয় জান, তবে আমাকে বলিয়া দাও। হজরত বলিলেন, তাঁহার নাম কি ছিল এবং ছুরত ও শকল কি রকম ছিল? বিবি উত্তর করিলেন, যখন তিনি তন্দরস্ত ছিলেন, তখন তাঁহার আপনার মত শকল ও ছুরত ছিল, এবং তাঁহার নাম হজরত ছৈয়েদেনা আইউব আলায়হেচ্ছালাম ছিল, এবং তিনি আল্লাহতাআলার পয়গম্বর ছিলেন; এবং তাঁহার এমন অবস্থা ছিল যে, সমস্ত শরীরের গোস্ত পচিয়া গিয়াছিল, এবং গোস্ত পোস্ত ও রগমধ্যে কীড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তিনি নিতান্ত কমজোর হইয়া গিয়াছিলেন, এক তরফ হইতে অন্য তরফ ফিরিবার ক্ষমতা ছিল না। হজরত বলিলেন, আমার নাম আইউব আলায়হেচ্ছালাম, তুমি আমাকে চিনিতে পার? পছ, মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আনহা অল্পেতেই চিনিতে পারিলেন। তাঁহার ছুরত ও শকল বদল হইয়া গিয়াছিল। পছ, রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আনহা জলদি আসিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং খুশিতে বাগ্ বাগ্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ে হজরত, আপনি কেমন করিয়া আরাম পাইলেন? তখন হজরত আপন অবস্থার বয়ান করিলেন, এবং যে পানির চশমা এস্তেমাল করিয়া আরাম পাইয়াছেন, তাহা দেখাইলেন। মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আনহা দেখিয়া আল্লাহতাআলার দরগায় শোকর করিলেন, এবং পরে উভয়ে মিলিয়া আপন মোকানের তরফ চলিয়া গেলেন। আল্লাহতাআলা আপন ফজল ও করম

হইতে, যে বেটা বেটী তাঁহাদের, ছাতের তলে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছিল, সকলকে জেন্দা করিয়া দিলেন; এবং যে সমস্ত চিজ বস্তু নষ্ট হইয়াছিল, সমস্ত বস্তু পুনশ্চ এনায়েত করিলেন। আরো পুর্ব্বাপেক্ষা দুই গুনা মাল ও আওলাদ আপন ফজল হইতে এনায়েত করিলেন। তৎপর তিনি আপন কওমকে হেদায়েত করিতে লাগিলেন, এবং শরিয়ৎ শিখাইতে প্রবৃত্ত থাকিলেন। বেমারি অবস্থায় যে কছম করিয়াছিলেন যে, যখন আমি আরাম হইব, বিবি রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হাকে একশত লাকড়ি মারিব, ইচ্ছা করিলেন যে সে কছম পুরা করিবেন। কিন্তু হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম, আল্লাহতাআলার হুকুমে আসিয়া মানা করিলেন এবং বলিলেন, আয়ে আইউব আলায়হেচ্ছালাম, রহিমা শাস্তি পাইবার কাবেল নহে, উহাকে রঞ্জ দিও না। বেমার অবস্থায় তোমার সকল আওরত ছুটিয়া গিয়াছিল, কেবল মাত্র উনি তোমার খেদমত করিতেন, উহাকে জানের রফিক জানিবে এবং পেয়ার করিবে। হজরত উনাকে বলিলেন, আমি কছম করিয়াছিলাম যে, বিবিকে একশত লাকড়ি মারিব; হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, একশত গন্দমের শিশ একত্র করিয়া এক মুঠা বানাও, এবং তাহা দ্বারা একবার মারো, তাহা হইলে তোমার এক শত লাকড়ি মারা হইবে। তাহা হইলে তুমি আপন কছমে গোনাহগার হইবে না। হজরত তাহাই করিলেন; কছমেতে গোনাহগার হইলেন না।

( তজকিরাতল আম্বিয়া )

আকৃছের এ জমানার বিবি সকল শওহরের খেদমত করা দুরে থাকুক, অনেক সময় তাহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, সুতরাং আমি এ জমানার বিবিদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা মা রহিমা রাজি আল্লাহতাআলা আনহার মত নেক খাছলত এক্তেয়ার করিয়া নিজ

শওহরকে সুখী করিবে। তাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবে। জান ও দেল দিয়া আপন শওহরের খেদমত করিয়া এবং আল্লাহতাআলার এবাদত বন্দিগী করিয়া দোনো জাহানে আল্লাহতাআলার রহমতের মস্তহাক হইবে।

---

## বেপর্দ্দা ও জেনার বুরাই।

আয়ে বেরাদর, বিবিদিগকে পর্দ্দায় থাকা ফরজ হইতেছে। সুতরাং শওহরকে লাজেম হইতেছে যে, আপন বিবিকে পর্দ্দা মধ্যে রাখে, এবং বিবিকে লাজেম হইতেছে যে, আপন শওহরের হুকুম মত চলে, এবং আপন শরীরকে, অর্থাৎ ছতর আওরতকে পর পুরুষ হইতে ছিপাইয়া রাখে; আওরতদিগের মুখ, হাথ্‌লি এবং কদম—ইহা ভিন্ন সমস্ত শরীরই ছতর আওরত হইতেছে।

তফছির কাদেরিয়া মধ্যে আসিয়াছে, হজরত ছাল্‌বি (রা) লিখিয়াছেন যে, আন্‌ছারিয়া এক বিবি হজরত রছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের খেদমত শরিফে উপস্থিত হইয়া, এই কথা আরজ করিলেন যে, আমি আমার বাড়ীতে এমন অবস্থায় থাকি যে, আমি ইচ্ছা করি না ঐ অবস্থায় আমাকে কেহ দেখে এবং আমার লোকদিগের মধ্য হইতে কেহ না কেহ আচানক আমার বাড়ীতে চলিয়া আইসে, এবং যে অবস্থায় আমাকে দেখা উচিত নহে, ঐ অবস্থায় দেখিতে পায়। তখন আল্লাহতাআলা এই হুকুম পাঠাইলেন, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে ঃ—"আয়ে ইমানদার ব্যক্তিগণ, নিজের বাড়ী ভিন্ন কাহারও বাড়ীতে যাইও না—যে পর্য্যন্ত না এজাজত লও, এবং ছালাম কর ঐ বাড়ীর লোকদিগের উপরে, ইহা

বেহতর হইতেছে তোমার জন্য শায়েদ তুমি স্মরণ রাখ।" অর্থাৎ ঐ ছালাম করা এবং এজেন চাওয়া তোমার জন্য বিনা এজাজতে প্রবেশ করা হইতে বেহতর হইতেছে। অন্যান্য বুজর্গান দিন বলিয়াছেন, যে কেহ আপন বেটী, বিবি ইত্যাদি পরিবারদিগের মধ্যে আসিবে, তাহাকেও উচিত হইতেছে যে, কোন প্রকার আওয়াজ করিয়া, কিম্বা কথা বলিয়া, কিম্বা গলায় খাংকার দিয়া বাড়ীর লোকদিগকে জানাইয়া আইসে, যেন তাহারা ছতর আওরত করিয়া লইতে পারে, এবং বুরা বিষয় দূর করিতে পারে। ( কোরান—ছুরা নূর ও তফছির )

হজরত আবু দাউদ ( রা ) জিকির করিয়াছেন যে, বিবি আয়েশা ( রা ) নকল করিয়াছেন যে, হজরত আবুবকর ( রা ) ছাহেবের বেটী আছমা আসিলেন পয়গম্বর খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট, এবং তাঁহার বদনের উপর, পাতলা কাপড় ছিল। সুতরাং তাঁহার তরফ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, এবং বলিলেন, আয়ে আছমা, যখন আওরত জওয়ানীতে পৌছে, তখন তাহাকে হরগেজ মোনাছেব নহে যে, দেখায় তাহার বদন ছোওয়ায়ে তাহার, এবং এশারা করিলেন হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম আপন চেহ্‌রা এবং হাথ্‌লির তরফ; অর্থাৎ এমন পাতলা কাপড় যাহা দ্বারা শরীর মালুম হয়, পরিধান করা দুরস্ত নহে; এবং আওরতের শরীরের কোন অংশ খোলা রাখা চাই না। কিন্তু চেহ্‌রা এবং হাতের গাট্টা তক খোলা থাকিতে পারে; এবং যে সমস্ত কাপড় পরিলে শরীর নজরে আইসে, এমন কাপড় পরিধান করা দুরস্ত নহে; এবং কাপড় পরিলে যে আওরতের বদন নজরে আইসে, এমন আওরত যেন নেংটা হইতেছে।

হজরত এমাম মালেক ( রা ) জিকির করিয়াছেন যে, অল্‌কমা এব্‌নে আবি অল্‌কমা আপন মায়ের নিকট শুনিয়া নকল করিয়াছেন যে, আব্দুর রহ্‌মান (রা) ছাহেবের বেটী বিবি হাফজা পাতলা উড়নি উড়িয়া বিবি আয়েশা ( রা ) ছাহেবার নিকট আসিলেন। পছ, ফাড়িয়া ফেলিলেন বিবি আয়েশা ( রা ) ঐ উড়নি, এবং পরাইলেন তাঁহাকে মোটা উড়নি।

এই হাদিস হইতে জানা যাইতেছে যে, আওরতকে আওরতের মজলিসেও পাতলা কাপড় পরিধান করিয়া যাওয়া দুরস্ত নহে। সুতরাং দেওর, ভাশুর, শওহরের ভাতিজা, ভাগিনা ইত্যাদি দিগের সম্মুখে পাতলা কাপড় পরিয়া যাওয়া হরগেজ দুরস্ত নহে। আমাদিগের এ দেশে আওরত দিগের মধ্যে এই বদ চলন প্রচলিত আছে যে, আওরত সকল জওয়ান জওয়ান দেওর, ভাশুর, ভাগিনা, ভাতিজা ইত্যাদি মরদ হইতে পর্দ্দা করে না, তাহাদিগের সম্মুখে হাতের কনুই তক, এবং পেটের কতক অংশ, এবং পীঠের কতক অংশ, মাথার কতক অংশ, পেস্তানের কতক অংশ খুলিয়া বেধড়ক বেড়াইয়া বেড়ায়, ইহা মহজ হারাম হইতেছে।

হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন—যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে, তিন ব্যক্তির উপর তাল্লাহতাআলা বেহেশ্‌তকে হারাম করিয়াছেন; এক ঐ ব্যক্তি যে হামেশা শরাব পান করে, দ্বিতীয় পিতা মাতার নাফর্ম্মানি করে, এবং তৃতীয় দাইউছ—যে আপন আহেল ও আয়েল মধ্যে নাপাকিকে রওয়া রাখে। ইহা হজরত আহ্‌মদ ও নেছাই ( আল্লাহতাআলার রহমত উঁহাদিগের উপরে হউক ) নকল করিয়াছেন। আহেল ও আয়েল মধ্যে—অর্থাৎ আপন বিবি কিম্বা লেওণ্ডি কিম্বা কারাবতদার দিগের হক্কেতে নাপাকিকে রওয়া রাখে, অর্থাৎ জেনাকে কিম্বা মকদ্দামাৎ

জেনাকে, অর্থাৎ যে সকল কার্য্য দ্বারা জেনা হইবার সম্ভাবনা, যথা—বেপর্দ্দা, বেগানার বাড়ীতে যাতায়াত করা, কিম্বা ভিন্ন পুরুষ ভিন্ন স্ত্রীর হাতে ধরা, কিম্বা কোলে করা, কিম্বা বোছা দেওয়া ইত্যাদিকে রওয়া রাখে; এবং ইহারই হুকুম মধ্যে তামাম গোনাহ্ হইতেছে, যেমন শরাব পান করা, জোনাবতের গোছল ইত্যাদিকে তরক করা। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যদি বিবিকে শরাব পান করিতে দেখে, এবং জোনাবতের গোছল তরক করিতে দেখে, এবং মানা না করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিও দাউছের মধ্যে গণ্য। কারণ তয়েবি (রা) বলিয়াছেন যে, দাইউছ ঐ ব্যক্তি হইতেছে, যে আপন আহেল মধ্যে বুরা চিজ দেখে, এবং তাহাদিগের উপর গয়রাত না করে, অর্থাৎ শাসন জন্য তাম্বি করে না। ইহা হজরত মোল্লা আলি কারি (রা) মের্কাৎ মধ্যে লিখিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে মালুম হইল যে, আপন পরিবারদিগকে সমস্ত বেহায়ীর কার্য্য এবং সমস্ত গোনাহের কার্য্য হইতে মানা করা উচিত। সুতরাং যে ব্যক্তি আপন পরিবারদিগের মধ্যে জেনাকারী ইত্যাদিকে রওয়া রাখে, সে ব্যক্তি যে দাইউছ, তাহা জাহেরান জানা যাইতেছে; এবং যে ব্যক্তি আপন পরিবারদিগের জন্য বেপর্দ্দগী এবং আজ্নবি পুরুষদিগের সহিত মিলে জুলে থাকা, দেখা শুনা করা, দোস্তি-মহব্বৎ রাখা, তাহাদিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলা, এই সকল বুরা কার্য্যকে রওয়া রাখে, ঐ ব্যক্তিগণও দাইউছ হইতেছে।

আয়ে বেরাদর, বাঙ্গালা দেশ মধ্যে অনেকগুলি জেলা আছে, তন্মধ্যে খাছ করিয়া যশোহর, ফরিদপুর, নদীয়া, খুলনা জেলা সমুহে হিন্দু ও মুসলমান জাতি প্রায়শঃ এক পল্লিতে বসবাস করে। এই জেলাগুলির ভিতর দিয়া কয়েকটি ছোট বড় নদী প্রবাহিত আছে। এই সমস্ত নদী গুলির উভয় পারে হিন্দু ও মুসলমান জাতির বসতি। হিন্দুগণ

তাহাদিগের পূজার পর বোত সকল নদীর মধ্যে বিসর্জ্জন করিতে লইয়া যায়। যেরূপে নদীতে ডুবাইতে লইয়া যায়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই, ঃ—দুইখানা নৌকা একত্র জোড়া করিয়া মাড়ের মত বাঁধে, তাহার উপর তাহাদিগের বোত সকল উঠায়, এবং ঐ নৌকাতে কতকগুলি হিন্দু নানাবিধ বাজনা সহ উঠিয়া নৌকা নদীতে ভাসাইয়া দেয়; পরে সকলে মিলিয়া গান বাজনা আরম্ভ করে। এই জোড় নৌকার পাছের দিকে দুই জন লোক, এবং আগের দিকে দুই জন লোক, নৌকা বাহিয়া গ্রামের ঘাটে ঘাটে নদীর কিনারা দিয়া লইয়া বেড়ায়। যখন মোসলমানদিগের ঘাটের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন কতক নামের মোসলমানদিগের যুবতী, বুড়ী স্ত্রীলোকেরাও ঐ নৌকাস্থিত বোত সকল ছানোয়ার ছিঙ্গার করিয়া দেখিতে আইসে। তাহারা নৌকায় বোত সকল দেখিতে আসিয়া থাকে। নৌকাস্থিত বোত পরস্ত সকল, কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া গান করে, ও তাহাদিগকে দেখে। যে সকল নামের মোসলমানগণ এইরূপে তাহাদিগের বিবি, বেটী, বহিন ইত্যাদি দিগকে ছানোয়ার ছিঙ্গার করিয়া, গয়ের মরদের সম্মুখে যাইয়া বোত দেখিতে এজাজত দেয়, উহারা দাইউছ হইতেছে। আক্‌ছের ঐ সকল বিবিগণ বোত দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়, এবং বোতের তারিফ করে, ইহাতে তাহারা মশরেক হইয়া যায়, এবং তাহাদিগের নেকাহ টুটিয়া যায়। কারণ হিন্দুর বোতের তারিফ করিবার দরুণ; ঐ বিবিগণ দিন এছলাম হইতে খারেজ হইয়া যায়, তাহাদিগের শওহর অন্যত্র থাকে মোসলমান। আহা কি পরিতাপের বিষয়, আবার অনেক নামের মোসলমান হিন্দুদিগের পর্ব্বে মদদগারি করে। তাহারা তাহাদিগের ভাল কাপড় পরিয়া হিন্দুর পূজার আমোদে ও আহ্লাদে যোগদান করে, হিন্দু পর্ব্বের রওনক বৃদ্ধি করে, হিন্দুদিগের

নামের মোসলমান ঐরূপ পর্ব্ব দিনে এত আনন্দে উৎফুল্ল হয় যে, তাহাদিগের ঘোড়া, গরু লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়, এবং তাহাদিগের নৌকা লইয়া বাইছ খেলিয়া থাকে। এই সমস্ত নাজায়েজ কাজ করিবার জন্য তাহারা মশরেক বনিয়া যায়, এবং তাহাদিগের বিবিদিগের সঙ্গে তাহাদিগের নেকাহ টুটিয়া যায়। কারণ তাহাদিগের বিবিগণ বাড়ীতে থাকে মোসলমান। এই সমস্ত নামের মোসলমান প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতাআলার নজদিক মশরেক হইতেছে। এই সমস্ত, মশরেক, এবং তাহাদিগের বিবিগণ একত্র ঘর সংসার করিতে থাকে। ইহাদিগের মিলনে পয়দা হয় বেটা শক্ত হারামজাদা। ইহাদিগের খাছলতে সচরাচর এই গুলি প্রকাশ পায়ঃ— মিথ্যা কছম করে, এবং বেদিনের সঙ্গে মিলিত হইয়া দিন এছলামের ক্ষতির চেষ্টা দেখে। দিনদার মোসলমানদিগের গিবৎ ও চুগলী করিয়া বেড়ায়, এবং তাহাদিগের হায়া ও শরম থাকে না। আয়ে পাঠক, দাইউছ এবং এই প্রকার ছেফত বিশিষ্ট লোক হইতে বহু দূরে থাকিবে, এবং হরগেজ হরগেজ তাহাদিগের সঙ্গে দোস্তি-মহব্বৎ করিবে না। কারণ প্রকৃত পক্ষে এই প্রকার ছেফত বিশিষ্ট লোক মোনাফেক হইতেছে; এবং মোনাফেক দোজখের নীচের তবকে কয়েদ হইবে; এবং দাইউছের জন্য বেহেশ্‌ত্‌ হারাম হইতেছে।

আয়ে বেরাদর মুমিন, তুমি কদাচ হিন্দু পর্ব্বে, হিন্দু পর্ব্বের রওনক বৃদ্ধি করিতে, তাহাতে যোগদান করিও না। যদি কর, তোমার দিন ও ইমান যাইবে। তুমি ঐ দিন বহুতই এবাদত-এলাহিতে মশগুল থাকিবে, এবং আল্লাহতাআলার ওহাদনিয়াতের উপর গাওয়াহি দিবে, জবানে বলিবে "লাএলাহা এল্লাল্লাহ ওয়াহ্‌দহু লা-শরিকালাহু লাহুল্‌মুল্‌কু ওয়া লাহুল্‌ হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়িন্‌ কাদির।" এই জিকিরের দ্বারা দুনিয়ার উপর চায়েন করিবে, এবং আপন দোস্তদিগের সহিত

একত্র মিলিত হইয়া কোন জেকেরের মজলিস করিয়া বসিবে, এবং সকলে মিলিয়া এই জেকের বোলন্দ আওয়াজে করিবে ; এবং নিয়ত করিবে যে, আয় আল্লাহ্‌তাআলা, আমি হজরত ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের মত, শেরেক হইতে বেজার হইয়া তোমার তরফ দেলকে রুজু করিয়াছি, এবং তোমার ওহাদ্‌নিয়াতের উপর গাওয়াহি দিতেছি; আমার গোনাহ্‌ মাফ কর এবং আমাকে আপন পেয়ারা মকবুল বান্দাদিগের মধ্যে শুমার কর। ইন্‌শা আল্লাহ্‌ আমি উমেদ রাখি, যদি তুমি হিন্দু পর্ব্ব দিনে, শেরেকের উপর বেজার হইয়া এরূপ করিতে থাকিবে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তাআলা আপন রহমতে তোমাকে আপন মকবুল বান্দাগণের মধ্যে শুমার করিবেন।

আয়ে বেরাদর, তুমি স্মরণ রাখিবে যে, "নাওয়াদেরুল ফতওয়া" মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ ইহা হইতেছে ঃ—যে কোন ব্যক্তি হিন্দুদিগের রছমকে ভাল জানে, ঐ ব্যক্তি কাফের হয়।

হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে ঃ—আয়ে আলি ( রা ), তিন বস্তু আছে তাহাতে দেরী করিও না। জানাজা যখন হাজের হয়, তখন নামাজ জানাজা পড়িতে দেরী করিও না ; এবং নামাজের ওয়াক্ত যখন আইসে, তখন নামাজ পড়িতে দেরী করিও না; অর্থাৎ আওয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া আফ্‌জল হইতেছে এবং বেওয়া আওরত, যখন তাহার লায়েক কোন ব্যক্তিকে পাইবে, তখনই তাহার বিবাহ দিয়া দিবে।

আয়ে বেরাদর, মনোরম্য উদ্যান মধ্যে গোলাপ বৃক্ষে প্রষ্ফুটিত গোলাপ বায়ু ভরে হেলিতে দুলিতে থাকে, দেখিতে কি সুন্দর! যাহার চক্ষু সেই গোলাপটীর উপর পড়ে, তাহারই অন্তঃকরণ বিমোহিত হয়

তাহারই তাহা হাতে করিয়া সুঘ্রাণ লইতে বাসনা জন্মে। বিবিগণ প্রস্ফুটিত গোলাপ হইতেও শত সহস্র গুণে পুরুষদিগের নিকট সুন্দর ও চিত্ত-বিমুগ্ধকরী। আমাদিগের এদেশে কতক জাহেল মোছলমানদিগের আওরত সকল পর্দ্দায় থাকা দূরে থাকুক, তাহারা পাতলা ফিন্‌ফিনে কাপড় পরিয়া নদীর ঘাটে, এবং সর্ব্ব সাধারণের পুকুরের ঘাটে গোছল করিতে যাইতেও লজ্জা বোধ করে না। যখন ঐ অওরত সকল গোছল করিয়া পানি হইতে উপরে উঠে, তখন ঐ পাতলা কাপড় ভিজিয়া তাহাদিগের শরীরের সঙ্গে লাগিয়া যায়। তাহাদিগের সমস্ত শরীরের রঙ্গ কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিবিগণ সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হইয়া পড়ে। ময়রার দোকানের সুমিষ্ট মিঠাই দর্শকের খাইতে বাসনা জন্মে, কাহাকে উত্তম টক্‌ বস্তু খাইতে দেখিলে জিহ্বায় পানি আইসে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। ঐরূপ বিবিদিগকে পর পুরুষগণ বদ নজরে দেখিয়া থাকে, ইহার প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। আয়ে বেরাদর যদি তোমার হামছায়াতে এমন কোন জাহেল মোসলমান থাকে, যে তাহার পরিবারদিগকে পর্দ্দায় রাখে না, তবে তাহাকে নছিহত করিবে, যেন সে বদবক্ত দাইউছ না হইয়া যায়; এবং তাহার পরিবারদিগের পর্দ্দার সুবন্দোবস্ত করে কারণ বেপর্দ্দা অশেষ দোষের আকর, ইহা হইতেই নানাবিধ ফেত্‌না ও জেনার উৎপত্তি হয়।

আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ শরিফ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে ঃ—জেনার নজদিক হইও না, এবং উহার গের্দ্দ, অর্থাৎ পার্শ্বে যাইও না। তহ্‌কিক জেনা আমল বেহায়ীর হইতেছে, এবং আজাবের কারণ ও বদরাহ্‌ হইতেছে।

আয়ে মোছলমান সকল, জেনা হইতে ডরো, এবং পরহেজ্‌ কর। কারণ মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, ইহাতে ছয় বদ খাছলৎ আছে।

তিন দুনিয়া মধ্যেঃ—প্রথম রেজেক কম হয় এবং বর্কৎ চলিয়া যায়; দ্বিতীয় মওতের সময় তাহার দর্ম্মিয়ান এবং আল্লাহতাআলার দর্ম্মিয়ান পর্দ্দা এবং হেজাব হইবে; সে আল্লাহতাআলাকে দেখিবে না। তৃতীয়, মরিবার সময় জবানিয়া ফেরেশ্‌তা এবং দোজখকে নিজের চক্ষে দেখিবে। এবং তিন আকবতেঃ—প্রথমতঃ অল্লাহতাআলা তাহার তরফ গজবের নজরে দেখিবেন; দ্বিতীয়তঃ জিঞ্জিরের দ্বারা দোজখের তরফ তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবে; তৃতীয়তঃ তাহার হিসাব শক্ত হিসাব হইবে।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, দোজখ মধ্যে দোজখী সকল, জেনা কর্‌নেওয়ালী আওরত এবং জেনা কর্‌নেওয়ালা মরদের শরমগাহের বদবুতে বেজার হইয়া কাঁদিবে। আয়ে মোছলমান সকল, হারাম হইতে এবং জেনা হইতে পরহেজ কর। কারণ ইহাতে ছয় খাছলৎ বদ আছে। দুনিয়া মধ্যে তিন হইতেছে; যথাঃ—জানির মুখ হইতে জেব ও জিনাৎ, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এবং নূর তজল্লি বাহির হইয়া যায়; দোছরা এফ্‌লাছ ও ফকিরি আইসে; তেছরা বয়ঃক্রম কম হয়। আখেরাতে তিন হইতেছেঃ–প্রথম আল্লাহতাআলা আপন নাখুশী ও গজব তাহার উপর ওয়াজেব করিয়া দেন, দোছরা তাহার বড় শক্ত হিসাব হইবে; তেছরা দোজখ মধ্যে দাখিল হইবে; এবং আল্লাহতাআলা তাহাকে বলিবেন,তুমি যে বস্তু আগে আমার নিকট পাঠাইয়াছ,তাহা বহুতই বদচিজ হইতেছে।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছেঃ—বেগানা আওরতের তরফ নজর করা, চক্ষুর জেনা হইতেছে। দুই পায়ের জেনা, জেনার তরফ চলা হইতেছে। দুই হাতের জেনা, হাত দ্বারা ধরা হইতেছে। কথাবার্ত্তা বলা, জবানের জেনা হইতেছে। দেলের জেনা, জেনা করিবার ইচ্ছা হইতেছে; এবং শরমগাহ উহাকে সত্য কিম্বা

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, এক বারের জেনা সত্তর বৎসরের নেক আমলকে নাচিজ ও বাতিল করিয়া দেয়। শেরেক ও কুফরের পরে বড় গোনাহ্, আপন হালাল নোতফা আজনবি, অর্থাৎ অজানিত নূতন আওরতের পেটে রাখা হইতেছে। ঐ আওরত মোসলমান হউক কিম্বা কাফের, আজাদ হউক কিম্বা বান্দি। জেনা নেকি সকলকে খাইয়া ফেলে, যেমন সুখ্না লাকড়িকে আগুনে খাইয়া ফেলে। যে ব্যক্তি বেগানা আওরতের সঙ্গে জেনা করে, আল্লাহতাআলা তাহার কবরের তরফ দোজখের সাত দরওয়াজা খুলিয়া দেন, ঐ সাত দরওয়াজা দ্বারা কেয়ামত তক, সাপ বিচ্ছু তাহার তরফ আসিতে থাকিবে।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, যে মরদ ওয়ালি আওরতের সঙ্গে যে জেনা করিবে, তাহাকে এবং সেই আওরতকে কবর মধ্যে শক্ত আজাব হইবে। রোজ কেয়ামতে আল্লাহতাআলার হুকুম মত, ঐ আওরতের শওহর তাহার সমস্ত নেকি লইয়া যাইবে; এবং তাহার সমস্ত গোনাহ জানি লইয়া দোজখ মধ্যে প্রবেশ করিবে। এইরূপ কারবার ঐ সময় হইবে, যখন খছম আওরতের জেনা মালুম করিতে পারে নাই। যদি জানিয়া খামোশ অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকিবে, তবে বেহেশ্ত তাহার উপর হারাম হইতেছে; এবং বেহেশ্তের দরওয়াজার উপর লেখা আছে যে, "তহকিক আমি বেহেশ্ত্ বরিন হইতেছি—দাইউছের উপর আমি হারাম হইতেছি।"

দাইউছ ঐ ব্যক্তি হইতেছে, যে আপনার ঘরের আওরতদিগের বদ্কারী দেখিয়া এবং ফেল্ হারাম জানিয়া রাজি থাকে। সুতরাং দাইউছ বেহেশ্ত মধ্যে দাখেল হইবে না। সাত তবক্ আছমান ও সাত তবক্ জমিন দাইউছ ও জানির উপর লানত করে। যে মরদ আপন বিবি, বেটী, মা, বহিন ইত্যাদি আওরতদিগকে ছানোয়ার ছিঙ্গার করিয়া

অন্য কোন স্থানে পাঠাইয়া দেয়, এবং সেখানকার নামহরেম মরদ উহাদিগকে দেখে, সেইরূপ ব্যক্তিগণ দাইউছ হইতেছে।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি হারাম বস্তু দেখা হইতে নিজের চক্ষুকে বাঁচাইবে, আল্লাহতাআলা তাহার ঘরের লোকদিগকে হারাম হইতে মহফুজ রাখিবেন, অর্থাৎ বাঁচাইয়া রাখিবেন; এবং যে ব্যক্তি ভাই মোসলমানের আওরতদিগের তরফ নজর করিবে, আল্লাহতাআলা তাহার আওরতের পর্দ্দা ফাড়িয়া ফেলিবেন, এবং তাহার চক্ষে আগুণের ছোর্ম্মা লাগাইবেন।

---

## নোহা অর্থাৎ চিল্লাইয়া কাঁদিবার বুরাই।

আয়ে বেরাদর তুমি স্মরণ রাখ, কেয়ামতে এক ব্যক্তির গোনাহ্‌র জন্য অন্য ব্যক্তিকে আজাব করিবেন না। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে জেন্দাদিগের কাঁদিবার, এবং মাতম করিবার দরুণ আজাব করিবেন। সুতরাং জেন্দাদিগের ইহা আজায়েব দোস্তি হইতেছে যে, নাহক নিজেরা কাঁদিয়া তাহারা মোয়াখেজা মধ্যে পড়িয়া থাকেন, এবং মৃত ব্যক্তিকেও আজাব মধ্যে গেরেফ্‌তার করেন। এই খাছলৎ আওরত দিকের মধ্যে বহুত জেয়াদা দৃষ্ট হয়। আল্লাহতাআলা আপন কুদরৎ কামেলা হইতে শরীর সকল পয়দা করিয়া তাহাতে হায়াত এনায়েত করিয়া জেন্দা করেন, এবং জেন্দা শরীর হইতে হায়াত ছিনিয়া লইয়া মোর্দ্দা করিয়া থাকেন। আল্লাহতাআলা আপন বান্দা হইতে আপন আমানত যে হায়াত রাখিয়াছেন, তাহা পুনশ্চ লইয়া লন। সুতরাং নাখোশ হইবার কাহারও কোন কারণ নাই। মালেক আপন মুলুকের মধ্যে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবেন, নাখোশ হইবার কাহারও ক্ষমতা নাই।

নকল আছে, নোহা কর্নেওয়ালি আওরত পরাগন্দা, পেরেশান হাল, গর্দ্দা আলুদা, খারেশের পিরাণ পরিয়া, লানতের চাদর শরীরে দিয়া বদবুর ইজার পরিয়া, হাত মাথার উপর রাখিয়া, চিল্লাচিল্লি, কাঁদাকাটি, আফছোছ করিতে করিতে আপন কবর হইতে উঠিবে। তাহাকে টানিয়া লইয়া জানেওয়ালা ফেরেশ্‌তা বলিবে আমিন, অর্থাৎ তোমাকে এই রকম হওয়াই উচিত। তাহার পর ঐ ফেরেশ্‌তা উহাকে দোজখ মধ্যে ফেলিয়া দিবে। চেচাইয়া কাঁদা "আয় আমার ওছিলা, এবং আমার পাল্‌নেওয়ালা কোথায় গেল" এই রকম কথা ইত্যাদি বিনাইয়া বিনাইয়া বয়ান করাকে নোহা করা বলে।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে ঃ—"আল্লাহতাআলা লানত ভেজেন নোহাকর্‌নেওয়ালি আওরতের উপর, এবং তাহার নূহের উপর, অর্থাৎ তাহার কাঁদাকাটি মাতম ইত্যাদির উপর, এবং যাহারা রাজি হইয়া শুনে তাহাদিগের উপর, এবং যাহারা মিথ্যা কথা বলে তাহাদিগের উপর, এবং জবান দারাজি এবং কালাম দ্বারা ইজা ও রঞ্জ্‌ দেনেওয়ালার উপর এবং কাজিয়া ও ঝগড়া মধ্যে বুলন্দ আওয়াজ কর্‌নেওয়ালার উপর।"

নকল আছে হজরত হাছেন বছরি (আল্লাহতালার রহমত উনার উপরে হউক) ছাহেব নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের জমানাতে মহ্‌জরিন আছহাব অর্থাৎ হিজরৎ কর্‌নেওয়ালা আছহাব রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হুমাদিগের বিবি সকল এই ফেল করিতেন কি না? হজরত হাছেন বছরি রাজি আল্লাহতাআলা আন্‌হু, আল্লাহতাআলার কছম করিয়া বলিয়াছিলেন, না করিতেন না।

মারা গিয়াছিলেন, ঐ বিবি কাঁদিতে কাঁদিতে হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট আসিয়াছিলেন। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ? ঐ বিবি বলিলেন, আমার শওহর মরিয়া গিয়াছেন। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, তুমি ছবর কর, তোমার জন্য বেহেশ্ত আছে। ঐ বিবি যখন ইহা হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট শুনিলেন, তাহার পর যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, আর কখনও তাহার জেন্দেগানিতে কাঁদেন নাই।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে ঃ— আল্লাহতাআলার নজদিক দুইটী শব্দ বদ হইতেছে। মছিবতের সময় চেঁচাইয়া কাঁদা, এবং খুশির সময়ে গীত গাওয়া।

আল্লাহতাআলা কোরাণ শরিফের মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে ঃ—"এবং উহার মালের মধ্যে হক মকরর আছে ছায়েল এবং মহতাজের জন্য।" আল্লাহতাআলা যখন তোয়াঙ্গর দিগের মালের মধ্যে মহতাজদিগের হিস্যা আছে ফর্ম্মাইয়াছেন, আর এই তোয়াঙ্গর ব্যক্তি উহার বদলা ঐ মাল খুশিতে গানেওয়ালাদিগকে এবং মছিবতে মাতম করনেওয়ালা দিগকে দেয়, ইহাতে তাহারা কি ছওয়াব হাছেল করিবে? যখন মানুষের উপর কোন ব্যক্তির করজ, কিম্বা আমানত, কিম্বা মজলুমা হক, কিম্বা দাবি থাকে, এবং এমন ব্যক্তি মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জান বহুত কষ্টের সঙ্গে বাহির হয় এবং আপন গোনাহ সকলের জন্য বড় বড় আজাবের মধ্যে গেরেফ্তার হয়। যে সময় ফেরেশ্তা উহার গোনাহ ইয়াদ দেলাইয়া আজাব করে, তখন

শয়তান শুনিয়া কবরওয়ালাকে বলিয়া থাকে, "আয়ে শখ্‌ছ, তোমার এই সকল গোনাহের আজাবের উপর, বেগোনাহ আজাব ও জেয়াদা করিয়া দিতেছি।" পছ, শয়তান তাহার লোকদিগের নিকট আসিয়া বলে, "আয়ে লোক সকল, তোমরা তোমাদিগের মৃত ব্যক্তিকে গবর ফেলিয়া দিবার মত ফেলিয়া দিয়াছ এবং তাহাকে দুষ্মনের মত ভুলিয়া যাইয়া বে-ফিকির বসিয়া আছ? বোধ হয় তাহার মৃত্যুকে আছান মনে করিয়াছ। উঠ এবং ফলানা নোহা কর্‌নেওয়ালি আওরতকে ডাক এবং মাতম করিবার বন্দোবস্ত কর।" শয়তানের পরামর্শে সকলে একত্র হইয়া চিল্লাচিল্লি করিয়া মাতম করিতে থাকে। তখন মৃত ব্যক্তির উপর বেগোনাহ আজাব শুরু হয়। আল্লাহতাআলা মৃত ব্যক্তির উপর গজব করেন এবং তাহার কবরের তরফ দোজখের খিড়্‌কি খুলিয়া যায়। কালা কুকুর তাহাকে আচড়াইতে থাকে, এবং জবানিয়া ফেরেশ্‌তা তাহার মাথা কাটে এবং মারে। মৃত ব্যক্তি ফরিয়াদ করে "আয়ে আল্লাহ-তাআলা, বেগোনাহ আজাব আমার উপর কোন স্থান হইতে নূতন আসিয়া পৌঁছিল।" তখন জবানিয়া ফেরেশ্‌তা বলে, ইহা তোমার আত্মীয় স্বজনের তরফ হইতে তোমাকে হাদিয়া আসিতেছে। তখন মৃত ব্যক্তি বলে "আয়ে আল্লাহতাআলা, তুমি উহাদিগকে আজাব কর, যেমন উহারা আমাকে আজাব দিল।" ফেরেশ্‌তাগণ বলে, তোমার লোকদিগের প্রত্যেকের বদলা আজাব হইবে। পছ, মৃত ব্যক্তি বলিবে মাতম উহারা করিল, চিল্লাচিল্লি করিয়া উহারা নোহা করিল, যাহা করিল উহারা করিল, আমার কি অপরাধ? আল্লাহতাআলা তখন বলিবেন, "তুমি কেন আপন লোকদিগকে তাকিদ করিয়াছিলে না, যে আমার মৃত্যুর পর তোমরা আল্লাহতাআলার সঙ্গে লড়াই করিও না এবং এলেম ও আদব কেন শিক্ষা দাও নাই।" সুতরাং যে কেহ আপন লোকদিগকে

এলেম ও আদব না শিখাইবে, সে ব্যক্তি এই প্রকার আজাব মধ্যে গেরেফ্‌তার হইবে। নোহা কর্‌নেওয়ালি আওরত, যদি আপন মৃত্যুর অগ্রে তৌবা না করে, এবং অমনি বে-তোবাহ্‌ মরিয়া যায়, তবে হাশরে গন্ধকের কাপড় এবং আগুনের ইজার পরিয়া উঠিবে।

হেকায়েত নকল আছে, এক ওলি আল্লাহ এক কবরস্থান মধ্যে আল্লাহতাআলার ওয়াস্তে কবর খুদিতেন এবং ছুরা এখলাছ পড়িয়া মুর্দ্দার আরোয়ার উপর ছওয়াব রেছানি করিতেন। এক দিন কোন পরহেজগার ব্যক্তির জানাজা ঐ কবরস্থানে আসিয়া ছিল, উহাকে দফন করিয়া তিনি ঐ কবরস্থান মধ্যে শুইয়াছিলেন। ঐ রাত্র জুমা রাত্র ছিল। ঐ ওলি আল্লাহ স্বপ্নে দেখিলেন যে, কবর সমস্ত ফাড়িয়া আহলে কবর বাহিরে বাহির হইয়া হল্কা করিয়া বসিয়া আছে এবং তাহারা বহুত খোশ হালতে আছে। ইতিমধ্যে নানাবিধ নেয়ামতপূর্ণ কতক তবক ছবজ ছন্দছের সরপোশ আবৃত হইয়া নাজেল হইল। ঐ ওলি আল্লাহ তাহাদিগের নজদিকে যাইয়া বলিলেন, "আচ্ছালামু আলায়কুম।" উহারা সকলে বলিলেন "ওয়া আলায়কুমাচ্ছালাম আয়ে ওলি আল্লাহ, বড় সন্তোষের বিষয় যে আপনি আসিয়াছেন।" ওলি আল্লাহ বলিলেন "তোমরা কি আমাকে জান?" উহারা সকলে বলিল, "আল্লাহতাআলার কছম করিয়া বলিতেছি, এই কবরস্থানে যখন আমরা তোমার জুতার শব্দ শুনিতে পাই তখন ছুরা এখলাছ পড়িবার ছওয়াব পাইয়া থাকি। তোমাকে আমরা আল্লাহতাআলার কছম দিতেছি যে, কখনও তুমি ছুরা এখলাছ পড়া বন্ধ করিও না। কারণ ইহা পড়িবার দরুণ আমরা রহমত পাইয়া থাকি।" ওলি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সমস্ত কি জিনিসের তবক হইতেছে?" তাঁহারা বলিলেন, "ইহা আমাদিগের দোস্ত ও খেশ আকারব সকল, যাহারা দুনিয়াতে জেন্দা আছেন, তাহারা প্রত্যেক জুমা রাত্রে

আমাদিগের জন্য হাদিয়া পাঠাইয়া থাকেন।” এক জওয়ানকে দেখিলেন আপন কবরের পার্শ্বে, হাতে ও পায়ে তুক ও জিঞ্জির রহিয়াছে—গমগীন বসিয়া কাঁদিতেছে। ওলি আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আয়ে জওয়ান! তোমার এ বদ হালত কি জন্য হইয়াছে।” ঐ জওয়ান উত্তর করিল “যাহার মা আমার মায়ের মত, তাহার এই হালত হইবে। কারণ আমার শোকেতে তিনি দরওয়াজাতে কালা রঙ্গ লাগাইয়াছেন। এবং রাত দিন নোহা ও মাতম কাঁদাকাটা, চিল্লাচিল্লি করিতে মশগুল আছেন—এই জন্য আমার এই দুরবস্থা হইয়াছে। আমি আপনাকে আল্লাহতাআলার কছম দিতেছি যে, প্রাতঃকালে আপনি আমার মায়ের বাড়ী যাইয়া, তাঁহাকে আমার অবস্থা জানাইবেন এবং তিনি যে কাঁদা-কাটী করিয়া থাকেন, তাহা মৌকুফ করিবেন। আমার নামে খায়ের-খয়রাত করিতে তাকিদ করিবেন।” ওলি আল্লাহ ফজরের সময়, ঐ জওয়ানের কথা মত, তাহার মাতার নিকট তাহার সংবাদ দিলেন এবং আল্লাহতাআলার গজব ও আজাব হইতে ডরাইলেন। তখন তাহার মাতা তৌবা করিয়া মাতম করিবার বিছানা উঠাইয়া ফেলিলেন; এবং দরওয়াজার ছেহাই ধুইয়া ফেলিলেন। ছবর এক্তেয়ার করিলেন। এক তোড়া দিনার খায়ের-খয়রাত করিবার জন্য ওলি আল্লাহকে হাওয়ালা করিলেন। পুনশ্চ দ্বিতীয় জুমা রাত্রে ঐ ওলি আল্লাহ ঐরূপ স্বপ্নে দেখিলেন যে, ঐ জওয়ান বহুত আছুদগীর সঙ্গে খোশ ও খর্‌রম আছে। ওলি আল্লাহকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়া ঐ জওয়ান বলিল “আল্লাহ-তাআলা আপনাকে ইহার বদলা দেন। আপনি আমার উপর বড় এহছান করিয়াছেন। আমার মাকে আমার ছালাম পৌঁছাইবেন, এবং বলিলেন যে, আমি নাজাত পাইয়াছি।”

# কেয়ামতে ছাবেরের নেক জাজা।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই—রোজ কেয়ামতে মনাদি নেদা করিবে যে, যাহার করজ আল্লাহতাআলার উপরে আছে, এমন ব্যক্তি হাজের হয়। লোক সকল বলিবে যে, এমন কোন্ ব্যক্তি আছে—যাহার করজ আল্লাহতাআলার উপর আছে। ফেরেশ্তা বলিবে, আল্লাহতাআলা যাহাকে দুনিয়াতে বালা ও মছিবতে গেরেফ্তার করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তাহার দেলে দরদ পৌঁছিয়াছিল, চক্ষু হইতে পানি পড়িয়াছিল, এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহতাআলার উপর ভরসা করিয়া ছবর করিয়াছিল, এমন ব্যক্তি হাজের হয় যে, আল্লাহতাআলা তাহার করজদার আছেন। পছ, ইহা শুনিয়া অনেক লোক হাজের হইবে। গাওয়াহি দিবার জন্য ফেরেশ্তা তাহাদিগের আমলনামা খুলিবেন এবং উহার মধ্যে যে বালা ও মছিবৎ জন্য বেছবরি ও বেকরারি পাইবেন, তাহা রদ করিবেন; অর্থাৎ তাহার ছওয়াব পাইবে না। এবং বলিবে যে, তুমি ছবর করনেওয়ালাদিগের মধ্যে গণ্য নহ, কি জন্য আসিয়াছ? আফছোছ, যদি তুমি দুনিয়াতে মছিবৎ জন্য ছবর ও শোকর করিতে, তাহা হইলে অদ্য আল্লাহতাআলাকে করজ দেনেওয়ালাদিগের মধ্যে গণ্য করা যাইতে এবং মছিবতের উপর যাহাকে ছবর ও করার পাইবেন, তাহাকে আরশের নীচে দাঁড় করাইয়া বলিবেন, আয় আল্লাহতাআলা বালা ও মছিবতের উপর ছবর করনেওয়ালা লোক সকল হাজের আছে। আল্লাহতাআলা বলিবেন, তুবা বৃক্ষের ছায়াতে (যে তুবা বৃক্ষের জড় সোণার এবং পাতা সকল রূপার হইতেছে, এবং তাহার ছায়া এত বড় যে, ছওয়ার তাহার নীচে দিয়া এক শত

খাড়া কর। আল্লাহতাআলা প্রত্যেককে আপন তাজল্লি বখ্‌শিবেন, এবং যেমন দোস্ত দোস্তের নিকট ওজর করিয়া থাকে, ঐ রকম ওজর করিয়া বলিবেন, আয়ে আমার ছবর কর্‌নেওয়ালা বান্দা সকল, তোমাদিগের হেকারতের জন্য আমি তোমাদিগকে বালার মধ্যে গেরেফ্‌তার করিয়াছিলাম না; বরং আমার নজদিক তোমাদিগের মর্ত্তবা জেয়াদা হওয়া আমাকে মঞ্জুর ছিল, এই জন্য ঐ মছিবতের কারণ তোমাদিগের গোনাহ্‌ সকল মাফ হইয়া তোমাদিগের মর্ত্তবা এত বড় হইল, যে মর্ত্তবা তোমরা নেক আমল দ্বারা লাভ করিতে পারিতে না। পছ, তোমরা আমার জন্য ছবর ও শোকর করিয়াছ এবং আমাকে শরম করিয়াছ, হায়া করিয়াছ এবং আমার কাজার উপর অসন্তুষ্ট হও নাই। আজ আমি তোমাদিগের আমলকে ওজন করিব না এবং তোমাদিগকে ছওয়াব বেহেছাব এনায়েৎ করিব। পুনশ্চ আল্লাহতাআলা এই ভাবে ফকির সকল ও মহতাজ সকলকে বলিবেন, আয় আমার মহতাজ বান্দা সকল, তোমাদিগকে হেকারতের জন্য আমি মহ্‌তাজ করিয়াছিলাম না। কিন্তু দুনিয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তি এক বস্তুর মালেক হইয়া থাকে এবং তাহার নিকট হইতে উহার হেছাব লওয়া যাইয়া থাকে যে, এ বস্তু কোন স্থান হইতে পয়দা করিয়াছ এবং কোন স্থানে খরচ করিয়াছ। পছ, তোমাদিগের হেছাব হাল্কা করিবার জন্য, এবং তোমাদিগের নছিব পুরা করিবার জন্য, তোমাদিগের ফকর ও এফলাছকে আমি দোস্ত রাখিয়াছিলাম। পছ, যে ব্যক্তি তোমাকে খাওয়াইয়াছে, পেলাইয়াছে, কাপড় পরাইয়াছে, ঐ ব্যক্তি অদ্য তোমার শাফায়ত মধ্যে আছে। বাদ আল্লাহতাআলা ঐ সকল আওরতদিগকে বলিবেন, যাহারা আপন সন্তানদিগের মৃত্যুতে ছবর করিয়াছে, আয় আমার বান্দি সকল, যদি আমি তোমাদিগের সন্তানদিগের আজল "লওহ্‌ মহফুজ" মধ্যে

না লিখিতাম, এবং তোমাদিগের দেলকে দুনিয়াতে দরদ না দিতাম, এবং তোমাদিগের ছিনাকে তঙ্গ্ না করিতাম, তাহা হইলে আজ এ মর্ত্তবা তোমরা কেমন করিয়া পাইতে? এখন আমার খুশনুদি হইয়াছে, তোমরা আপন সন্তানদিগের সঙ্গে বেহেশ্তের মধ্যে থাকিয়া খুশী কর—যেখানে মওত নাই, দরদ নাই, গমী নাই। বাদ আল্লাহতাআলা এইরূপে অন্ধ, নেংড়া, নুলা, গুঙ্গা, কুড়ে-জজামি ইত্যাদি বেমারিদিগকে বলিবেন, উহারা নিজ নিজ দর্জা ও মর্ত্তবা দেখিয়া বহুত খোশ হইবে। পছ, উহাদিগের ছবর ও শোকরের মওয়াফেক উহাদিগের মর্ত্তবা জেয়াদা হইবে, কেহ শাহান্শাহ হইবে, কেহ বাদশাহ হইবে, কেহ আমির হইবে—সকলে ঘোড়ার উপর ছওয়ার হইবে। নেশান, ঝাণ্ডা ইত্যাদি সমস্ত বাদশাহী ছরঞ্জামে সুসজ্জিত থাকিবে। ফেরেশ্তা উহাদিগকে বেহেশ্তের তরফ লইয়া যাইবে। মৌকুফের লোক সকল জিজ্ঞাসা করিবে, এমন ইজ্জৎ, এই জাহ্ হাশ্মত ওয়ালা, ইহারা কি পয়গম্বর হইতেছেন কিম্বা শহিদ? ফেরেশ্তা বলিবেন, ইহারা পয়গম্বর নহেন এবং শহিদও নহেন—বরং উমি লোক সকল হইতেছে, যাহারা দুনিয়াতে বালা ও মছিবতের উপর ছবর ও শোকর করিয়াছিল। তাহারা অদ্য এই শান ও শওকতের সঙ্গে নাজাত পাইল। তখন লোক সকল বলিবে, আহা কি আফছোছ, যদি আমরাও বালাতে গেরেফ্তার হইতাম, তাহা হইলে অদ্য উহাদিগের সঙ্গে থাকিতে পারিতাম। গরজ, যখন এই ছাবের সকল বেহেশ্তের দরওয়াজাতে পৌঁছিবেন, দরওয়াজা ঠুকিবেন, রেজওয়ান ফেরেশ্তা সকল জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা কে? ফেরেশ্তা বলিবে, ইহারা ছবর কর্নেওয়ালা সকল হইতেছে, দরওয়াজা খুলিয়া দাও। রেজওয়ান বলিবে, এখন পর্য্যন্ত লোক সকল হেছাব দেয় নাই, আল্লাহতাআলা মিজান খাড়া করেন নাই, এবং হেছাবের

দফ্তর খোলেন নাই, এই ছাবের সকল কেমন করিয়া নাজাত পাইল? ফেরেশ্তা বলিবেন, ছবর কর্নেওয়ালাদিগের উপর হেছাব নাই; দরওয়াজা খুলিয়া দাও। তখন দরওয়াজা খুলিয়া দিবেন। পছ, ছবর কর্নেওয়ালা সকল আনন্দ ও উৎফুল্ল চিত্তে বেহেশ্ত মধ্যে দাখেল হইবেন। ফের পাঁচ শত বৎসর পরে আর সকল লোক হেছাব কেতাব হইতে ফরাগত পাইবেন।

আল্লাহতাআলা কোরাণ শরিফ মধ্যে বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই -হর এক কেরামতের খোশখবরি ছবর কর্নেওয়ালাদিগকে দাও, যখন পৌঁছে তাহাদিগকে মছিবত জহমত এবং দশুয়ারি, তখন বলে তহকিক আমি আল্লাহতাআলার ওয়াস্তে আছি, এবং তহকিক আমি তাহার তরফ রূজু কর্নেওয়ালা হইতেছি, এবং মুমিন যে মছিবৎ মধ্যে আল্লাহতাআলার তরফ রূজু করে, উহাদিগের উপর উহাদিগের আল্লাহতাআলার তরফ হইতে রহমত এবং বেহেশ্ত আছে এবং ঐ সমস্ত মুমিন সিধা রাস্তা পাইয়াছে।

লোক সকল জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, কোন্ বস্তু মিজানকে ঝুকাইয়া দেয়? এর্শাদ করিলেন ছবর। ফের জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ বস্তু হেছাবকে হাল্কা করে? এর্শাদ করিলেন ছবর। ফের জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ বস্তু পুলছরাতকে চৌড়া করে? এর্শাদ করিলেন ছবর। এবং এর্শাদ করিলেন যে পরিমাণ ছবর জেয়াদা হইবে, ঐ পরিমাণ পুলছরাত চৌড়া হইবে।

রেওয়ায়েত আছে, পুলছরাতকে চুল হইতে বারিকতর, এবং তলওয়ার হইতে তেজতর সমস্ত লোক পাইবে না—কেবল হালাক হোনেওয়ালারা পাইবে এবং পুলছরাত আপন আপন আমলের মোয়াফেক

নজর আসিবে। কাহাকে টাপুর মত চৌড়া, কাহাকে এক গজ বরাবর, কাহাকে আধা হাত বরাবর, কাহাকে চারি আঙ্গুলের মেকদার নজর আসিবে। তায়াতের ছক্তির উপর, অর্থাৎ আল্লহতাআলার এবাদত-বন্দেগী করিবার কষ্ট ও পরিশ্রমের উপর, এবং বালা ও মছিবতের উপর যে পরিমাণ ছবর করিবে, পুলছরাতকে ঐ পরিমাণ চওড়া পাইবে। যাহার ছবর নাই, তাহার দিন নাই।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—যখন শিশু সন্তান মরিয়া যায়, এবং তাহার রূহকে লইয়া ফেরেশ্‌তা আছমানের উপর চড়ে, তখন হকতাআলা জানিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আয়ে ফেরেশ্‌তা তুমি আমার বান্দির শিশু সন্তানের জান লইয়া চলিয়া আসিয়াছ; আচ্ছা সেই দুখীয়ারিকে ছবর করনেওয়ালি ছাড়িয়া আসিয়াছ, না নোহা করনেওয়ালি? ফেরেশ্‌তা বলেন ইয়া রব্বানা জাল্লা জালালাহু জাল্লাশানুহু, সেই দুখীয়ারিকে তোমার কাজার উপর ছবর করনেওয়ালি, এবং তোমার নেয়ামতের উপর শোকর করনেওয়ালি ছাড়িয়া আসিয়াছি। হকতাআলা হুকুম করেন, উহার জন্য আরশের নীচে এক সোণার মহল প্রস্তুত কর, এবং তাহার নাম "বাইতাল হাম্‌দ" রাখ।

আমি এ জামানার বিবিদিগকে বলিতেছি, যখন তোমাদিগের সন্তান মরিয়া যায়, তখন তোমরা আল্লাহতাআলার রেজামন্দির জন্য ছবর এক্তেয়ার করিবে। আল্লাহতাআলা তোমাদিগের উপর রোজে হাশরে রহমত করিবেন, এবং বড় বড় মর্ত্তবা এনায়েত করিবেন।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই যে—কেয়ামতের দিন মোছলমানদিগের সন্তান মৌকুফ মধ্যে জমা হইবে। আল্লাহতাআলা ফেরেশ্‌তাকে হুকুম করিবেন যে, ঐ সন্তানদিগকে বেহেশ্‌ত মধ্যে লইয়া যাও। তখন ঐ সমস্ত শিশু সন্তান বেহেশ্‌তের দরওয়াজাতে খাড়া

রহিয়া যাইবে। ফেরেশ্‌তা বলিবেন, আয়ে শিশুগণ, খুশী হউক তোমাদিগের উপর। তোমাদিগের জন্য তো হিসাব কিতাব নাই, ফের বেহেশ্‌ত মধ্যে কেন দাখেল হইতেছ না? শিশুগণ বলিবে, আমাদিগের পিতা মাতা কোথায় আছেন? ফেরেশ্‌তা বলিবেন, তোমাদিগের মা বাপ তোমাদিগের মত পাক নহে, উহাদিগের উপর লোকের করজ আছে, এবং অনেক গোনাহ্‌ করিয়াছে, উহারা সকল হেছাব দেনেওয়ালা হইতেছে। শিশু সন্তানগণ বলিবে, আমাদিগের পিতা মাতা আজিকার দিনের ওম্মেদের উপর ছবর করিয়াছেন, বেকরার হন নাই। ফেরেশ্‌তা তখন কোন জওয়াব দিবেন না। আখের ঐ সমস্ত শিশু সন্তানগণ বলন্দ আওয়াজে কাঁদিতে থাকিবে। হকতাআলা জানিয়া ফেরেশ্‌তাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কে কাঁদিতেছে। ফেরেশ্‌তা বলিবেন, ইয়া রব্বানা জাল্লা জালালাহু জাল্লা শানুহু, ইহারা মোছলমান-দিগের শিশু সন্তান হইতেছে; বলিতেছে যে, আমাদিগের মা বাপ ভিন্ন, আমরা বেহেশ্‌ত মধ্যে যাইব না। হকতাআলা হুকুম করিবেন, উহাদিগের মা বাপকে ছাড়িয়া দাও, তখন ঐ সমস্ত শিশু সন্তানগণ আপন মা বাপের সঙ্গে তাহাদিগের হাত ধরিয়া, বেহেশ্‌তের মধ্যে দাখেল হইবে।

( আদমফিল হাদিল্‌ )

---

## বিবাহের প্রথম হইতে শেষ আদব গুলি।

আয়ে বেরাদর, বিবাহ করা দিন এছলামের একটি প্রধান কাজ হইতেছে। সুতরাং ইহাতে দিনের আদব রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ মনুষ্যের বিবাহে, এবং জানোয়ারের মিলনে, কোন পার্থক্য

থাকিবে না। সুতরাং আমি বিবাহের শুরু জমানা হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আওরতদিগের সহিত কি প্রকার গুজরান করিতে হয়, তাহা কিমিয়া ছায়াদাত, মেজাকাল আর্ফিন এবং অন্যান্য মাতবর কেতাব হইতে, সংক্ষেপে বয়ান করিয়া দিতেছি। যদি প্রত্যেক ভাই মোছলমান, বিবাহে নিম্নলিখিত আদবগুলির লেহাজ রাখেন, তাহা হইলে ইন্‌শা আল্লাহ দিন ও দুনিয়ার মঙ্গল সাধন হইবে এ রকম আশা করা যাইতে পারে।

প্রথম আদব ওলিমার খানা ; ইহা ছুন্নত মোয়াক্কেদাহ্। হজরত আব্দুর রহমান ( রা ) এব্‌নে আউফ ছাহেব যে সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম উনাকে এর্শাদ করেন, যদি একটি বক্রি হয়, তবুও দাওয়াৎ ওলিমা কর ; এবং যাহার বক্রি জবাই করিবার কুদরৎ নাই, এমন ব্যক্তি খাইবার সামগ্রী যাহা দোস্তদিগের সম্মুখে রাখিবে, তাহাই ওলিমা হইতেছে। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, যে সময় উম্মুল মুমিনিন হজরত বিবি ছুফিয়া ( রা ) ছাহেবাকে বিবাহ করেন, তখন খোর্ম্মা ও জবের ছাতু দ্বারা দাওয়াৎ ওলিমা করিয়াছিলেন। সুতরাং যে পরিমাণ দাওয়াত ওলিমা করিবার ক্ষমতা থাকে, ঐ পরিমাণ করিবে ; তকলিফ করিয়া তাহার অতিরিক্ত করিবে না। যদি দাওয়াৎ ওলিমা করিতে দেরি হয়, তবে এক সপ্তাহ হইতে জেয়াদা দেরি কদাচ করিবে না। আয়ে বেরাদর, তুমি পার্চ্ছা নেকবক্ত বিবিকে বিবাহ করিয়া, আপন ছালেক দোস্তদিগকে যত্ন পূর্ব্বক আল্লাহতাআলার ওয়াস্তে দাওয়াৎ ওলিমা খাওয়াইবে, এবং বিবিসহ সুখে খোশ গুজরাণ করিবে, এবং সতত দেলকে আপন খোদাওন্দ করিমের তরফ মতওয়াজ্জা রাখিয়া, কশ্‌রতের সঙ্গে জিকির এলাহি করিবে। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি

ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই যে—"আল্লাহতাআলার নজদিক বান্দাদিগের মধ্যে বেহেতর ঐ ব্যক্তি হইতেছে, যে আল্লাহতাআলার বহুত জিকির করে।" সুতরাং যদি তুমি আল্লাহতাআলার নজদিক বেহতর ও পেয়ারা হইতে বাসনা রাখ, তবে কশ্‌রতের সঙ্গে জিকির এলাহি করিবে, এবং প্রচুর পরিমাণে দুনিয়া হাছেল করিবার জন্য, রাত্রি দিবা পরিশ্রম করতঃ, আপনার আখেরাতকে বর্বাদ করিবে না। কারণ দুনিয়া অতি বেকদর বস্তু হইতেছে। হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই যে,—"হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম যখন গেহুঁ খাইলেন, এবং তাঁহার পায়খানার হাজৎ হইল, তখন জাগাহ্ তালাশ করিতে লাগিলেন যে, আপন হাজৎ হইতে ফারাগৎ পাইতে পারেন। হকতাআলা উনার নিকট এক ফেরেশ্‌তাকে পাঠাইলেন। ঐ ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি তালাশ করিতেছেন? তিনি ফর্ম্মাইলেন আমি চাহিতেছি—যাহা আমার পেট মধ্যে আছে, তাহা কোন স্থানে রাখিয়া দেই। ঐ ফেরেশ্‌তা বলিল যে, "আল্লাহতাআলা বেহেশ্‌তের কোন খানার মধ্যে ঐ তাছির রাখেন নাই, কেবল মাত্র গেহুঁর মধ্যে রাখিয়াছেন, আপনি উহা আরশের উপর, কিম্বা কুর্ছির উপর, কিম্বা বেহেশ্‌তের নহর সকলের মধ্যে, কিম্বা মেওয়া বৃক্ষের নীচে, কোন স্থানে রাখিবেন? দুনিয়ার মধ্যে যান, কারণ এমন নাজাছতের জায়গা ঐ স্থানে আছে।" হাজার আফছোছ, যখন হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম দুনিয়ায় আসিলেন, তখন তাঁহার আপন খোদাওন্দ করিম, মেহেরবানের মেহেরবানী এবং এহছান সমূহ স্মরণ হইল, রহমতের মকানের আরামের বিষয় সকল তাঁহার স্মরণ হইল, এবং নিজের এক মাত্র নাফর্ম্মানির বিষয়ও স্মরণ হইল। পছ, পেশমান হইলেন, হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম, এবং

কাঁদিলেন তিন শত বৎসর—এঁহাঁতাক তাঁহার চক্ষুর পানিতে নহর সকল জারি হইল। আয় আল্লাহতাআলা, হজরত আদম আলায় হেচ্ছালাম এক মাত্র গোনাহের জন্য, এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, আমি অসংখ্য অসংখ্য গোনাহ করিয়া আমার নামায় আমল ছিয়াহ্ করিয়া ফেলিয়াছি, আমার উপায় কি হইবে? আয় জবরদস্ত বখ্‌শনেওয়ালা মেহেরবান, মেহেরবানী করিয়া আমার গোনাহ সকল, এবং উম্মতান্ জনাব ছৈয়েদেনা মোহাম্মাদার্ রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লামের গোনাহ সকল আপনি মাফ করুন। আয়ে বেরাদর, বান্দা মুমিনের জন্য দুনিয়া বড় রহমতের স্থান হইতেছে: এই স্থানে বান্দা মুমিন নুর ইমান পাইয়াছে, এই স্থানে আপন খোদাওন্দ করিমের এবাদত-বন্দিগী এবং ফর্ম্মাবরদারি করিয়া, আল্লাহ-তাআলার রহমতের মকানে স্থান লাভ করিবে; এবং বশারৎ শুনিবে "ছালামুন্ আলায়কুম তিব্‌তুম্ ফাদ্‌খুলুহা খালিদিনা ইয়া আহ্‌লাল্ জান্নাতি।"

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ يَا اَهْلَ الْجَنَّتِ *

উহার অর্থ এই, ছালাম হউক তোমার উপর, খোশ হও তুমি, দাখেল হও ঐ বেহেশ্‌তের মধ্যে হামেশার জন্য, আয়ে বেহেশ্‌তের হক্‌দার। আয়ে বেরাদর মুমিন, তুমি এই বশারৎ শুনিতে পাইবে—যদি ইমানের ছালামতির সঙ্গে দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইতে পার। সুতরাং সতর্কতা সহকারে দুনিয়াতে আপন ইমানকে রক্ষা করিবে। হজরত লোক্‌মান আলায়হেচ্ছালাম আপন বেটাকে নছিহত করিয়াছিলেন "দুনিয়া এক গভীর সমুদ্র হইতেছে, উহাতে বহুত লোক ডুবিয়া গিয়াছে। তুমি দুনিয়াতে পরহেজগারিকে তোমার কিস্তি বানাও, এবং ইমানকে

তাহার মধ্যে রাখ, এবং তোয়াক্কেলের পাল উঠাইয়া দাও, যে উহার তুফান হইতে নাজাৎ মিলে। কিন্তু আমাকে মালুম হয় না যে, নাজাৎ মিলে কি না।" আয়ে বেরাদর, দুনিয়াতে তুমি পরহেজগারি এক্তেয়ার করিবে, এবং জিকির এলাহিকে তোমার পেশা বানাইবে। কারণ জিকির এলাহি হইতে আফজল বস্তু দুনিয়াতে আর কিছু নাই। কিমিয়া ছা-আদাৎ মধ্যে আসিয়াছে, এক দিন হজরত ছৈয়েদেনা ছোলেমান আলায়হেচ্ছালাম, আপন তক্তের উপর ছওয়ার হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, জানোয়ার এবং দেও পরি সকল তাঁহার খেদমতে হাজের ছিল। তিনি বানি এছ্রাইল কওমের আবেদদিগের মধ্যে, এক আবেদের নিকট গেলেন। ঐ আবেদ আরজ করিল, আয়ে এবনে দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম), আপনাকে আল্লাহতাআলা বড় ছুল্তানত্ এনায়েত করিয়াছেন। হজরত ফর্ম্মাইলেন, মোছলমানের নামা আমলে এক তছবিহ্, এই ছুলতানৎ যাহা আমাকে এনায়েত হইয়াছে, তাহা হইতে বেহতর হইতেছে, কারণ ঐ তছবিহ্ বাকি থাকিবে, আর আমার এই ছুলতানৎ বাকি থাকিবে না। হজরত ছোলেমান আলায়হেচ্ছালাম সমস্ত পৃথিবীর বাদ্শাহ ছিলেন, তিনি এত বড় বাদশাহীকে এক তছবিহ্ হইতে ও হকির জানিতেন। কারণ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই; সুতরাং বান্দা মুমিনকে লাজেম হইতেছে যে, মোদাম জিকির এলাহি করিতে থাকে। জবানে বলিতে সহজ, এবং ফজিলতে জেয়াদা এক তছবিহ্ আমি তোমার আমল করিবার জন্য লিখিয়া দিতেছি, তাহা এই :—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ
وَبِحَمْدِهٖ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ *

"ছুব্‌হানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দিহি ছুব্‌হানাল্লাহিল্ আজিমি ওয়া বেহাম্‌দিহি আছ্‌তাগ্ ফিরুল্লাহ্।" উহার অর্থ এই যে, "পাক হইতেছেন আল্লাহ, এবং উনার তারিফের সঙ্গে উনাকে ইয়াদ করিতেছি, পাক হইতেছেন আল্লাহ, যিনি সকল হইতে বড়, এবং উনার তারিফের সঙ্গে উনাকে ইয়াদ করিতেছি, আমি আল্লাহতাআলার নিকট মাফি চাহিতেছি।" ফজরের নামাজের অগ্রে তুমি এই দোওয়া এক শত বার প্রত্যেক রাত্রে পড়িতে থাকিবে, যে ছুনিয়া তোমার তরফ জরুর মতওয়াজ্জা হইয়া যাইবে, এবং খোয়ার ও জলিল হইয়া তোমার নিকট আসিবে, এবং আল্লাহতাআলা এই দোওয়ার প্রত্যেক কল্‌মা হইতে এক ফেরেশ্‌তা পয়দা করিবেন, যে ঐ ফেরেশ্‌তা কেয়ামত তক আল্লাহতাআলার তছবিহ্ করিতে থাকিবে, এবং উহার ছওয়াব তোমাকে মিলিবে। ইহা আক্‌ছির হেদায়েৎ ও মেজাকাল আর্ফিন হইতে লিখিত। এই দোওয়া যে রাত্রে আল্লাহতাআলা আমাকে তৌফিক দেন, আমি তাহাজ্জাদ নামাজ বাদ পড়িয়া থাকি। প্রথম শুরু করিতে এগার মর্ত্তবা দরুদ শরিফ পড়িয়া শুরু করি, এবং এক শত বার পড়া সমাধা হইলে, আর এগার মর্ত্তবা দরুদ শরিফ পড়িয়া শেষ করি; ইহাই আফজাল হইতেছে। কখনও কখনও এক শত মর্ত্তবা হইতেও জেয়াদা পড়িয়া থাকি। যদি কোন বান্দা মুমিন, এই দোওয়া দেলি মহব্বতে জেয়াদা পড়েন, তবে খোদাওন্দ করিম কদরদান হইতেছেন জাহের ও পুশিদা জান্নেওয়ালা, তাহাকে নেক বদলা দিবেন।

দ্বিতীয় আদব ইহা হইতেছে যে, আওরতদিগের সঙ্গে মরদ নেকখো রাখিবে ইহার মানে ইহা নহে যে, আওরৎকে রঞ্জ দিবে না, বরং ইহার মোরাদ ইহা হইতেছে যে, উহাদিগের রঞ্জকে সহ্য করিবে। এবং তাহারা মুস্কিল হুকুম করিলে, তাহার উপর ছবর করিবে। হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই:—"আওরতদিগকে জোফ

অর্থাৎ নাতোয়ানি এবং ছিপাইবার বস্তু হইতে পয়দা করিয়াছেন। উহাদিগের নাতোয়ানির ঔষধ খামোশী হইতেছে, এবং ছিপাইবার তদ্বির ইহা হইতেছে যে, উহাদিগকে ঘরের মধ্যে কএদ করে।" হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, ওফাতের সময় এই তিন কথা আস্তে বলিতেছিলেন, যাহার ভাবার্থ এই,—"নামাজ পড়িতে থাকিও; লেওণ্ডি গোলামদিগের সঙ্গে ভালাই করিও; এবং আওরতদিগের বিষয়ে কেবল মাত্র আল্লাহতাআলাই আছেন। উহারা তোমাদিগের কএদি হইতেছে, উহাদিগের সঙ্গে ভাল রকম নেক ছলুক করিও।" ঐ সময়ে যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ইহা শুনিয়াছিলেন। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, বিবি ছাহেবাগণ গোস্বা করিলে বর্দ্দাস্ত করিয়া থাকিতেন। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—"তোমাদিগের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বেহতর হইতেছে, যে আপন বিবির সঙ্গে বেহেতর হইতেছে, এবং আমি আমার বিবিদিগের সঙ্গে তোমাদিগের সকল হইতে বেহতর হইতেছি।" আয়ে বেরাদর, আপন বিবি সহ নেক ছলুক করিয়া সুখে খোশ গুজরাণ করিবে, এবং সতত আপন খোদাওন্দ করিমের তরফ দেলকে রুজু রাখিবে। বুজুর্গানে দিন বলিয়াছেন, "দুনিয়া এক বিরানা মোকান হইতেছে, এবং ঐ ব্যক্তির দেল,উহা হইতেও জেয়াদা বিরানা হইতেছে, যে দুনিয়াকে তলব করিতে মশ্‌গুল আছে। এবং বেহেশ্‌ত এক আবাদ মোকান হইতেছে, এবং ঐ ব্যক্তির দেল, উহা হইতেও জেয়াদা আবাদ হইতেছে —যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তকে তলব করিতে মশগুল আছে।"

আয়ে পাঠক, তুমি স্মরণ রাখ যে, কোরাণ শরিফ পড়া সমস্ত এবাদত

হইতে বেহতর হইতেছে; খাছ করিয়া নামাজ মধ্যে দাঁড়াইয়া কোরাণ পড়া বড়ই বেহতর হইতেছে। জনাব রছুল মকবুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যে, আমার ওম্মতের এবাদতের মধ্যে সকল হইতে আফজল কোরাণ শরিফ তেলাওয়াৎ করা হইতেছে; এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তিকে অল্লোহতাআলা নেয়ামত কোরাণ আতা করিয়াছেন, এবং সে ব্যক্তি বিবেচনা করে যে, অন্য কাহাকে উহা হইতেও বেহতর কোন বস্তু মিলিয়াছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি, ঐ বস্তুর তহ্কির করিল, যে বস্তুর আল্লাহতাআলা তাজিম ও তওকির করিয়াছেন। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, দিন কেয়ামতে কোন ফেরেশ্তা, এবং পয়গম্বর অগয়রাহ্, আল্লাহতাআলার নজদিক কোরাণ হইতে বেহতর শাফায়াৎ কর্নেওয়ালা নাই। হজরত এব্নে মছউদ (রা) ছাহেবের কওল আছে, যে "কোরাণ পড়ো যেহেতু প্রত্যেক হরফের বদলে, দশ দশ নেকি ছওয়াব মিলিয়া থাকে। আমি ইহা বলি না যে "আলেফ," এক হরফ "লাম" "মিম্," এক হরফ হইতেছে। বরং "আলেফ্" এক হরফ হইতেছে; "লাম" এক হরফ হইতেছে; এবং "মিম্" এক হরফ হইতেছে। ইহা আক্ছির হেদায়েৎ হইতে লিখিত। আয়ে বেরাদর, উপরোক্ত তিন হরফ পড়িবার জন্য তুমি ত্রিশ নেকি পাইবে। সুতরাং ইহা হইতে কোরাণ মজিদ তেলাওয়াৎ করিবার ফজিলত বুঝিয়া লও। এবং প্রত্যেক দিন, দিবসে ও রাত্রে কোরাণ মজিদ তেলাওয়াৎ করা আমল কর। বড় বড় ছওদাগর ও হাকিমগণ উকিল ও মোক্তার ছাহেবানদিগকে দেখিয়াছি, প্রাতঃকালে উঠিয়াই দোকানদারি করিতে, খবরের কাগজ দেখিতে, এবং আইনের কেতাব দেখিতে মশগুল হইয়া যান। কোরাণ মজিদখানি একটীবারও দিবা রাত্রের মধ্যে দেখেন না হাজার আফ্ছোছ!! হজরত ফছিল (রা)

বলিয়াছেন "যদি দুনিয়া শোণার হইত এবং ফানি হইত; এবং আখেরাত মাটীর হইত এবং বাকি হইত; তাহা হইলেও আক্কেলমন্দের উপর ওয়াজেব ছিল, যে মাটী বাকি থাকিবে, উহাকে ঐ শোনা হইতে, যাহা ফানা হইয়া যাইবে, বহুত দোস্ত রাখে। ফের কি জন্য তুমি ফানি মাটীকে, বাকি শোণার পরিবর্ত্তে এক্তেয়ার করিবে?" আয়ে পাঠক, আখেরাত শোণা হইতেও মূল্যবান হইতেছে। কারণ সেখানে জামালে মৌলা দেখা যাইবে। তুমি তাহার তরফ রুজু হও। আমার নছিবে কর আল্লাহ, আমি আখেরাতে তোমাকে দেখি। তৌরিত মধ্যে লেখা আছে যে, আল্লাহতাআলা এর্শাদ করিয়াছেন, আয়ে আমার বান্দা, তোমাকে শরম করে না যে, যদি তোমাকে তোমার ভাইয়ের চিঠি পৌঁছে, তবে তুমি যদি রাস্তায় থাক, তবে দাঁড়াইয়া যাও, কিম্বা রাস্তা হইতে আলগ হইয়া যাও, এবং তাহার এক এক হরফ করিয়া পড় এবং তাহাতে গওর ও তামেল কর। এবং এই কেতাব আমার নামা হইতেছে, তোমাকে আমি লিখিয়াছি যে, তুমি উহাতে গওর ও তামেল করিবে; এবং তুমি উহার উপর কারবন্দ হইবে; এবং তুমি উহাকে এন্‌কার কর? এবং যদিও তুমি পড়, তাহা হইলেও গওর ও তামেল কর না? আয়ে পাঠক, কোরাণ মজিদ তোমার নিকট তোমার খোদাওন্দ করিম মেহেরবানের নামা হইতেছে, সুতরাং মনোযোগ করিয়া তুমি তাহা প্রত্যেক দিন পড়, এবং তাহার উপর আমল কর।

তৃতীয় আদব ইহা হইতেছে যে, আপন বিবির সঙ্গে মজহা অর্থাৎ হাসি তামাশা ও খেলা করিবে, কিন্তু হাসি তামাশা ও খেলা এত অধিক পরিমাণে করিবে না, যাহাতে বিবি শওহর হইতে নির্ভয় হইয়া যায়; এবং বুরা কাজ মধ্যে তাহাদিগের মোয়াফ্‌কৎ করিবে না। বরং যদি শরা শরিয়তের বরখেলাফ্‌-কোন কাজ দেখিবে, তাহা হইলে তাহার

উত্তমরূপ শাসন করিবে। তুমি স্মরণ রাখিবে যে, আল্লাহতাআলা কোরাণ শরিফ মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন; যাহার ভাবার্থ এই :—"মরদ দিগকে আওরতদিগের উপর হামেশা গালেব থাকা চাই।" এবং হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, এক হাদিস শরিফ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :— "জরুর গোলাম বদবক্ত হইতেছে।" স্থতরাং তুমি নিজের উপর নেগাহ রাখিও, যেন বিবির গোলাম বদবক্ত হইয়া যাইও না। বদকাজে কখনও আওরতকে প্রশ্রয় দিবে না। এই জন্য আওরতকে চাই যে, শওহরের বান্দি হইয়া থাকে; এবং বুজুর্গানে দিন বলিয়াছেন যে, আওরতদিগের সঙ্গে পরামর্শ কর, কিন্তু তাহারা যাহা বলে তাহার খেলাফ আমল কর। প্রকৃত পক্ষে আওরতের জাত ছেরকশ্ নাফ্‌ছের মত হইতেছে। যদি মরদ সামান্য পরিমাণেও উহাদিগকে উহাদিগের মর্জি মত কাজ কর্ম্ম, চলা ফেরা করিতে দিবে, তাহা হইলে মরদের কব্‌জা কুদরৎ হইতে যাইতে থাকিবে; এবং হদ্ হইতে গুজারিয়া যাইবে; এবং পরে তাহা তদারক করা মুস্কিল হইয়া পড়িবে। যে বস্তু আওরতের পক্ষে বালা ও মছিবৎ মনে করিবে, তাহা হইতে তাহাকে পরহেজ করিতে নছিহত করিবে; এবং সাধ্যমতে তাহাকে কখনও বাহিরে যাইতে দিবে না। এমারতের ছাতের উপর এবং দরওয়াজায় যাইতে দিবে না। যেন আওরত কোন নামহ্‌রেম্ মরদকে না দেখে, এবং কোন নামহ্‌রেম্ মরদ আওরতকে না দেখে; এবং খিড়্‌কি জানালা ইত্যাদি দিয়া, মরদ দিগের তামাশা দেখিতে এজাজত না দেয়। কারণ আফৎ সকল চক্ষু দ্বারাই পয়দা হইয়া থাকে। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, বিবি ফাতেমা (রাঃ) ছাহেবাকে জিজ্ঞাসা করেন, আওরতের পক্ষে কি কাজ বেহতর হইতেছে,

হজরত বিবি ফাতেমা (রা) বলিলেন, ইহা বেহতর হইতেছে যে, কোন নামহ্‌রেম্‌ মরদ তাহাদিগকে না দেখে, এবং কোন গয়ের মরদকে উহারা না দেখে। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট এই কথা বহুত পছন্দ হইয়াছিল। হজরত মাআজ (রা) আপন বিবিকে দেখেন যে, খিড়কি দিয়া উকি মারিয়া দেখিতেছেন, ইহা দেখিয়া তিনি আপন বিবিকে মারিয়াছিলেন; এবং আরো দেখেন যে, ছেব্‌ ফল হইতে নিজে এক টুক্‌রা খাইলেন, এবং অন্য এক টুক্‌রা গোলামকে দিলেন, ইহাতেও বিবিকে মারিয়াছিলেন। হজরত ওমর (রা) বলিয়াছেন, আওরতদিগকে ভাল কাপড় পরিতে দিও না, তাহা হইলে তাহারা ঘরে বসিয়া থাকিবে। কারণ যখন তাহারা ভাল কাপড় পরিধান করিবে, তখন তাহাদিগের বাহিরে যাইবার এরাদা হইবে। এক দিন হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের দৌলত খানাতে এক অন্ধ ব্যক্তি আইসেন। হজরত বিবি আয়েশা (রা) এবং অন্যান্য আওরত সকল যাহারা ঐ স্থানে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা উঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া যান না, এবং বলেন যে ঐ ব্যক্তি অন্ধ হইতেছে। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—"যদি ঐ ব্যক্তি অন্ধ হয়, তবে তুমিও কি অন্ধ হইতেছ ?" ইহাতে জানা যাইতেছে যে, অন্ধ লোকদিগের সম্মুখেও আওরতদিগকে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। সুতরাং যেখানে কোন ফিৎনা হইবার ভয় আছে, এমন স্থলে আওরৎদিগকে যাইতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে।

আয়ে বেরাদর, তুমি স্মরণ রাখ যে, আল্লাহতাআলার রাস্তার মঞ্জেল সমূহের মধ্যে দুনিয়া এক মঞ্জেল হইতেছে; এবং যাবতীয় মনুষ্য এই মঞ্জেলে মোছাফের সদৃশ হইতেছে। তুমি ও তোমার বিবি এই বিপদ-

সঙ্কুল দুনিয়ার দুই মোছাফের হইতেছ। অল্প দিনের জন্য তোমরা উভয়ে একত্র আছ, ইহার পরের মঞ্জেল তোমাদিগের কবর হইতেছে। তাহার পরের মঞ্জেল কেয়ামত হইতেছে। তাহার পরের মঞ্জেল দোজখ কিম্বা বেহেশ্‌ত হইতেছে। কে কোথায় যাইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং দুনিয়ার জেন্দেগানিকে গনিমৎ মনে করিয়া, সতত খোদাওন্দ করিমের তরফ দেল্‌কে রুজু রাখিবে; এবং জিকির এলাহি মোদাম করিতে থাকিবে; এবং নামা আমলে নেকিজমা করিতে সতত যত্নবান থাকিবে। যখন বাজারে যাইবে, তখন এই তছ্‌বিহ্‌ পড়িবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দহু লা শরিকালাহু লাহুল্‌ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্‌ হাম্‌দু ইউহ্‌য়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুওয়া:হাইউন্‌ লাইয়ামুতু বেইয়া দিহিল্‌ খায়রে ওয়া হুওয়া আলা কুল্লে শাইয়িন্‌ কাদির্‌। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই:—যে ব্যক্তি বাজারে যাইবে, এবং এই তছবিহ পড়িবে, তাহার জন্য বিশ লক্ষ নেকির ছওয়াব লিখিবেন। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যে, "গাফেলদিগের মধ্যে আল্লহতাআলার জিকির কর্‌নেওয়ালা এমন হইতেছে, যেমন ভাগ্‌নেওয়ালাদিগের মধ্যে জেহাদ কর্‌নেওয়ালা, কিম্বা মুর্দাদিগের মধ্যে জেন্দা ব্যক্তি।" হজরত হাছান্‌ বছরি (রা) ফর্ম্মাইয়াছেন যে, বাজার মধ্যে আল্লাহতাআলার জিকির

করনেওয়ালা ময়দান কেয়ামতে, এমন রওশ্‌নির সঙ্গে আসিবে; যেমন চন্দ্রের রওশ্‌নি; এবং উহার গোল্‌বা সূর্য্যের মত হইবে। হজরত এব্‌নে ওমর (রা) এবং ছালেম এব্‌নে আব্দুল্লা (রা) এবং অন্যান্য বুজুর্গানে দিন কেবল মাত্র এই তছবিহ পড়িবার জন্য বাজারে যাইতেন।

চতুর্থ আদব ইহা হইতেছে যে, মরদকে উচিত আওরৎকে খানা ভাল রকম দেয়; ইহাতে তঙ্গি না করে, এবং এছ্‌রাফ্‌ও যেন না করে। এবং ইহা যেন স্মরণ রাখে যে, আওরৎকে খানা দিবার ছওয়াব খয়রাত দিবার ছওয়াব হইতে জেয়াদা হইতেছে; এবং মরদকে উচিত যেন কোন ভালখানা একেলা না খায়। যদি ভাল খানা খাইয়া থাকে, তাহার বিবয় বিবিকে না বলে; এবং যে খানা পাকাইবার কুদরৎ না রাখে, আওরত দিগের সম্মুখে যেন তাহার তারিফ বয়ান না করে। যদি কোন মেহ্‌মান না থাকে, তবে আপন আওরতের সঙ্গে খানা খাইবে। কারণ হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে বাড়ীর লোক পরস্পর মিলিয়া খানা খায়, তাহাদিগের উপর হকতাআলা রহমত নাজেল করিয়া থাকেন, এবং ফেরেশ্‌তা তাহাদিগের গোনাহ মাফির জন্য দোওয়া করেন।" মরদকে উচিত যে নোফ্‌কা আওরতকে দিবে, তাহা হালাল কামাই দ্বারা পয়দা করিয়া দিবে। কারণ বাড়ীর লোকদিগকে হারাম মাল হইতে পরওয়ারেশ করা বড় খেয়ানত ও জুলুম্‌ হইতেছে। ইহা হইতে বড় জুলুম ও খেয়ানত আর নাই।

আয়ে বেরাদর, আল্লাহতাআলা কোরান মজিদ মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"হালাল পাকিজা বস্তু সকল খাও এবং নেক কাজ কর।" এবং হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যে, "হালাল তলব করা মোছলমানদিগের উপর ফরজ হইতেছে।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন,

"যে ব্যক্তি আপন আয়েল্‌কে হালাল মাল উপার্জ্জন করিয়া খাওয়াইয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি এমন হইতেছে, যেন আল্লাহতাআলার রাস্তাতে জেহাদ করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াকে হালাল পরহেজগারির সঙ্গে তলব করে, ঐ ব্যক্তি শহিদদিগের মর্ত্তবা পাইবে।" রওয়ায়েত আছে, হজরত ছাদ ( রা ) হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট আরজ করিলেন যে, আপনি আমার জন্য দোওয়া করেন যে আল্লাতায়ালা আমার দোয়া কবুল করিয়া লইতে থাকেন; হজরত ফর্ম্মাইলেন, আপন খানা পাক ও হালাল কর, তোমার দোওয়া কবুল হইবে। হাদিস শরিফ মধ্যে আছে, যাহার ভাবার্থ এই:—"আল্লাহতাআলার এক ফেরেশ্‌তা বয়তুল মকদ্দছের উপর প্রত্যেক রাত্রে নেদা করিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি হারাম খাইবে, উহার ফরজ ও নফল কিছুই মকবুল হইবে না।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি এক কাপড় দশ দেরেম দিয়া খরিদ করিয়া লয়, এবং উহার মধ্যে এক দেরেম হারাম থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত ঐ কাপড় উহার শরীরে থাকিবে, আল্লাহতাআলা উহার নামাজ কবুল করিবেন না।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যে, "এবাদতের দশ হিস্সা আছে, উহার মধ্যে নয় হিস্সা হালাল তলব করা হইতেছে।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যে, "হক তাআলা এর্শাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি হারাম হইতে পরহেজ করে, আমাকে শরম আছে যে, উহার নিকট আমি হেছাব লই।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি হারামের মাল কামাই করিবে, যদি ছদকা দিবে, তবে কবুল হইবে না। এবং যদি জমা করিয়া রাখিবে, তবে উহা দোজখের দরওয়াজা পর্য্যন্ত উহার রাস্তা খরচ হইবে।" হজরত ছেহেল তছ্‌তরী ( র ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে জানিতে পারে কি না পারে, নিশ্চয়ই তাহার সমস্ত শরীর নাফর্ম্মাণ হইয়া যায়; এবং যাহার খানা

হালাল পাক হয়, তাহার সমস্ত শরীর আল্লাহতাআলার এবাদত বন্দিগী এবং ফর্ম্মাবরদারি করিতে রত থাকে, এবং উহাকে নেক কাজ করিবার জন্য তওফিক নছিব হয়।" এক দিন হজরত ফছিল ( র ) আপন বেটাকে দেখিলেন যে, এক সোণার মোহর পানি দ্বারা ধৌত করিতেছেন। কারণ তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে উহা বিক্রয় করিবেন, এবং তিনি এই জন্য উহা ধৌত করিতেছিলেন যে, উহার উপরে যে ময়লা আছে, তাহা উঠাইয়া ফেলাইয়া দেন—যে ময়লার জন্য উহার ওজন জেয়াদা না হয়। ইহা দেখিয়া বলিলেন, আয়ে বেটা, তোমার এই কার্য্য দুই হজ এবং বিশ ওমরাহ হইতে বেহতর হইতেছে। আগেকার জামানায় মোছলমান সকল রোজগার হারাম হইবার ভয়েতে, শোনার ময়লা দূর করিয়া বিক্রয় করিতেন; এবং কোন বস্তুতে কোন আয়েব থাকিলে, তাহা খরিদারকে দেখাইয়া দিতেন। এ জমানায় এ প্রকার ইমানদারের সংখ্যা নিতান্ত কম হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল আমাদিগের দেশে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে কতক নাদান লোক হইয়াছে, তাহারা পাটের মধ্যে পানি মিলাইয়া দাগাবাজি করত বিক্রয় করে। ইহাদিগের কি নাকছ আক্কেল যে, বুঝিতে পারে না, উহাতে তাহাদিগের কেছমৎ বড় হইয়া যায় না; অধিকন্তু রোজগার হারাম হইয়া যায়; এবং তাহাতে বর্কৎ থাকে না। কোন মোছলমান ব্যক্তির এ প্রকার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কারণ রোজি রোজগার আল্লাহতাআলার এক্তেয়ার মধ্যে রহিয়াছে, তাহা আল্লাহতাআলার নাফর্ম্মানি করিলে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যেক মোছমমান ব্যক্তি, হর হালতে আল্লাহতাআলার ফর্ম্মাবরদারি করিবে। দাগাবাজি করিয়া, খরিদারকে প্রতারণা করিয়া কোন বস্তু বিক্রয় করিবে না। যদি করিবে, তবে তাহার রোজগার হারাম হইবে। আয়ে ভাই মোছলমান সকল, হারাম হইতে পরহেজ

কর, এবং হালাল ব্যবসা বানিজ্য দ্বারা নিজের এবং পরিবারস্থ ব্যক্তি দিগের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ কর। মেজাকাল আর্ফিন মধ্যে লিখিয়াছেন, এক বুজর্গ হজরৎ এব্রাহিম এব্নে আধম (রা) ছাহেবকে দেখিলেন যে, তাহার মাথার উপর লাকড়ির বোঝা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, আয়ে ভাই, তুমি এত কষ্ট কেন করিতেছ? তোমার খেদমতের জন্য তোমার ভাই যথেষ্ট হইতেছে। হজরত এব্রাহিম এব্নে আধম (রা) বলিলেন, আয়ে ভাই, এ বিষয়ে তুমি আমাকে নিষেধ করিও না, কারণ আমি শুনিয়াছি, হালাল রেজেক তলব করিবার জন্য যে ব্যক্তি জিল্লতের স্থানে দাঁড়াইবে, তাহার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজেব হইবে।

পঞ্চম আদব ইহা হইতেছে যে, আওরতদিগকে এলেম যাহা নামাজ, তাহারাৎ, হায়েজ, নেফাছ ইত্যাদিতে কাম আইসে তাহা শিক্ষা দিবে। যদি দিনের হুকুম সকল আওরৎকে শিখাইতে কছুরি করিবে, তাহা হইলে শওহর নিজে গোনাহগার হইবে। কারণ আল্লাহতাআলা কোরাণ শরিফ মধ্যে বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—"নিজেকে এবং ঘরের লোকদিগকে দোজখ হইতে বাঁচাও।" এবং ইহাও আওরতদিগকে শিক্ষা দেওয়া বড় দরকার যে, যদি আওরতদিগের হায়েজ, সূর্য্য ডুবিবার অগ্রে বন্দ হইয়া যায়; তাহা হইলে তাহাদিগের আছরের নামাজ কাজা পড়িতে হইবে। আক্ছের আওরত সকল এ মছলা জানে না। হায়েজ, নেফাছ ও বিবিদিগের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আমি লিখিয়া দিতেছি।

হায়েজ ঐ খুন হইতেছে, যাহা আওরতের বাচ্চাদানি হইতে, বিনা দরদে নিচড়িয়া বাহির হয়। আওরত বালেগের এই মানি হইতেছে যে, ঐ আওরতের বয়স নয় বৎসর হইয়াছে। আর যদি নয় বৎসরের কম বয়সের মেয়ে খুন দেখে, তবে তাহা হায়েজ মধ্যে গণ্য নহে। উদাহরণ

স্বরূপ বলিতেছি, যেমন যদি ছয় বৎসর বয়সের মেয়ে, কিম্বা সাত বৎসরের মেয়ে খুন দেখে; তবে তাহা হায়েজ নহে, বরং বেমারি হইতেছে। এবং নয় বৎসর বয়সের মেয়ে খুন দেখিলে, উহা হায়েজ হইতেছে— এবং ঐ মেয়ে বালেগা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এবং যে খুন বাচ্চাদানি হইতে না পড়ে, উহাও হায়েজ নহে। এবং এইরূপ যে খুন বাচ্চাদানি হইতে বেমারের জন্য বাহির হয়, উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যেমন দরদ হয়, উহাও হায়েজ নহে; এবং হায়েজ আসিবার মুদ্দৎ ছেন আয়াছ তক্ মকরর করিয়াছেন, এবং ছেন আয়াছের আন্দাজা ইহা হইতেছে যে, আওরত ষাইট বৎসর বয়সের হয়। পুনঃ যদি আওরত ছেন আয়াছের পরে কিছু খুন দেখে, তবে তাহা হায়েজ নহে। কিন্তু যখন ছিয়া রঙ্গ খুন, কিম্বা যখন খুব ছুর্খ রঙ্গ খুন দেখিবে, তাহাকেও হায়েজ জানিবে। আর যদি জর্দ, কিম্বা ছব্‌জা, কিম্বা মাটীর রঙ্গের খুন দেখিবে, তাহা হইলে উহা এস্তেহাজা হইতেছে। এবং হায়েজের বহুৎ কম্ মুদ্দৎ তিন দিন, এবং উহার রাত্র হইতেছে; এবং হায়েজের বহুৎ জেয়াদা মুদ্দৎ দশ দিন হইতেছে। যেমন পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"হায়েজের বহুৎ কম মুদ্দৎ আওরতের জন্য (আওরত বিবাহিতা হউক কিম্বা অবিবাহিতা হউক) তিন দিন এবং তাহার রাত্র হইতেছে; এবং হায়েজের বহুত জেয়াদা মুদ্দৎ দশ দিন হইতেছে।" হায়েজ হইতে পাক হওয়াকে তহুর বলে। এবং তহুরের বহুৎ কম মুদ্দত পনর দিন হইতেছে, এবং জেয়াদা মুদ্দতের হদ্ মকরর নাই; এবং আওরত দুই হায়েজের মধ্যে যে সময়টা পাক থাকে, ঐ পাকিকে তহুর বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যেমন এক বিবি রমজান মবারকের প্রথম তারিখে খুন দেখিল, এবং দশই তারিখে সে পাক হইল। এবং পুনশ্চ

শওয়ালের প্রথম তারিখে খুন দেখিল; তাহা হইলে এই যে বিশ দিন দুই হায়েজের মধ্যে গত হইল, উহাকে তহুর সময় বলে।

মছলা। হায়েজের মুদ্দৎ মধ্যে দুই খুনের মধ্যে যে পাকি দেখে, ঐ পাকিও হায়েজ মধ্যে দাখিল হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যেমন এক বিবির আদৎ আছে যে, তাহার ছয় দিন হায়েজ থাকে, এবং ঐ বিবি দুই দিন খুন দেখিয়াছে, এবং দুই দিন পাক রহিয়াছে, তাহার পর দুই দিন পুনশ্চ খুন দেখিয়াছে; তাহা হইলে ঐ দুই দিন, যাহা দর্ম্মিয়ানে পাক রহিয়াছে, ঐ দুই রোজও হায়েজ মধ্যে দাখেল হইতেছে; এবং উহাকে "তহুর মৎখলল্" বলে।

মছলা। হায়েজওয়ালি আওরত হায়েজের মুদ্দৎ মধ্যে যে রঙ্গের খুন দেখুক না কেন, (কেবল মাত্র খালেছ ছাফেদ রঙ্গ ভিন্ন) উহা হায়েজ হইতেছে। এবং হায়েজের খুনের ছয়টী রঙ্গ আছে। ছোর্খ এবং ছিয়াহ্; জর্দ এবং ছব্জা; এবং তিরা রঙ্গ; ও মাটীর রঙ্গ। তিরা রঙ্গ উহাকে বলে, যাহাতে ছফেদি মায়েল হয়; এবং মাটীর রঙ্গ উহাকে বলে, যে ছিহাই মায়েল হয়। এবং মায়েল মানে ইহা হইতেছে যে, ঈষৎ মলিনত্ব দেখা যায়।

আর হায়েজের এই হুকুম হইতেছে যে, হায়েজওয়ালি বিবি নামাজ না পড়ে, এবং রোজা না রাখে। কিন্তু যখন পাক ছাফ হইবে, তখন যত দিন রোজা রাখিতে পারে নাই, তত দিন রোজার কাজা রাখে; এবং যে নামাজ ঐ হালতে কাজা হইয়াছে, তাহার কাজা নামাজ না পড়ে। উহার কারণ এই, যখন হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম, এবং হজরত হাওয়া (রা) দুনিয়াতে আসিলেন, তখন হজরত হাওয়া (রা) এক দিন নামাজ মধ্যে ছিলেন, এমন সময় হায়েজ দেখিলেন, এবং হজরত হাওয়া (রা) বেহেশ্ত মধ্যে কখনও হায়েজ দেখিয়াছিলেন না। যখন হজরত হাওয়া (রা)

ছাহেবার নামাজ মধ্যে হায়েজ হইল, তখন হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাজ আদা করিব কি না? হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম আল্লাহতাআলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হুকুম হইল, নামাজ আদা না করে। কতক দিন পরে পুনশ্চ হায়েজ আসিল, তখন হজরত হাওয়া (রা) হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন রোজা রাখিব কি না? হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, রোজা রাখিও না। পুনশ্চ যখন হজরত হাওয়া (রা) হায়েজ হইতে পাক হইলেন, তখন হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম আল্লাহতাআলার হুকুম পৌঁছাইলেন যে, হজরত হাওয়া (রা) কেঁ বল যে, রোজার জন্য কাজা রোজা রাখে। তখন হজরত আদম আলায়হেচ্ছালাম মোনাজাত করিলেন, আয় আল্লাহতাআলা! নামাজের বদলা কাজা নামাজ পড়িতে ত হুকুম হয় নাই? জওয়াব আসিল যে, নামাজ পড়িতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম যে নামাজ পড়িও না; পুনঃ তাহার কাজাও না পড়ে; এবং রোজার বিষয় তুমি বলিয়াছ যে,রোজা রাখিও না, ফের তাহার কাজা রোজা রাখিবে। হায়েজওয়ালি আওরত মছজেদ মধ্যে যাইবে না; এবং কাবা শরিফের তোয়াফ করিবে না। এবং ঐ আওরতের বদন হইতে যে অংশ ইজারের নীচে আছে,নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত, ফায়দা লওয়া মর্দের জন্য হারাম হইতেছে; এবং বোছা লওয়া, এবং যে শরীর ইজারের উপর আছে, তাহা স্পর্শ করা হালাল হইতেছে।

মছলা। শওহরের জন্য আপনার আওরতের সঙ্গে হায়েজের হালতে হাম্‌বিস্তার হওয়া (স্বামি স্ত্রী ব্যবহার) হারাম হইতেছে; এবং যে ব্যক্তি ইহাকে হালাল জানে, সে কাফের হয়।

মছলা। যদি কোন ব্যক্তি ভুল বশতঃ কিম্বা নাদানি বশতঃ হেরেছের জন্য হায়েজের হালতে আপন আওরতের সঙ্গে হামবিস্তার ( স্বামি স্ত্রী ব্যবহার ) হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর ওয়াজেব হইতেছে যে, রাত দিন আল্লাহতাআলার নিকট মাফি তলব করে; এবং মস্তাহাব হইতেছে যে, এক দিনার কিম্বা আধা দিনার উহার কাফ্ফারা জন্য ছাদকা দেয়। এবং হায়েজওয়ালি আওরত কোরাণ পড়িবে না। নেফাছ ঐ খুন হইতেছে, যাহা সন্তান পয়দা হইবার পরে আইসে। ইহার কম মুদ্দতের হদ্ মকরর নাই, এবং উহার বহুত জেয়াদা মুদ্দতের হদ্ চল্লিশ দিন হইতেছে। আর যদি দুই সন্তান পয়দা হয়, এক প্রথমে এবং এক পরে—তাহা হইলে প্রথম সন্তান পয়দা হইবার পর হইতে নেফাছ হইতেছে। যদি হামেল পড়িয়া যায়, এবং উহার কোনও কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাও সন্তান বলিয়া ধর্ত্তব্য। ঐরূপ সন্তান প্রসূতি আওরতও নেফছা বলিয়া গণ্য। হায়েজের এবং নেফাছের একই হুকুম। যাহা হায়েজ মধ্যে নিষেধ, নেফাছ মধ্যেও তাহা নিষেধ। যে আওরতের খুন, হায়েজ ও নেফাছের বড় মুদ্দতের পরে বন্দ হইল, অর্থাৎ দশ দিন পরে হায়েজ বন্দ হইল, এবং চল্লিশ দিন পরে নেফাছ বন্দ হইল, ঐ আওরতের সঙ্গে গোছল করিবার অগ্রে হামবিস্তার হওয়া দুরস্ত আছে। যে আওরত দশ দিনের কম সময় মধ্যে হায়েজ হইতে পাক হইয়াছে, এবং চল্লিশ দিনের কম সময়ে নেফাছ হইতে পাক হইয়াছে, ঐ আওরতের সঙ্গে গোছলের প্রথম হামবিস্তার হওয়া দুরস্ত নহে। কিন্তু যখন এই পরিমাণ সময় গুজরিয়া যাইবে যে, ঐ সময় মধ্যে গোছল করিতে পারে, এবং নামাজের তহ্‌রিমা বান্ধিতে পারে, তাহা হইলে ঐ পরিমাণ সময় গত হইলে পর, তাহার সঙ্গে হামবিস্তার হওয়া দুরস্ত আছে—যদিও ঐ আওরত গোছল না করিয়া থাকে। কিন্তু বেগায়ের গোছলে নামাজ দুরস্ত নহে।

যখন কোন আওরতের খুন দশ দিন হইতে কম সময়ে বন্দ হয়, অর্থাৎ তিন কিম্বা চারি, কিম্বা পাঁচ কিম্বা ছয় কিম্বা সাত, কিম্বা আট কিম্বা নয় দিনের মধ্যে, এবং উহার আদত হইতে কম হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যেমন উহার আদত ছিল যোহরের সময়, এবং এই খুন দুই প্রহরের সময় বন্দ হইল, তাহা হইলে এই ছুরতে নামাজের আখের ওয়াক্ত পর্য্যন্ত গোছল করিতে দেরি করা ওয়াজেব হইতেছে। এই কারণ বশতঃ যে হইতে পারে, কি জানি পুনশ্চ খুন জারি হইতে পারে। কেননা উহার আদতের প্রথমে খুন মৌকুফ হইয়াছে; এবং এত দেরি না করে যে, ওয়াক্ত মকরূহ্ হইয়া যায়, বরং মস্তাহাব সময় পর্য্যন্ত দেরি করে; এবং যদি নামাজ ফওত হইয়া যাইবার ভয় হয়, তাহা হইলে গোছল করিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে। যাহাতে নামাজ ফওত হইয়া যায়, এমন দেরি কদাচ করিবে না।

মছলা। যদি এক বিবি সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, এবং দশ দিন, কিম্বা জেয়াদা সময়েতে পাক হয়, তবে উহার উচিত যে নামাজ পড়ে, এবং রোজা রাখে, এবং চল্লিশ দিন গুজরিয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা না করে। বাজে আওরত সকল চল্লিশ দিনের কম সময়ে যে পাক হইয়া থাকে এবং চল্লিশ দিন যে পর্য্যন্ত গত হইয়া না যায়, তত দিন নামাজ পড়ে না, ইহা উহাদিগের নিতান্ত ভুল হইতেছে। এ রকম কখনও করা চাই না। অর্থাৎ চল্লিশ দিনের কম সময়ে যদি নেফাছের খুন বন্দ হইয়া যায়, তবে গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে, এবং রোজা রাখিবে। চল্লিশ দিন গত হইয়া যাইবার জন্য কখনও বিলম্ব করিবে না।

মছলা। যে খুন হায়েজের কম মুদ্দৎ মধ্যে—অর্থাৎ তিন দিনের কমে বন্দ হইয়াছে, কিম্বা উহার বড় মুদ্দৎ; অর্থাৎ দশ রোজ হইতে জেয়াদা হইয়াছে, কিম্বা নেফাছ চল্লিশ দিন হইতে জেয়াদা হইয়াছে,

কিম্বা হামেলা আওরত খুন দেখে, এই সমস্তকে "এস্তেহেজা" বলে। যে আওরত এমন হইতেছে যে, তাহাকে কখনও হায়েজ ও নেফাছ-হইয়াছিল না, এবং সে বালগ হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার এস্তেহেজা বিষয়ে এই হুকুম :—অর্থাৎ যদি উহার খুন জেয়াদা দিন তক জারি থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য হায়েজ হর মাসের দশ দিন হইতেছে; এবং যে খুন দশ দিন হইতে জেয়াদা হয়, তাহা এস্তেহেজা হইতেছে; এবং নেফাছ তাহার জন্য চল্লিশ দিন হইতেছে। এবং বাকি দিন যাহা চল্লিশ দিন হইতে জেয়াদা হইয়াছে, তাহা এস্তেহেজা মধ্যে গণ্য। এস্তেহেজার এই হুকুম হইতেছে যে, যে আওরতকে এস্তেহেজা হইবে, সে নামাজ পড়িবে, এবং রোজা রাখিবে, এবং তাহার শওহর তাহার সহিত হামবিস্তার করিবে।

হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—যে বিবির হায়েজ হইয়াছে, যদি সে বিবি হায়েজের অবস্থায় প্রত্যেক নামাজের সময় সত্তর মর্ত্তবা

* أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

"আস্তাগ্ ফেরুল্লাহ্" বলে, তাহা হইলে আল্লাহতাআলা তাহাকে হাজার রেকাত নামাজের ছওয়াব দিবেন; তাহার সত্তর গোনাহ মাফ করিবেন; সত্তর দর্জ্জা বেহেশ্ত মধ্যে এনায়েত করিবেন; "আস্তাগ্ ফেরুল্লাহ্" শব্দের প্রত্যেক হরফের বদলা এক নুর এনায়েত করিবেন; তাহার শরীরে যত চুল আছে, প্রত্যেক চুলের শোমার হজ ও ওমরার ছওয়াব তাহার জন্য লিখিবেন, এবং যখন হায়েজ হইতে পাক হইবে, ও গোছল করিবে, ও দুই রেকাত নামাজ পড়িবে, প্রত্যেক রেকাতে ছুরা

ফাতেহার পর, তিন বার ছুরা এখলাছ পড়িবে, ঐ অবস্থায় আল্লাহতাআলা তাহার ছগিরা ও কবিরা সমস্ত গোনাহ (যাহা সে পূর্ব্বে করিয়াছে) মাফ করিবেন, এবং দ্বিতীয় হায়েজ পর্য্যন্ত তাহার উপর গোনাহ লিখিবেন না। এতদ্ব্যতীত ঐ বিবি সত্তর শহিদের ছওয়াব পাইবে; বেহেশ্‌ত মধ্যে ঐ বিবির জন্য মহল দুরস্ত করা হইবে; তাহার মাথায় যত চুল আছে, প্রত্যেক চুল পিছে ঐ বিবির জন্য এক নুর এনায়েত হইবে, এবং যদি দ্বিতীয় হায়েজের অগ্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে শহিদ-রূপে মরিবে। আর হায়েজওয়ালি আওরতের উপর মস্তাহাব হইতেছে যে, প্রত্যেক নামাজের সময় ওজু করিবে, এবং "سُبْحَانَ اللّٰهِ" ছোব্‌হানাল্লাহ্‌, এই পরিমাণ সময় পর্য্যন্ত বলিবে যে, ঐ সময় মধ্যে যদি নামাজ পড়িত, তাহা হইলে তাহার নামাজ পড়া সমাধা হইয়া যাইত। ইহাতে এই উপকার হইবে যে, ঐ আওরতের নামাজ পড়িবার আদত যাইবে না। (মেফ্‌তাহুল জান্নাৎ)।

ষষ্ঠ আদব ইহা হইতেছে যে, যদি কোন মরদের দুই বিবি থাকে, তবে তাহাদিগের মধ্যে বরাবরির লেহাজ রাখিবে। হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই:—"যে ব্যক্তির এক আওরতের তরফ জেয়াদা রগ্‌বৎ থাকিবে, কেয়ামতের দিন তাহার আধা শরীর টেড়্‌হা হইয়া যাইবে।" এনাম-বখ্‌শেষ, খানা-লেবাছ ইত্যাদিতে, এবং রাত্রে তাহাদিগের নিকট থাকিতে, যাহাতে কমি বেশী না হয়, তাহার লেহাজ রাখিবে। কিন্তু মহব্বৎ এবং মোবাশরৎ করিতে বরাবরির লেহাজ রাখা ওয়াজেব নহে। কারণ ইহা আপন এক্তেয়ারি নহে। যদি কাহারও দুই বিবি থাকে, তবে সতর্কতা সহকারে বরাবরির লেহাজ রাখিয়া, সতত দেলকে খোদাওন্দ করিমের তরফ্‌ রুজু রাখিবেন।

আয় বেরাদর, আল্লাহতাআলা কোরাণ মজিদ মধ্যে, ইমানদার ব্যক্তিদিগকে হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া-আছহাবিহি ওয়া ছাল্লামের উপর, দরূদ শরিফ পড়িবার জন্য তাকিদের সঙ্গে হুকুম করিয়াছেন; এবং হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, হাদিস শরিফ মধ্যে ফর্ম্মাইয়া-ছেন; যাহার ভাবার্থ এই :—"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহতাআলা তাহার উপর দশবার রহমত নাজেল করেন; এবং তাহার দশ গোনাহ মাফ করেন; এবং তাহার দশ দর্জ্জা বলন্দ করেন।" তিনি ইহাও ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে মোছলমান আমার উপর দরূদ পড়ে, ফেরেশ্‌তা ঐ দরূদকে লইয়া আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে; এবং নাম লইয়া বলিয়া থাকে যে, ফালানা এই প্রকার দরূদ ভেজিতেছে।" তিনি আরও ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে দশবার, এবং সন্ধ্যাকালে দশবার আমার উপর দরূদ পড়িবে, কেয়ামতের দিন উহার জন্য আমার শফায়াৎ হইবে।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে ব্যক্তি জুম্মার দিনে এক শত বার আমার উপর দরূদ পড়িবে, তাহার আশি বৎসরের গোনাহ মাফ হইবে।" এবং হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে ব্যক্তি জুম্মার দিনেতে এক হাজার বার দরূদ পড়ে, ঐ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আপন স্থান বেহেশ্‌ত মধ্যে না দেখিবে, তুনিয়া হইতে যাইবে না।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পড়িয়া থাকে, উহার জন্য বেহেশ্‌ত মধ্যে বহু সংখ্যক হুর পাওয়া যাইবে।" পূর্ব্ব জমানায় বুজুর্গা-নেদিন দিগের আদত ছিল, কশ্‌রতের সঙ্গে তাঁহারা দরূদ শরিফ পড়ি-তেন; এবং এই জন্য তাঁহারা হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে

ওয়া ছাল্লাম নিকট, নিতান্ত] পেয়ারা:হইতেন। যিনি হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট পেয়ারা হইতেন, তিনি আল্লাহ তাআলার পেয়ারা ওলি হইয়া যাইতেন। কারণ যিনি মকবুল রছুল হইতেছেন, তিনি মকবুল খোদা হইতেছেন। এবং যিনি মকবুল খোদা হইতেছেন, তিনি মকবুল রছুল হইতেছেন। আয়ে বেরাদর, আপন পেয়ারা উম্মতের উপর হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লামের কি পরিমাণ শাফাকাৎ থাকে, তাহা দেখ। হজরত এহ্ইয়া মাজ (রা) এক আরেফ কামেল, তরিকতের বড় বুজুর্গ পীর ছিলেন। তিনি জমানার এমাম, এবং বড় ছুফি ছিলেন। হাজি, গাজি, ফকির, ছুফি, এবং আলেম দিগের উপর খরচ করিয়া এক সময়ে তিনি এক লাখ দেরেমের করজদার হইয়াছিলেন। করজ দেনেওয়ালা টাকার জন্য তাকাদা করিতেছিল, তজ্জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন। অতঃপর একদা জুম্মার রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, হজরত পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিতেছেন, "আয়ে এহ্ইয়া (রা) দুঃখীত হইও না। কারণ তোমার দুঃখ আমাকে দুঃখিত করিয়া থাকে। তুমি উঠ, এবং খোরাছানের দিকে যাও। তুমি যে এক লাখ দেরেম ফকির দিগকে দিয়াছ, তাহার বদ্লা তিন লাখ দেরেম এক ব্যক্তি তোমার জন্য রাখিয়া দিয়াছে, যেন তোমার আন্দেশা দূর হয়, এবং করজ আদা হয়।" এহ্ইয়া (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়া রাছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, ঐ ব্যক্তি কে? এবং তিনি কোথায় আছেন?" ফর্ম্মাইলেন, "তুমি শহর-বশহর ওয়াজ করিতে করিতে যাও, কারণ তোমার ওয়াজ মানুষের দেলের জন্য শাফা হইতেছে। আমি যেমন তোমার নিকট আসিয়াছি, এইরূপ ঐ ব্যক্তির নিকটও

যাইব।” পছ্, হজরত এহ্ইয়া (রা) প্রথমে নেশাপুর আসিলেন। লোক সকল আগ্রহ সহকারে মেম্বার খাড়া করিয়া দিল। তিনি মেম্বারের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন :—“আয়ে নেশাপুরের লোক সকল, আমি এই স্থানে হজরৎ পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লামের এশারা অনুযায়ী আসিয়াছি যে, এক ব্যক্তি আমার করজ আদা করিয়া দিবে, এবং আমি এক লাখ দেরেম চান্দির করজদার আছি। তোমরা জান যে, আমি কি খুবি ও রৌনকের সঙ্গে ওয়াজ করিতাম, কিন্তু এখন এই করজ আমার ওয়াজের জন্য পর্দ্দা স্বরূপ হইয়াছে।” হাজেরীন লোক সকলের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, আমি পঞ্চাশ হাজার দেরেম দিব। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি বলিলেন, আমি চল্লিশ হাজার দেরেম দিব। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিলেন, আমি দশ হাজার দেরেম দিব। হজরত এহ্ইয়া (রা) শুনিয়া বলিলেন, আমি হরগেজ ইহা লইব না। কারণ হজরত পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া-আছহাবিহি ওয়া·ছাল্লাম এর্শাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আমার করজ আদা করিয়া দিবে। তাহার পর তিনি ওয়াজ শুরু করিলেন। ওয়াজ সমাধা হইলে ঐ মজলেছে সাত ব্যক্তির মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছিল। হজরত এহ্ইয়া (রা) তথা হইতে বল্খ্ ও মারাজ শহর হইয়া, ওয়াজ করিতে করিতে হরির শহরে পৌঁছিলেন ; এবং তথায় ওয়াজের মজলেছে করজের বিষয়, এবং জনাব পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের এর্শাদ বয়ান করিলেন। হরির শহরের আমিরের ছাহেবজাদী ঐ ওয়াজ মজ্লেছে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, “আয়ে এমাম ছাহেব, আপনি করজের আন্দেশা দেল হইতে দূর করুন্। যে রাত্রে হজরত পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আপনার নিকট স্বপ্নে

গিয়াছিলেন, ঐ রাত্রে তিনি আমার নিকটও আইসেন। আমি জিজ্ঞাসা
করি, "ইয়া রছুল অল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ-
হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমি তাঁহার নিকট যাই?" হজরত ফর্ম্মাইলেন,
"না তুমি যাইও না, তিনি খোদ তোমার নিকট আসিবেন।" সেই
হইতে আমি হুজুরের জন্য এন্তেজার করিতেছি। আমি তিন লাখ দেরেম
চান্দি হুজুরকে খএরাত করিলাম, মেহেরবানী করিয়া কবুল করিয়া
এ বান্দিকে সরফরাজ করুন। কিন্তু আমি এক আর্জু রাখি, তাহা
এই ঃ—হুজুর মেহেরবানী করিয়া, চারি দিন এখানে ওয়াজ বয়ান
করুন।" তৎপর হজরত এহ্ইয়া (রা) চারি দিন ওয়াজ বয়ান করিলেন।
প্রথম দিন হজরতের ওয়াজ মজলেস হইতে দশ ব্যক্তির জানাজা উঠান
হইল; দ্বিতীয় দিন পঁচিশ ব্যক্তির জানাজা উঠান হইল; তৃতীয় দিন
চল্লিশ ব্যক্তির জানাজা বাহির হইল; চতুর্থ দিন সত্তর ব্যক্তির জানাজা
বাহির হইল। পঞ্চম দিবস তিনি হর্‌রি শহর হইতে রওয়ানা হইলেন।
হর্‌রি শহরের আমিরের ছাহেবজাদী, সাত উটের উপর চান্দি বোঝাই
করিয়া হজরতের সঙ্গে দিয়াছিলেন। আয়ে বেরাদর, পূর্ব্ব জামানার
আলেম দিগের শরাফত দেখ। তিন ব্যক্তি এক লাখ দেরেম দিতে
সম্মত হইয়াছেন, গ্রহণ করেন নাই। এ জমানায় কি ঐরূপ আলেম
নাই? আছে—অতি কম। সে জামানার মুমিন দিগের দেলের
ছেফৎকে দেখ, কি প্রকার মহব্বৎ এলাহিতে পরিপূর্ণ ছিল, যে ওয়াজ
শুনিয়া মহব্বৎ এলাহিতে, খওফে এলাহিতে, তাঁহাদিগের জান কবজ
হইয়া গিয়াছে। সে জামানার দৌলতমন্দ লোক দিগের ছখী দেলকে
দেখ, বুজুর্গান দিগের অভাব মোচন করিতে, তাঁহাদিগের হাত কেমন
কোশাদাহ্ ছিল। সে জামানার বিবিদিগের নেকবখ্‌তীকে দেখ,
কত কোশেশ ও মহব্বতের সঙ্গে আল্লাহতাআলার এবাদত বন্দিগী

করিয়া, ও কশরতের সঙ্গে দরূদ শরিফ পড়িয়া, হজরত পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের পেয়ারা হইয়াছিলেন। আর সকলের উপর, আয় আমার ভাই, দেখ হজরত এহইয়া (রা) প্রতি হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের শাফাকাৎকে দেখ, তাঁহার মেহেরবানীকে দেখ। যিনি দুনিয়াতে উম্মৎ প্রতি এই প্রকার এহ্ছান্ ও মেহেরবানী করিতেছেন, ময়দান কেয়ামতে গোনাহ্গার উম্মতকে দোজখ হইতে বাঁচাইবার জন্য তিনি কি পরিমাণ কোশেশ করিবেন? আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি, আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি, নাদান গোনাহগার উম্মৎ তাহা বুঝিবার লেয়াকৎ রাখে না। আয় আমার দোস্ত অগ্রসর হও, সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ জেয়ারৎ জুনাব হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মাদার্ রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম হাছেল করিতে যত্নবান্ হও। এবং তাঁহার মহব্বৎ লাভের জন্য আপন জান ও মাল নেছার কর, যে তোমার ওক্বা খায়ের হয়। হজরত পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের জেয়ারৎ নছিব হইতে পারে, এমন এক তদ্বির আমি মাতবর কেতাব হইতে এই স্থানে লিখিয়া দিতেছি ; তাহা এই ঃ—দরূদ শরিফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّىِّ

জুম্মা রাত্রে, দুই রেকাত নফল নামাজ প্রত্যেক রেকাতে বাদ ছুরা ফাতেহা, এগার মর্ত্তবা আয়তল্ কুর্ছি এবং এগার মর্ত্তবা ছুরা এখ্লাছ পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে। তাহার পর এই দরূদ শরিফ

এক হাজার মর্ত্তবা পড়িবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ জেয়ারৎ নছিব হইবে। ওজুর সহিত, পাক বিছানাতে আতর খোশবু ইত্যাদি লাগাইয়া, ডাহিন করোটে শুইয়া থাকিবে। অনেক মুমিন বান্দা ইহা আমল করিয়া, জেয়ারৎ জুনাব রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম হাছেল করিয়াছেন। যদি প্রথম রাত্রে জেয়ারৎ নছিব না হয়, তবে তিন রাত্র পর্য্যন্ত পড়িবে। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, যাহার ভাবার্থ এই :—"দরুদ পড় আমার উপর রৌশন রাত্রে, এবং রৌশন দিনেতে। অর্থাৎ জুম্মা রাত্রে এবং জুম্মা দিনেতে। আয়ে বেরাদর, জুম্মা দিন অতি মোবারক দিন হইতেছে। এই দিনেতে হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম পয়দা হইয়াছিলেন। এই দিনে তিনি বেহেস্ত মধ্যে দাখেল হইয়াছিলেন। এই দিনে তিনি তুনিয়ায় আইসেন। এই দিনে তাঁহার তৌবা কবুল হয়। এই দিনে তিনি এন্তেকাল করেন। এই দিনে কেয়ামৎ কায়েম হইবে। এই দিন বেহেশ্‌তে মধ্যে আল্লাহতাআলার দিদার নছিব হইবে। সুতরাং এই দিনেতে নিতান্ত কম পক্ষে, এক হাজার দরুদ পড়িবে। তুনিয়া পরস্ত লোকদিগকে দেখ নাই, কেমন দিবা রাত্র দৌলত তুনিয়া জমা করিতে পরিশ্রম করিতেছে; তবে আখেরাত ওয়ালাদিগের কি হইয়াছে, যে দৌলৎ ওক্‌বা জমা করিতে কাহিলি করে? এবং যে সময়ে নাম মোবারক হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম জবানে বলিবে, কিম্বা কাণে শুনিবে, ঐ সময়ে দরুদ পড়িবে। যেহেতু জুনাব রছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার

ভাবার্থ এই ঃ—"বখীল ঐ ব্যক্তি হইতেছে, যাহার নিকট আমার নাম লওয়া যায়; এবং সে দরুদ পড়ে না।"

পূর্ব্ব জামানায় ছালেক লোকদিগের আদত ছিল, এশা নামাজ বাদ তাঁহারা অধিক পরিমাণে দরুদ পড়িতেন ; এবং এই আমলের জন্য বড় বড় বুজুর্গ মর্ত্তবা লাভ করিয়াছেন। শেখ হজরত এব্‌নে হাজর মক্কি ( রা ) লিখিয়াছেন ; এক ছালেক ব্যক্তি, প্রত্যেক রাত্রে শয়ন করিবার সময়, আপন মকররি দরুদ শরিফ পড়িয়া শয়ন করিতেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, জুনাব রছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, তশরিফ আনিয়াছেন। তাঁহার আগমনে সমস্ত ঘর রৌশন হইয়া গিয়াছে। হজরৎ ( ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ) তাঁহাকে বলিলেন, ঐ মুখ আমার নজদিক লইয়া আইস, যে মুখে আমার উপর বহুৎ দরুদ পড়িয়া থাকে, যে আমি তাহাতে বোছা দেই। আহা, ছিনা চাক্ হইয়া যাইবার মোকাম হইতেছে ; হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লামের এহছান্ ও মহব্বৎকে দেখ। আয়ে বেরাদর, এই সমস্ত দৌলৎ হাছেল করিবার জন্য, তুমি কোন আখেরাতের ছওদাগরের নিকট যাও। দুনিয়ার ছওদাগর যেমন অহরহ দৌলৎ দুনিয়া জমা করিতে মশ্‌গুল আছে ; তুমি তাঁহাকে সতত আল্লাহ, আল্লাহ, করিতে দেখিবে। আল্লাহ, আল্লাহ, করিয়া নিজে পরশ পাথর সদৃশ হইয়াছেন। তুমি তাঁহার নিকট যাও, তোমাকে সোণা খালেছ করিয়া দিবেন। দুনিয়ার ছওদাগরের আল্‌মারিতে যেমন তবকে তবকে মাল সজ্জিত দেখিতে পাও ; তাঁহার কলবে সেই রূপ, তবকে তবকে দৌলৎ ওকবা সজ্জিত রহিয়াছে। তোমার কলব্‌কে তাঁহার নজদিক

পেশ্ কর, তিনি যে রঙ্গে মর্জি করিবেন, বকজলে তাআলা তোমার কলবকে রঞ্জিত করিয়া দিবেন। এক সময়ে হজরত আবু ছয়িদ (রা) হজরত আবুল হোছেন থার্কানি (রা) ছাহেবের নজদিক গিয়াছিলেন। কতক দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া, দেশে ফিরিয়া আইসেন। তিনি আপন দোস্ত দিগকে বলিয়াছিলেন, আমি এক মাটীর পোক্তা ইট ছিলাম, এখন থার্কান শহর হইতে বেবাহা মতি হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আয় বেরাদর, আখেরাতের ছওদাগর, তরিকতের পির বুজুর্গ হইতেছেন। যদি তুমি তাঁহার নিকট যাও, ইন্‌শা আল্লাহ, তুমি বেবাহা মতি হইয়া যাইবে। এবং তুমি তাঁহাকে সতত, আপন মাতা হইতে শফিক, পিতা হইতে মেহেরবান, এবং মাদার্‌জাদ ভাই হইতে রফিক পাইবে।

সপ্তম আদব ইহা হইতেছে যে, যদি বিবি শওহরের ফর্ম্মাবরদারী না করে; এবং ফর্ম্মাবরদারি করিবার ক্ষমতা বিবি না রাখে, তবে শওহর তাহাকে নরম জবানে মেহেরবানীর সঙ্গে আপন ফর্ম্মাবরদারী করাইবে। যদি ফর্ম্মাবরদারী না করে, তবে শওহর তাহার উপর গোশ্বা করিবে; এবং শুইবার সময় তাহার তরফ পীঠ দিয়া শয়ন করিবে। যদি এ রকম করিলেও ফর্ম্মাবরদার না হয়, তবে তিন রাত্র বিবি হইতে পৃথক্ হইয়া শয়ন করিবে। যদি তিন রাত্র পৃথক্ হইয়া শয়ন করিলেও ফর্ম্মাবরদারী এক্তেয়ার না করে, তবে তাহাকে মারিবে। কিন্তু মুখের উপর মারিবে না; এবং এমন জোর করিয়া মারিবে না, যাহাতে বিবি জখ্‌মি হইয়া যাইতে পারে। যদি নমাজ কিম্বা দিন এছলামের অন্য কোন কার্য্যে কছুরি করে, তাহা হইলে এক মাস তক বিবির উপর খাফা থাকিবে; কারণ হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম এক মাস তক্ বিবি ছাহেবান দিগের

উপর থাকা রহিয়াছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে বিবি হইতে পৃথক্ হইয়া শয়ন করিবে না; কারণ বিবির সঙ্গে শয়ন করা ও ছুন্নৎ হইতেছে। আয়ে বেরাদর, বিবি সহ খোশ গুজরান করিবে—ঝগড়া-কলহ করিবে না। গোশ্বার সময়ে ফাহেশা কালাম দ্বারা কখনও তাহাকে গালাগালি দিবে না। জবানের উত্তম রূপ নেগাহ্ রাখিবে।

হজরত মাআজ (রা), হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ আমল আফ্জাল হইতেছে? হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম জবান মোবারক মুখের বাহির করিলেন, এবং উহার উপর অঙ্গুলী রাখিলেন। অর্থাৎ এশারা করিয়া এই ফর্ম্মাইলেন যে, খামোশী আফ্জাল হইতেছে। এবং জুনাব রছুল্ল মক্বুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাই-য়াছেন যে, মানুষের আক্ছের খাতা সকল তাহার জবান মধ্যে আছে। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যে এবাদত সকল হইতে জেয়াদা আছান হইতেছে, উহা আমি তোমাদিগকে বাতাইয়া দিতেছি, উহা জবানকে খামোশ রাখা, এবং নেকখাছ্লৎ হইতেছে। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতাআলা এবং রোজ কেয়ামতের ইমান রাখে, উহাকে বলিয়া দেও যে, নেক কথা ভিন্ন কিছু বলিও না, কিম্বা খামোশ থাকে। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যে ব্যক্তি বহুৎ কথা বলে, উহার কালাম মধ্যে আক্ছের খাতা এবং গল্তি হয়। এবং যাহার কালামে আক্ছের খাতা এবং গল্তি হয়, ঐ ব্যক্তি বড় গোনাহগার হয়। এবং যে ব্যক্তি বড় গোনাহগার হয়, তাহার জন্য আতশ দোজখ আওলাতর অর্থাৎ সর্ব্ব অপেক্ষা উপযুক্ত হইতেছে। এই কারণ বশতঃ আমিরল মুমিনিন্ হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রা) মুখের মধ্যে পাথর রাখিতেন,

যে তজ্জন্য কথা বলিতে না পারেন। আয়ে বেরাদর, তুমি স্মরণ রাখ যে, জবানের বহুৎ আফৎ আছে। যেহেতু জবান দ্বারা হামেশা বেহুদা কালাম বাহির হয়। উহা বলা অতি সহজ, কিন্তু নেক ও বদ্ মধ্যে তমিজ করা বড়ই কঠিন; এবং খামোশ থাকিলে উহার গোনাহ হইতে লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং তুমি সাবধান সহকারে জবানের নেগাহ রাখিবে। উহা দ্বারা বেহুদা কালাম করিবে না। এবং সতত জবান দ্বারা জিকির এলাহি করিতে মশ্গুল থাকিবে। এবং স্মরণ রাখিবে যে, মানুষের জেন্দেগানী নিতান্ত কম হইতেছে। এবং আমাদিগের সেই কম জেন্দেগানীর জেয়াদা অংশ চলিয়া গিয়াছে। কি পরিমাণ বয়ঃক্রম অবশিষ্ট আছে, কেহই অবগত নহে। মৃত্যু সম্মুখে দরপেশ আছে। সুতরাং জবান দ্বারা সতত জিকির এলাহি করিয়া, আপন নামা আমলে অসংখ্য২ খাজানা জমা করিয়া লও যে, রোজ কেয়ামতে তোমার নাজাতের ওছিলা হয়। এবং হরগেজ হরগেজ কখনও জবান দ্বারা ফাহাশা কালাম বলিবে না। যেহেতু হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ--যে ব্যক্তি ফাহাশা কালাম বকে, উহার উপর বেহেশ্ত হারাম হইতেছে। এবং ফার্ম্মাইয়াছেন, যে, দোজখ মধ্যে কতক লোক হইবে, যে উহাদিগের মুখ হইতে নাজাছত বহিতে থাকিবে, এবং উহার বদ্বুর জন্য সমস্ত দোজখী ফরিয়াদ করিবে, এবং জিজ্ঞাসা করিবে যে, ইহারা কোন্ লোক হইতেছে? তখন বলিবে যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক হইতেছে, যাহারা বুরা কথা, এবং ফাহাশা কালামকে দোস্ত রাখিত এবং বকিত। আয়ে বেরাদর, যদি কখনও তোমার বিবি তাহার আচার ব্যবহারে তোমাকে ইজা দেয়, কিম্বা কোন জাহেল ব্যক্তি বৃথা ফজিহৎ করে, তবে তুমি পূর্ব্ব জামা নাব

বুজুর্গান দিগের ন্যায়, আপন বুজুর্গী রাখিয়া গোশ্বাকে বর্দাস্ত করিবে। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—যে ব্যক্তি গোশ্বাকে বর্দাস্ত করে ঐ হালতে যে, সে ব্যক্তি ঐ গোশ্বাকে জারি করিতে কুদরৎ রাখে, তাহাকে আল্লাহতাআলা দিন কেয়ামতে খালায়েকের সম্মুখে ডাকিবেন যে, উহাকে মোখ্‌তার করিয়া দেন, পছন্দ করিয়া লইতে, যে হুরকে লইতে ইচ্ছা করে। এই স্থানে কএকটী বুজুর্গ ছাহেব কামেলের আহ্‌ওয়াল আমি বয়ান করিতেছি। মোছলমান ভাইদিগের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহার করিবে। এক ব্যক্তি হজরত ছোলেমান ( রা ) ছাহেবকে গালি দিয়াছিল। তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি কেয়ামতের দিন আমার গোনাহর পাল্লা ভারী হয়, তবে যাহা কিছু তুমি বলিতেছ, উহা হইতেও আমি বদ্‌তর হইতেছি। আর যদি গোনাহর পালা হাল্কা হয়, তবে তোমার গালাগালিতে আমার কি ভয় আছে? হজরত রবেএ এব্‌নে খশিম ( র ) ছাহেবকে কোন ব্যক্তি গালি দিয়াছিল। তাহাতে তিনি বলেন, আমার এবং বেহেশ্‌তের মধ্যে এক ঘাটি আছে, আমি তাহা পার হইতে মশ্‌গুল আছি। যদি পার হইয়া বেহশ্‌ত মধ্যে যাইতে পারি, তবে তোমার কথায় আমার কোন ভয় নাই। আর যদি পার হইয়া বেহেশ্‌ত মধ্যে যাইতে না পারি, তবে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমার পক্ষে বস্তুতই কম হইতেছে। হজরত মালেক দেনার ( র ) ছাহেবকে এক আওরত রেয়াকার বলিয়া গালি দিয়াছিল। তাহার উত্তরে তিনি বলেন, আয়ে নেকবখ্‌ত্, তুমি ভিন্ন আমাকে কেহ চিনিতে পারে নাই। হজরত শবি ( র ) ছাহেবকে এক ব্যক্তি কোন বুরা কথা বলিয়াছিল, তাহার উত্তরে তিনি বলেন, তুমি যাহা বলিতেছ,

যদি তাহা সত্য হয়, তবে আল্লাহতাআলা আমাকে মাফ করেন। আর যদি তাহা মিথ্যা হয়, তবে আল্লাহতাআলা তোমাকে মাফ করেন। যদি তুমি ভুল চুক বশতঃ কাহারও সহিত ঝগড়া কর, তবে উহার কাফ্‌ফারা জন্য দুই রেকাত নামাজ পড়িবে। হজরত রছুল মক্‌বুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছালাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি কাহারও সঙ্গে তুমি ঝগড়া কর, তবে দুই রেকাৎ নামাজ উহার কাফ্‌ফারা হইতেছে। এবং ইহা ছুন্নৎ হইতেছে যে, মনুষ্য গোশ্বার সময়ে যদি দাঁড়াইয়া থাকে, তবে বসিয়া যাইবে। এবং যদি বসিয়া থাকে, তবে শুইয়া যাইবে। যদি ইহাতে গোশ্বা নিবারণ না হয়, তবে শীতল পানি দ্বারা ওজু করিবে। যেহেতু হজরত রছুল মক্‌বুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যে, গোশ্বা আগুণ হইতে হইতেছে, পানি দ্বারা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এবং এক রেওয়ায়েৎ মধ্যে আছে যে, ছিজ্‌দা করিবে, এবং মুখ মাটীর উপর রাখিবে, যেন মালুম হইয়া যায় যে, আমি মাটি হইতে পয়দা হইয়াছি, এবং বান্দা হইতেছি; এবং আমার গোশ্বা করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যদি কোন জালেম অনর্থক জুলুম করে, কিম্বা দিন এছলামের কোন প্রকার ক্ষতি করে, তবে তাহাতে এই প্রকার ছবর এক্তেয়ার করা লাজেম নহে। দানেশমন্দ মুমিনের ন্যায় মেহেরবানীর স্থানে মেহেরবানী, ছবরের স্থানে ছবর, এবং গজবের স্থানে গজব করিবে। হজরত ছেফায়েন ছুরি (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জালেমের জন্য কলম বানাইয়া দেয়, কিম্বা তাহার দওয়াত মধ্যে লিখিবার জন্য কালি দেয়, কিম্বা তাহার হাতে লিখিবার জন্য কাগজ দেয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি জালেমদিগের জুলুম মধ্যে শরিক হইবে। এবং উনাকে লোকে জিজ্ঞাসা

করে, যদি জালেম বিয়াবান মধ্যে পেয়াছা হয়, এবং পিপাসার জন্য যদি মরিবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে তাহাকে পানি দিব কি না? তাহার উত্তরে ফর্ম্মাইলেন যে, না, পানি দিও না। পুনশ্চ উনাকে জিজ্ঞাসা করিল, যদি উহাকে পানি না দেওয়া হয়, তবে ত মরিয়াই যাইবে। তাহার উত্তরে ফর্ম্মাইলেন, মরিয়া যাইতে দেও। ( তফছির কাদেরিয়া ছুরা হুদ — দসম রুকু দেখ )। কোন মোসলমান ব্যক্তি জালেম, এবং তাহাদিগের মদদগারদিগের সহিত দোস্তি মহব্বৎ করিবে না। যদি এমন ব্যক্তি পিতা কিম্বা ভাই হয়, তবুও তাহাকে রফিক জানিবে না।

আয় বেরাদর, তুমি কদাচ কাহারও গীবৎ করিও না; এবং স্মরণ রাখ যে, গীবৎ করা হারাম হইতেছে। হজরত আবুহোরায়রা ( রা ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম লোকদিগকে ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—তোমরা কি জান, কাহাকে গীবৎ বলে? লোক সকল আরজ করিল, আল্লাহ এবং রছুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম জেয়াদা ওয়াকেফ আছেন। ফর্ম্মাইলেন, এক মোছলমান অন্য মোছলমানের আয়েবের জিকির করে, এবং ঐ কথা এমন হয় যে, যদি ঐ ব্যক্তি—যাহার বিষয় বয়ান করিয়াছে শুনিলে নাখোশ হয়। লোক সকল জিজ্ঞাসা করিল, যদি ঐ আয়েব তাহার জাত মধ্যে থাকে তাহা হইলেও কি গীবৎ হয়? হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন, অবশ্য ইহাকেই গীবৎ বলে যে, ঐ আয়েব উহার মধ্যে আছে। এবং যদি ঐ আয়েব উহার মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে তুমি উহার উপর জুলুম করিলে। ইহা দ্বিতীয় গোনাহ হইল। এবং

ফর্ম্মাইলেন হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছালাম, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—যে ব্যক্তি কাহারও গীবৎ করিবে, ঐ ব্যক্তি আমার শাফায়াৎ হইতে মহরুম হইবে। এবং গীবৎ কর্‌নেওয়ালার নেকি সকল যাহার গীবৎ করিয়াছে, তাহার নামা আমল মধ্যে লেখা যাইয়া থাকে। কেয়ামতের দিন উহার ডাহিন হাতেতে ঐ নামা দেওয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি দেখিয়া তাজ্জব করিবে যে, আমি ত এই সমস্ত নেকি করি নাই, কেমন করিয়া আমার নামা আমলে লেখা গেল। ফেরেশ্‌তা বলিবেন, যে সমস্ত লোক দুনিয়াতে তোমার আয়েব জাহের করিয়াছিল, আল্লাহ্‌তাআলা উহাদিগের নেকি সকল লইয়া তোমার আমলনামা মধ্যে লেখাইয়া দিয়াছেন। বিনা রোজগারে এই দৌলৎ তোমাকে মিলিয়াছে। উহা যে গীবৎ করিয়াছে ঐ ব্যক্তি হইতে ছিনা গিয়াছে। হজরত রছুল মক্‌বুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—চুগোলখোর বেহেশ্‌ত্‌ মধ্যে যাইবে না। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যে, আমি তোমাদিগকে খবর দেই যে, তোমাদিগের মধ্যে সকল হইতে বদ্‌ লোক কোন্‌ ব্যক্তি হইতেছে? ঐ সকল লোক বদ্‌তর হইতেছে, যাহারা চুগোল্‌খোরি করে এবং মিথ্যা কথা সকল মিলাইয়া বলে এবং লোকদিগকে বর্‌হম্‌ অর্থাৎ নারাজ করিয়া দেয়। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যে, চুগোলখোর হালালজাদা নহে। প্রত্যেক মোছলমান ব্যক্তিকে লাজেম হইতেছে যে, গীবৎ চুগোল্‌খোরি হইতে পরহেজ করে। এবং যে ব্যক্তিকে চুগোল্‌খোরি করিতে দেখিবে, নিশ্চয় জানিবে ঐ ব্যক্তি হারামজাদা হইতেছে।

অষ্টম আদব ইহা হইতেছে যে ছোহ্‌বৎ করিবার সময় কেবলা

রোখ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, এবং প্রথমতঃ কথা বার্ত্তা, খেলা, পেয়ার, বোছা ইত্যাদি দ্বারা বিবিকে সন্তুষ্ট করিবে; এবং নিয়ত করিবে যে, আমি আমার দিনের দুরস্তি জন্য, এবং নেক আওলাদ জন্য, যে আমার বাদ আল্লাহতাআলার এবাদত বন্দেগী করিবে, এবং উম্মৎ জোনাব হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম বাড়িবে এই জন্য, এবং বিবির দেলখোশ করিবার জন্য মিলিতেছি। যখন শুরু করিবে তখন বলিবে,

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

"বিছ্ মিল্লাহিল্ আলিয়েল্ আজিমে আল্লাহু আক্বার্ আল্লাহু আক্বার। আর যদি ছুরা এখলাছ পড়িয়া লইবে, তাহা হইলে বেহ্তর হইবে। এবং মনি পড়িবার সময় এই ধেয়ান করিবে যে, সমস্ত তারিফ আল্লাহ্তাআলার জন্য, যিনি বেকদর পানি হইতে মনুষ্যকে পয়দা করিয়াছেন; এবং তাহাকে নছব্ওয়ালা এবং শ্বশুরাল্ওয়ালা করিয়া দিয়াছেন। আরো ধেয়ান করিবে যে এখন যে বেকদর মনি, আমার শরীর হইতে পড়িল, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমিও এই প্রকার বেকদর পানি আমার পিতা মাতার শরীরে ছিলাম; এবং সেই বেকদর পানি হইতে, খোদাওন্দ করিম আমাকে এমন হোছেন্ জামাল এনায়েত করিয়াছেন। আরো ধেয়ান করিবে যে, ফের কয়েক দিন পরে আমি মরিয়া যাইব, আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে কাফন পরাইয়া কবরে রাখিয়া আসিবে। কবরে কেহ আমার সঙ্গে যাইবে না। বিবি সঙ্গে যাইবে না, বেটা বেটী কবরে কেহ সঙ্গে যাইবে না। কেবল নেকি ও বদি দুইটী বস্তু সঙ্গে যাইবে মাত্র। আয় বেরাদর, তখন তুমি কবরের তোষা তৈয়ার করিবার জন্য উঠিবে।

গোছল করিবে, ওজু করিবে, পাকিজা লেবাছ পরিবে, তাহাতে আতর গোলাপ লাগাইয়া জায়নামাজের উপর যাইয়া দাঁড়াইবে এবং এই সমস্ত বিষয় ধেয়ান করিয়া করিয়া, তুমি তাহাজ্জাদ নামাজ পড়িবে, এবং কান্দিয়া কান্দিয়া তুমি আপন খোদাওন্দ করিমকে ছিজদা করিবে। দুনিয়াতে তিনি ভিন্ন তোমার কেহ মদদ্‌গার নাই, কবরে তিনি ভিন্ন তোমার কেহ মদদ্‌গার থাকিবে না। ময়দান কেয়ামতেও তিনি ভিন্ন তোমার উপর রহম্‌ কর্ণেওয়ালা কেহ থাকিবেন না। এই সমস্ত বিষয় স্মরণ করিয়া, তুমি তাহাজ্জাদ নামাজ অন্তে জিকির এলাহি মধ্যে গরক হইয়া যাইবে। আর যদি তুমি তরিকতের ফর্জন্দ হও, তবে তুমি এমন সময় আল্লাহ্‌তাআলার মহব্বতের ফয়েজে বসিয়া মোরাকেবা করিবে, এবং স্মরণ রাখিবে যে, আওলিয়ায়ে বুজুর্গ হজরত এহইয়া ( র ) বলিয়াছেন, "এক রাই পরিমাণ মহব্বৎ আমার নজদিক সত্তর বৎসর বেমহব্বৎ এবাদত হইতে ভাল।" আয় বেরাদর, এমন সময়, যে সময়ে দুনিয়াদার লোক সকল তাহাদিগের সমস্ত দিনের হয়রানী পেরেশানী দূর করিবার জন্ম গাফ্‌লৎ বশতঃ, আপন আপন প্রিয় বস্তু লইয়া নিদ্রিত থাকে, এমন সময় তুমি তোমার মেহেরবান খোদাওন্দ করিম্‌কে ইয়াদ করিবে; এবং আজিজির সঙ্গে মহব্বৎ ও মার্ফতের ছওয়াল করিবে, এমন সময়ে ইন্‌শা আল্লাহ তোমার দোওয়া মক্‌বুল হইতে পারে। মেজাকাল আফিন্‌ মধ্যে লিখিত আছে, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন ছিদ্দিক্‌কে ওহি পাঠাইয়াছিলেন যে, আমার বান্দাদিগের মধ্যে আমার কতক খাছ বান্দা এমন আছে যে, উহারা আমার সঙ্গে মহব্বৎ রাখে, এবং আমি উহাদিগের সঙ্গে মহব্বৎ রাখি; এবং উহারা আমার মস্তাক হইতেছে, এবং আমি উহাদিগের মস্তাক হইতেছি এবং উহারা আমাকে ইয়াদ

করিয়া থাকে এবং আমি উহাদিগকে ইয়াদ করিয়া থাকি এবং উহারা আমার তরফ দেখিয়া থাকে, এবং আমিও উহাদের তরফ দেখিয়া থাকি। যদি তুমি উহাদিগের তরিকা মত চলিবে, তবে আমি তোমাকে মহব্বৎ করিব। আর যদি তুমি উহাদিগের তরিকা হইতে ফিরিবে, তাহা হইলে আমি তোমার উপর নেহায়েৎ দর্জার গোস্বা হইব। ঐ ছিদ্দিক আরজ করিলেন যে, এলাহি,ঐ সমস্ত বান্দাদিগের নেশানা কি ? হুকুম হইল যে, তাহারা দিনের বেলায় ছায়ার প্রতি এমন নেগাহ রাখে, যেমন মেহেরবান বক্রি রক্ষক তাহার বক্রি সকলের উপর নেগাহ রাখিয়া থাকে, এবং সূর্য্য ডুবিবার জন্য এমন মস্তাক হইয়া থাকে, যেমন পরেন্দা জানোয়ার সন্ধ্যার সময় তাহার আপন বাসার জন্য মস্তাক হয়। পছ, যখন রাত্রি অধিক হয়, এবং পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, এবং প্রত্যেক দোস্ত আপন দোস্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকে, ঐ সময়ে আমার ঐ সমস্ত বান্দা, আমার জন্য কেয়াম করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের চেহ্রাকে আমার ছাম্নে জমিনের উপর রাখে, এবং আমার কালাম দ্বারা আমার নিকট মোনাজাত করিয়া থাকে, এবং আমার এনামের জন্য আমার নিকট খোশামোদ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে কেহ চিখ্ মারিয়া থাকে, কেহ কাঁদিয়া থাকে; কেহ আহ্ আহ্ করিতে থাকে; কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে; কেহ দাঁড়াইয়া থাকে; কেহ বসিয়া থাকে এবং কেহ রূকুতে থাকে; কেহ ছিজদা মধ্যে থাকে। যাহা কিছু তক্লিফ উহারা আমার জন্য বর্দ্দাস্ত করিয়া থাকে, তাহা আমি দেখিয়া থাকি, এবং আমার মহব্বতের জন্য, যে সমস্ত ফরিয়াদ করিয়া থাকে, সে সমস্ত আমি শুনিয়া থাকি। আমার প্রথম বখ্শেশ্ উহাদিগের প্রতি ইহা হইতেছে যে, আমি আমার কিছু নুর তাহাদিগের দেলের মধ্যে ঢালিয়া দেই। তখন উহারা আমার আজমৎ লোকের নিকট বয়ান করিয়া থাকে, যেমন আমি উহাদিগের অবস্থা ফেরেশতাদিগের মধ্যে বয়ান

করিয়া থাকি। তাহাদিগের প্রতি আমার দ্বিতীয় বখ্‌শেশ্‌ ইহা হইতেছে যে, যদি সাত তবক আছমান, এবং সাত তবক জমিন, এবং উহার মধ্যের সমস্ত বস্তু, উহাদিগের মোকাবেলায় হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত বস্তুকে, উহাদিগের নিকট আমি কম জানি। তাহাদিগের প্রতি আমার তৃতীয় বখ্‌শেশ ইহা হইতেছে যে, আমি আমার চেহ্‌রা মকদ্দছ দ্বারা তাহাদিগের তরফ মতওয়াজ্জা হইয়া থাকি। তাহা হইলে বল, যে ব্যক্তির তরফ আমি এই প্রকার মতওয়াজ্জা হই, কেহ কি বলিতে পারে, আমি তাহাকে কি দিতে চাই? আয়ে বেরাদর, বরফ যেমন বিন্দু বিন্দু করিয়া গলিয়া, আখের তাহার নাম ও নেশান কিছুই থাকে না; সেইরূপ তোমার জেন্দে-গানী বরফ সদৃশ, এক দিন দুই দিন করিয়া গলিয়া যাইতেছে, তুমি গাফ্‌লৎ বশতঃ তাহা জানিতে পারিতেছ না। আমি সাবধান করিতেছি তোমাকে, আয় আমার দোস্ত, এখন সময় থাকিতে আপন খোদাওন্দ করিমের তরফ জান ও দেল দ্বারা মতওয়াজ্জা হইয়া যাও। এরূপ করিলে হইতে পারে, আল্লাহ্‌তাআলা আপন ফজল ও করম্‌ হইতে, তোমাকে নেক্‌বক্ত লোকদিগের সহিত, শহিদদিগের সহিত, ছিদ্দিকদিগের সহিত, পয়গম্বরাণ ছাহেব দিগের সহিত, আপনার রহমতের বাগানে হামেশা জন্য দাখেল করিবেন।

আয়ে বেরাদর, আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ মজিদ মধ্যে বারম্বার নামাজ পড়িবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। এবং হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি দেল দ্বারা মতওয়াজ্জা হইয়া জামায়াতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে উত্তমরূপে আদা করে, আল্লাহতাআলা তাহাকে পাঁচ বস্তু এনায়েত করেন। প্রথম তাহাকে কবরের আজাব হইতে বাঁচাইবেন। দ্বিতীয় তাহার রেজেকের তঙ্গি এত হইবে না—

যাহাতে সে পেরেশান থাকে। তৃতীয় ইমানের নুরেতে তাহার চেহ্‌রা রৌশন হইবে। চতুর্থ তাহার ডাহিন হাতেতে আমলনামা দিবেন, এবং পুলছুরৎ বিজলির মত পার হইয়া যাইবে। পঞ্চম বেহেছাব এবং বেআজাব বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল হইবে, এবং আমি তাহার উপর রাজি থাকিব এবং যে ব্যক্তি নামাজ পরিতে কাহিলি ও সুস্তি করে, সে বার প্রকার তখ্‌লিফ্‌ মধ্যে গেরেফ্‌তার হয়। তিন দুনিয়া মধ্যে, তিন মরিবার সময়; তিন কবরের মধ্যে; তিন ময়দান কেয়ামতে। দুনিয়ার বুরাই ইহা হইতেছে, যে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবে উহাতে বর্কৎ পাইবে না; চেহ্‌রা বেনুর হইবে; ইমানদার লোকদিগের সঙ্গে মহব্বৎ থাকিবে না। মরিবার সময়ের তখ্‌লিফ ইহা হইতেছে যে, পেয়াছা ও ভুখা হইয়া মরিবে; জান কান্দানির কষ্টে পড়িবে; হজরৎ মালেকালমৌৎ আলায়হেচ্ছালামকে ভয়ানক ছুরতে দেখিবে। কবরের বুরাই ইহা হইতেছে যে, মনকের নকির গজবের ছুরতে কবরে আসিবে; কবরের তঙ্গি জাহের হইবে; কবরের অন্ধকার মধ্যে রহিবে। কেয়ামতের বুরাই ইহা হইতেছে যে, হেছাবের তখ্‌লিফ মধ্যে পড়িবে; আল্লাহতা-আলার গজব মধ্যে গেরেফ্‌তার হইবে; দোজখ মধ্যে বড় বড় আজাবের স্থানে আজাব পাইবে। এবং যে ব্যক্তি জামায়াতের নামাজ বেগায়ের ওজর তরক করিবে, আল্লাহতাআলা প্রত্যেক রাকাতের বদলে হাজার বৎসর তাহাকে দোজখে ডালিবেন। ( তাম্বিল গাফেলিন )। হজরত আবু হোরায়রা ( রা ) রেওয়ায়েৎ করিতেছেন যে, এক দিন পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম মছজেদের এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ পড়িল তদ্‌পর হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের সম্মুখে যাইয়া

ছালাম আলায়েক্ করিল। হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, ছালামের জওয়াব দিয়া বলিলেন যে, পুনশ্চ নামাজ পড় ; কারণ তুমি নামাজ আদায় কর নাই। ঐ ব্যক্তি পুনরায় যাইয়া নামাজ পড়িল। পুনশ্চ সম্মুখে আসিয়া ছালাম আলায়েক্ বলিল। হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, জওয়াব দিয়া বলিলেন, যাও পুনশ্চ নানাজ পড়, হরগেজ তুমি নামাজ পড় নাই। ঐ ব্যক্তি তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ বারে আরজ করিল, ইয়া রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহা-বিহি ওয়া ছাল্লাম, আমাকে বলিয়া দেন কেমন করিয়া নামাজ পড়িব? হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, নামাজ পড়িবার আদব, এবং আর্কান শিখাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন যে, নামাজের প্রত্যেক রোকন্‌কে এত্‌মিনানের সঙ্গে পড়, জল্‌দি করিওনা। এবং বলিলেন, যদি তুমি এইরূপ নামাজ পড়িবে, তবে তোমার নামাজ কামেল হইবে। এবং যে পরিমাণ উহাতে কমি করিবে, এবং ঘাব্‌রাইয়া জল্‌দি পড়িবে, ঐ পরিমাণ তোমার নামাজ নাকাছ হইবে। ( তাম্বিল গাফেলিন ) এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ— যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হেফাজত করে, যে কামেল ওজু করিয়া আওয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদা করে, ঐ নামাজ দিন কেয়ামতে উহার জন্য নুর এবং বোর্হান হইবে। এবং যে কেহ উহা তরক করিবে, ফেরাউন ও হামানের সঙ্গে তাহার হাশর হইবে। ( মেজাকাল আর্ফিন।)

ফর্ম্মাইয়াছেন জনাব রছুল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে ব্যক্তি জুম্মার দিনেতে জামায়াতের সঙ্গে নামাজ পড়ে, তাহার জন্য আল্লাহ তাআলা মক্‌বুল হজের ছওয়াব লেখেন।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যাহার ভাবার্থ

এই ঃ—"জুম্মা মিস্‌কিনের জন্য হজ হইতেছে।" এবং ফর্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—যে কেহ জামায়াতে নামাজ পড়িতে হাজের হইল, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য আসিতে এবং যাইতে প্রত্যেক কদম প্রতি দশ নেকি লেখেন; এবং উহার দশ বদি মিটাইয়া দেন; এবং উহার জন্য দশ দর্জ্জা বলন্দ করেন। এবং ফর্মাইয়াছেন হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—যে ব্যক্তি মদদ করিল তারক জামায়াতের রুটীর দ্বারা, কিম্বা লোকমা দ্বারা, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যেন নবিদিগের কতল মধ্যে মদদ করিল। আর যদি মরে তারক জামায়াৎ, তবে গোছল দেওয়ান না হয়; এবং তাহার নামাজ জানাজা না পড়া হয়; এবং মোছলমানদিগের কবরস্থানে দফন করা না হয়। এবং জামায়াতের নামাজ তরক করনেওয়ালা যদি একা আমার তামাম উম্মতের নামাজ পড়ে এবং যদি সমস্ত কেতাব, যাহা আল্লাহতাআলা পয়গম্বরদিগের উপর নাজেল করিয়াছেন, তাহা একা পড়ে এবং যদি আমার সমস্ত উম্মতের রোজা একা রাখে, এবং যদি আমার সমস্ত উম্মতের ছদ্‌কা একা দেয়, তবুও বেহেশ্‌তের খোশবু শুঙ্গিবে না। এবং আল্লাহতাআলা তাহার তরফ জেন্দেগিতে এবং মওতের পরে নজর করিবেন না। রওয়ায়েৎ আছে হজরত ছিদ্দিক এব্‌নে উওয়াছ (রা) হইতে, বলিয়াছেন যাহার ভাবার্থ এই ঃ—আমি শুনিয়াছি রছুল খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম হইতে, যে ফর্মাইয়াছেন, আসিলেন জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম, এবং বলিলেন আয়ে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লাম, আল্লাহতাআলা আপনাকে ছালাম বলিতেছেন, এবং ফর্মাইতেছেন যে, আপন উম্মৎকে পৌঁছাইয়া দাও, যে ব্যক্তি জামায়াৎ হইতে

জুদা হইয়া মরিবে, ঐ ব্যক্তি বেহেশ্‌তের খোশবু শুঙ্গিবে না, যদি আক্‌ছের আমলের সঙ্গে জমিনের উপর রহ্‌নেওয়ালাদিগের মধ্যে হয়। এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহতাআলা ঐ ব্যক্তি হইতে ফরজ ও নফল কবুল করিবেন না। এবং জামায়াৎ তরক করনেওয়ালা, তোমার এবং সমস্ত ফেরেশ্‌তার, এবং সমস্ত লোকের নিকট মালাউন্‌ হইতেছে। এবং উহাকে লানত করে তৌরিৎ এবং জব্বুর এবং ইঞ্জিল এবং ফোর্কান। এবং নামাজকে তরক করনেওয়ালা, উহার দোওয়া মক্‌বুল হইবে না। এবং তাহার উপর দুনিয়া এবং আখেরাতে রহমত নাজেল হইবে না। এবং ঐ ব্যক্তি তোমার উম্মৎ মধ্যে নিতান্ত জলিল হইতেছে। এবং শরাবি হইতে, এবং রাস্তার উপর লোট্‌নেওয়ালা ডাকাত চোর হইতে, এবং হাজার আলেম্‌কে খুন কর্‌নেওয়ালা হইতে বদ্‌তর হইতেছে। (দাকায়েকুল আখবার।) তফ্‌ছির মধ্যে লেখা আছে, একদিন হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বাদশাহ ফেরাউনের দেওয়ান খানাতে আইসেন, এবং এই ছওয়াল লিখিয়া তাহার সম্মুখে পেশ করেন যে, যে গোলামের মাল এবং নেয়ামৎ মালেকের মেহের-বানীতে জেয়াদা হয়; এবং মালেকের পরওয়ারেশ জন্য অন্যান্য গোলাম হইতে সেই গোলাম জেয়াদা ইজ্জৎ প্রাপ্ত হয়। তৎপর যদি সেই গোলাম না-শোকরি এবং কুফ্‌রানে নেয়ামৎ করিয়া এমন দাবি করে যে, আমি খোদ মালেক হইতেছি, এবং আপন মালেকের ফর্মাবরদারি না করে। তবে এমন গোলামের হক্কেতে কি সাজা হওয়া কর্ত্তব্য? ফেরাউন স্বহস্তে জওয়াব লিখিয়া দেয় যে, যে গোলাম আপন মালেকের হুকুমকে অমান্য করে, এবং তাহার নেয়ামতের নাশোকর গোজার হয়, ঐ গোলামের সাজা এই যে, উহাকে দরিয়া মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম ঐ হুকুম লেখা কাগজ ফেরাউন

হইতে গ্রহণ করেন। তৎপর যখন ফেরাউন দরিয়া মধ্যে ডুবিতে লাগিল, এবং ইমান জাহের করিতে লাগিল যে, আমি ইমান আনিলাম বানি এছ্রাইলের খোদার উপরে, এবং তাহার রছুলের উপর। তখন হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম উহাকে উহার লিখিত হুকুমনামা দেখাইলেন, এবং বলিলেন, তোমারই হুকুম অনুসারে তোমাকে দরিয়া মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। আয়ে ভাই মোছলমান সকল, বড় ভয়ের মোকাম হইতেছে। তোমরা স্মরণ রাখ, যদি নামাজ তরক করিবে, বড় কাফের ফেরাউনের সঙ্গে দোজখ মধ্যে কঠিন কঠিন আজাব মধ্যে গেরেফতার হইবে।

নবম আদব। যখন আওলাদ পয়দা হয়, তখন তাহার ডাহিন কাণে আজান, এবং বাম কাণে তক্‌বির বলিবে। হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে, তাহার বালক শৈশবকালের বেমার হইতে মহ্‌ফুজ থাকিবে। এবং তাহার নাম ভাল রাখিবে। যদি সন্তান পেট হইতে পড়িয়া যায় অর্থাৎ হামেল নষ্ট হইয়া যায়, তবুও তাহার নাম রাখা ছুন্নত হইতেছে। ইহার উপরে আমল করিবে। এবং আকিকা করা ছুন্নত মোয়াক্কেদাহ হইতেছে। বেটীর আকিকাতে এক বক্রি কিম্বা বক্রা, এবং বেটার আকিকাতে দুই বক্রা কিম্বা বক্রি জবাই করা আবশ্যক। আর যদি এক বক্রা কিম্বা বক্রি জবাই করিবে, তাহারও এজাজৎ আছে। ঐ জানোয়ারের বয়ঃক্রম এক বৎসর হওয়া আবশ্যক, এবং কোর্ব্বানীর জানোয়ারের যে শর্ত্ত, আকিকার জানোয়ারেরও ঐ শর্ত্ত জানিবে। যখন সন্তান পয়দা হয় তখন তাহার মুখে মিষ্টি বস্তু দিবে, ইহা ছুন্নত হইতেছে। এবং সপ্তম দিবসে তাহার চুল কামাইয়া ফেলিবে, এবং তাহার চুল ওজন করিয়া ঐ পরিমাণ চান্দি, কিম্বা সোণা খয়রাৎ করিবে।

এবং ইহা জানা নিতান্ত আবশ্যক যে, বেটী পয়দা হইলে কেহ কেরাহাৎ করিবে না, এবং বেটা পয়দা হইলে কেহ খুশী করিবে না। কারণ মানুষের বেহতরী কিসে আছে, তাহা মানুষ জানে না। বেটী পয়দা হওয়া বহুৎ মোবারক, এবং উহার ছওয়াব জেয়াদা হইতেছে। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—যে ব্যক্তির তিন বেটী কিম্বা তিন বহিন হইবে, এবং উহাদিগের জন্য মেহনত উঠাইবে, তাহা হইলে ঐ মেহেরবানী যাহা ঐ ব্যক্তি করিয়া থাকে, তাহার বদলে আল্লাহতাআলা উহার উপর রহম করিবেন। কোন ব্যক্তি আরজ করিল ইয়া রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, যদি দুইটী মাত্র হয়? হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন, যদি দুইটী মাত্র হয় তবুও হইবে। কোন ব্যক্তি আরজ করিল, যদি একটী মাত্র হয়, তবে কি হইবে? হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন, তাহা হইলেও হইবে। এবং হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—যে ব্যক্তি বাজার হইতে মেওয়া খরিদ করিয়া বাড়ীতে আইসে, ছওয়াবেতে উহা ছদ্‌কার মত হইতেছে, প্রথমতঃ উহা বেটীকে দেওয়া উচিত, তাহার পর বেটাকে দিবে, যে ব্যক্তি বেটীকে সন্তুষ্ট করিবে, ঐ ব্যক্তি এমন হইতেছে, যেন হক্‌তাআলার ভয়েতে সে কাঁদিল, আর যে হক্‌তাআলার ভয়েতে কাঁদে, তাহার উপর দোজখের আগুন হারাম হইয়া যায়। হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—মা বাপের উপর সন্তানের হক তিন বস্তু হইতেছে, সন্তান যখন পয়দা হয়, তখন তাহার নাম ভাল রাখা, যখন

আক্কেল ও দানাই হয়, কোরাণ মজিদ, ফেকাহ, এবং দিন এছলামের আকায়েদ শিক্ষা দেওয়া, যখন বালেগ্ হয় তখন তাহার বিবাহ দেওয়া। মাতবর কেতাব মধ্যে লিখিত আছে, হজরত ওমর ( রা ) ছাহেবের নজদিক এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া আমিরল্ মুমিনিন, আমার বেটা আমাকে ইজা দেয়। হজরত উহার বেটাকে বলিলেন, তুমি আপন বাপকে ইজা দিয়া থাক, আল্লাহতাআলাকে ডরাও না ? বেটার উপরে বাপের বড় হক্ আছে। বেটা বলিল, ইয়া আমিরল্ মুমিনিন, বাপের উপর বেটারও কোন হক্ আছে কি না ? হজরত উত্তর করিলেন হাঁ, আছে। ফর্জ্জন্দের মাতা শরিফ হওয়া চাই, অর্থাৎ কমিনা আওরতকে বিবাহ না করে, যে ফর্জ্জন্দের উপর কেহ আয়েব না শোনায়, এবং ফর্জ্জন্দের নাম ভাল রাখে, এবং কোরাণ-মজিদ এবং এলেম দিন শিক্ষা দেয়। ঐ বেটা বলিল আল্লাহ তালার কছম করিয়া বলিতেছি, আমার মা শরিফ নহে বরং বান্দি হইতেছে, আমার পিতা তাহাকে চারিশত দেরেমে খরিদ করিয়াছে। এবং আমার নামও ভাল রাখে নাই, আমার নাম জুল হইতেছে। এবং কোরাণ মজিদের এক আয়েৎও আমাকে শিক্ষা দেয় নাই। হজরত ওমর ( রা ) ইহা শুনিয়া উহার বাপের তরফ মতওজ্জা হইয়া বলিলেন, তুমি বলিতেছ, আমার বেটা আমাকে ইজা দিয়া থাকে, তোমাকে ইজা দিবার আগে তুমি উহাকে ইজা দিয়াছ, উঠ এখান হইতে চলিয়া যাও। আয়ে বেরাদর, আপন সন্তানের উপর কেহ জুলুম করিও না। তাহার প্রতি তোমার যে কএকটী হক্ আছে, তাহা আদা না করিলেই তাহার উপর তোমার জুলুম করা হইল। বিশেষতঃ যদি তুমি তাহার হক্ আদা না কর, তবে গোনাহগার হইবে। সুতরাং সন্তানকে এলেম দিন শিখাইবার জন্য বড় কোশেষ করিবে। কারণ এলেম না শিখিলে নেক-বদ, হালাল-হারাম, শেরেক-বেদাত ইত্যাদি কিছুই তমিজ করিতে পারা

যায় না। এই এলেম শিক্ষার অভাবে আজকাল আমাদিগের দেশে কতক মুছলমানদিগের মধ্যে শেরেক পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। এবং অনেক লোক জাহলতি বশতঃ বেইমান ও মশ্‌রেক হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এলেম দিন শিক্ষা করা প্রত্যেক মোছলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং ইহা ফরজ হইতেছে। আয়ে বেরাদর, তুমি জান ও দেল দ্বারা ইহা একিন রাখ যে, মোছলমান হওয়া বড় নেয়ামত হইতেছে। যে ব্যক্তি মোছলমান হইল, সে আল্লাহতাআলার দোস্তদিগের মধ্যে দাখেল হইল। দুনিয়াতে তাহার জন্য আল্লাহতাআলার রহমত আছে, এবং আখেরাতে আল্লাহ-তাআলার নজদিক বড় বড় দর্জ্জা পাইবে। এবং মোছলমান না হইয়া কোন এবাদত করিলে তাহা কদাচ আল্লাহতাআলার নজদিক কবুল হয় না। এই জন্য প্রত্যেক মোছলমানকে লাজেম হইতেছে যে, প্রথমতঃ ইমান এবং এছলামের আকায়েদ ও মছলা শিক্ষা করে, এবং নিজের আওলাদদিগকে এবং বাড়ীর সমস্ত লোকদিগকে তাহা শিক্ষা দেয়, তাহা হইলে মওতের পরে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ আজাব হইতে নাজাত পাইবে। আর যদি ইহা শিক্ষা না করে, তবে সে ব্যক্তি নিজে, এবং তাহার বাড়ীর লোক সকল বড় আজাবে কষ্ট পাইবে। সমস্ত আওরত এবং মরদদিগকে মনোযোগ করিয়া স্মরণ রাখা উচিত যে, সমস্ত মনুষ্য আল্লাহতাআলার বান্দা হইতেছে, এবং বান্দার কার্য্য বন্দিগী করা হইতেছে, যে ব্যক্তি বান্দা হইয়া বন্দিগী করে না, সে ব্যক্তি বান্দার কাবেল কখনও নহে। এবং আসল বন্দিগী ইমানকে দুরস্ত করা হইতেছে। যাহার ইমানে কোন প্রকার খলল্‌ আছে, তাহার কোন বন্দিগী আল্লাহ-তাআলার নজদিক মক্‌বুল নহে। এবং যাহার ইমান দুরস্ত আছে, তাহার অল্প বন্দিগী অনেক হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক লোকের উচিত যে, তাহার ইমানকে দুরস্ত করিবার জন্য বড় কোশেশ করে, এবং

দুনিয়াতে ইহা হাছেল করা সমস্ত বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ জানে। আমি আকায়েদে এছলাম এই স্থানে লিখিয়া দিতেছি।

---

# ইমান ও আকায়েদ্ বিবরণ।

## প্রথম কল্‌মা তৈয়ব হইতেছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ *

লাএলাহা এল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর্ রাছুলোল্লাহে।

আল্লাহতাআলা ভিন্ন এবাদত বন্দিগীর লায়েক আর কেহই নাই, এবং হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম আল্লাহতাআলার প্রেরিত রছুল হইতেছেন।

## দ্বিতীয় কল্‌মা শাহাদৎ হইতেছে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ *

আশ্‌হাদোয়ান্ লাএলাহা এল্লাল্লাহো ওয়াহ্‌দহুলাশরিকালাহু ওয়া আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মদান্ আব্‌দোহু ওয়া রাছুলোহু *

আমি গাওয়াহি দিতেছি, আল্লাহতাআলা ভিন্ন এবাদত বন্দিগীর লায়েক আর কেহই নাই, তিনি একা হইতেছেন কেহ তাঁহার শরিক নাই, এবং আমি গাওয়াহি দিতেছি যে হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আল্লাহ-তাআলার বান্দা এবং প্রেরিত রছুল হইতেছেন।

## তৃতীয় কল্‌মা তৌহিদ্ হইতেছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَّاثَانِيَ لَكَ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

লাএলাহা এল্লা আন্তা ওয়াহেদান্ লা ছানি ইয়া লাকা মোহাম্মাদোর্ রাছুলোল্লাহে এমামোল্ মুত্তাকিনা রাছুলো রাব্বেল্ আলামিন্ *

ইয়া আল্লাহ তুমি ব্যতীত এবাদত বন্দিগীর লায়েক আর কেহই নাই, তুমি একা হইতেছ কেহ তোমার ছানি (সমতুল্য) নাই, এবং হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ-হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আল্লাহতাআলার প্রেরিত রছুল হইতেছেন, এবং পরহেজ্‌গারদিগের ছরদার হইতেছেন, এবং সমস্ত জাহানের প্রতিপালন কর্ত্তার প্রেরিত হইতেছেন।

## চতুর্থ কল্‌মা তমজিদ্ হইতেছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ *

লা এলাহা এল্লা আন্তা নুরাই ইয়াহদি আল্লাহো লেনুরিহি মাইয়াশায়ো মোহাম্মাদোর্ রাছুলোল্লাহে এমামোল্ মুর্‌ছালিনা থাতেমান্নাবিয়িন্ *

ইয়া আল্লাহ তুমি ভিন্ন এবাদত বন্দিগীর লায়েক আর কেহই নাই, তুমি নুর হইতেছ, আল্লাহতাআলা আপন নুরের তরফ যাহাকে মর্জি হয় হেদায়েৎ করেন, হজরত সৈয়েদেনা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া

আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আল্লাহতাআলার প্রেরিত রছুল. হইতেছেন. সমস্ত পয়গম্বরদিগের ছরদার হইতেছেন, সকল নবির শেষ নবি হইতেছেন।

## পঞ্চম ইমান মোজম্মেল হইতেছে।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَ قَبِلْتُ

جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَ اَرْكَانِهٖ *

আমান্তো বিল্লাহে কামা হুওা বে আছমাইহি ওয়াছেফাতিহি ওয়া
কাবেল্‌তো জামিয়া আহ্‌কামিহি ওয়া আর্‌কানিহি *

আমি আল্লাহতাআলার উপর ইমান আনিলাম যেমন তিনি তাঁহার সমুদয় নাম এবং ছেফতের সহিত আছেন, এবং তাঁহার সমুদয় হুকুম এবং সমুদয় রোকন্‌কে আমি কবুল করিলাম।

## ষষ্ঠ ইমান মফচ্ছাল্ হইতেছে।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَ الْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ

الْمَوْتِ *

আমান্তো বিল্লাহে ওয়া মালায়েকাতিহি ওয়া কোতোবিহি ওয়া রাছুলিহি ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আখেরে ওয়াল্ কাদ্‌রি খায়রিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহে তাআলা ওয়াল্ বা-আছে বা আদাল্ মাউৎ *

আমি ইমান আনিলাম আল্লাহতাআলার উপরে, যে সমস্ত জাহানের পয়দা করনেওয়ালা এক আল্লাহ পাক্ হইতেছেন। কেহ তাঁহার শরীক নাই। সমস্ত বড়াই ও কামাল কেবল মাত্র তাঁহারই আছে, এবং তিনি সমস্ত আয়েব হইতে পাক হইতেছেন। কোন কাজে তিনি কাহারও মহতাজ নহেন এবং সমস্ত বস্তু তাঁহার মহতাজ হইতেছে। আল্লাহতাআলা দানা হইতেছেন, সমস্ত বস্তুর খবর তিনি জানেন, এক জাররা বস্তু তাহা হইতে পুশিদা নাই। মনুষ্যজাতি আপন দেলের মধ্যে যে নেক চিন্তা কিম্বা বদ্ চিন্তা করে, তাহা তিনি জানেন। তিনি দেখ্নেওয়ালা, এবং ছুন্নে ওয়ালা বেচু বেমানিন্দ ও বেমেছাল হইতেছেন। তিনি হর চিজ করিতে কুদরৎ রাখেন। বরং যাহা এরাদা হইয়াছে তাহা করিয়াছেন, এবং যাহা এরাদা হইবে তাহা করিবেন। সাত তবক্ আছমান এবং সাত তবক্ জমিন, এবং আরশ কুর্ছি যাহা কিছু আছে, সমস্ত বস্তু তাঁহার কব্জা কুদরৎ মধ্যে রহিয়াছে, যাহা মর্জ্জি করিতে পারেন। আল্লাহতাআলার হুকুম ব্যতিরেকে কোন বস্তু পয়দা হয় না। যাহা তিনি করিতে এরাদা করেন, কেহ তাহা রদ করিতে পারে না।

এবং আমি ইমান আনিলাম ফেরেশ্তা সকল আল্লাহতাআলার বান্দা হইতেছে। আল্লাহতাআলা তাঁহাদিগকে নুরের দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। তাঁহারা গোনাহ্ হইতে পাক অর্থাৎ কোন গোনাহ্ করেন না। যে যে সম্পাদন কাজে আল্লাহতাআলা তাঁহাদিগকে মকরর্ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা তাহা করিতে কায়েম আছেন। তাহারা মরদ নহেন, আওরতও নহেন। খানা পিনা করেন না, আল্লাহতাআলার জিকির তাঁহাদিগের জেন্দেগানী হইতেছে। তাঁহাদিগের সংখ্যা আল্লাহতাআলা ভিন্ন কেহ জানেন না। তাহার মধ্যে চারি ফেরেশ্তা বড় নামোয়ার আছেন। হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম, আল্লাহতাআলার তরফ হইতে কেতাব

সকল এবং হুকুম সকল পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবদিগের নিকট লইয়া আসিতেন। হজরত মেকাইল আলায়হেচ্ছালাম, আল্লাহ-তাআলার হুকুমে বান্দাদিগের রেজেক পৌঁছাইয়া থাকেন এবং মেঘ ও আবরের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। হজরত এছ্রাফিল আলায়হেচ্ছালাম, ছুর্ অর্থাৎ নরসিঙ্গার উপর মুখ রাখিয়া আরশের তরফ তাকাইয়া হুকুমের এন্তেজার দাঁড়াইয়া আছেন, কেয়ামতের সময়ে সেই নরশিঙ্গা ফুকিবেন। এবং হজরত আজ্রাইল আলায়হেচ্ছালাম মৃত্যু সময়ে জান বাহির করিয়া থাকেন।

এবং আমি ইমান আনিলাম আল্লাহতাআলার কেতাব সকলের উপর, হজরত ছৈয়েদেনা মুছা আলাহেচ্ছালামের উপর তৌরিৎ, হজত ছৈয়েদেনা দাউদ আলাহেচ্ছালামের উপর জব্বুর, হজরত ছৈয়েদেনা ইছা আলায়হেচ্ছাল্লামের উপর ইঞ্জিল, এবং হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ মস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লামের উপর কোরাণ মজিদ নাজেল করিয়াছেন। এবং আরো কেতাব সকল, যাহাকে ছহিফা বলে, অন্য পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবদিগের উপর নাজেল করেন। যাহা কিছু আল্লাহতাআলার কেতাব সকলে লেখা আছে, তাহা হক্ হইতেছে।

এবং ইমান আনিলাম আল্লাহতাআলা বান্দাদিগকে হেদায়েৎ করিবার জন্য দুনিয়াতে পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবদিগকে পাঠাইয়াছেন, এবং হুকুম করিয়াছেন যে রাস্তায় পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম লইয়া চলেন, ঐ রাস্তার উপর চলে। তাহা হইলে তোমাদিগের দিন ও দুনিয়া দুরস্ত থাকিবে। এবং যে কেহ অন্য রাস্তায় চলিবে, সে দোজখী হইবে। সমস্ত পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালাম বর্‌হক্ হইতেছেন, এবং গোনাহ্ হইতে পাক্, এবং আল্লাহতাআলার সমস্ত মখ্লুক হইতে আফ্জাল্ হইতেছেন। উনাদিগের

রোত্‌বাতে কেহ পৌঁছিতে পারে না। প্রথম পয়গম্বর হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম এবং তিনি সকল মনুষ্যের বাপ হইতেছেন। উনার পরে আওলাদ হইতে বহুৎ পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালাম পয়দা হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা আল্লাহতাআলা জানেন। এবং সমস্ত পয়গম্বর আলায়-হেচ্ছালাম ছাহেবদিগের পর হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ মস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম আসিয়াছেন। এবং হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের উপর পয়গম্বরী খতম হইয়াছে। যদি আমাদিগের পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের পরে কেহ পয়গম্বরীর দাবি করে, তবে সে ঝুটা হইতেছে। এই দিন কেয়ামত তক্‌ জারি থাকিবে। এবং আমাদিগের পয়গম্বর হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ মস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের নুর সকলের আগে পয়দা হইয়াছিল, এই জন্য তিনি সকল পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবদিগের ছরদার হইতেছেন। হজরৎ জনাব আহাম্মদ মজ্‌তবা মহাম্মদ্‌ মছ্‌তফা রছুল করিম ( আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওছাল্লিম আলা ছৈয়েদেনা মহাম্মাদিন্‌ ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া আহলে বায়তিহি ওয়া ওয়াজ ওয়াজিহি ওয়া জুর্‌রিয়াতিহি ওয়া বারিক্‌ ওয়া ছাল্লিম্‌ ) ছাহেবের নুর মোবারক মখ্‌লুখ হইতেছে। এই নুর মোবারককে আল্লাহতাআলার জাতের ও ছেফাতের কোন অংশ বলিয়া এৎকাদ্‌ করা কুফর হইতেছে। সকল মুসলমান এই নুর মোবারককে নুর মখ্‌লুখ্‌ বলিয়া বিশ্বাস রাখিবেন। মখ্‌লুখ্‌ মানে ইহা হইতেছে, যে আল্লাহতাআলা ইহা পয়দা করিয়াছেন। মক্কাশরিফে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। যখন হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের চল্লিশ বৎসর বয়স

হয়, তখন আল্লাহতাআলার তরফ হইতে তিনি পয়গম্বর হন; এবং কোরাণ মজিদ নাজেল হইতে শুরু হয়। তাহার পর ত্রয়োদশ বৎসর মক্কা শরিফে ছিলেন, ঐ মোবারক স্থানে হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে মেরাজ নছিব হইয়াছিল। হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বোরাক লইয়া আইসেন। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে বোরাকে ছাওয়ার করিয়া মছজেদ আক্‌ছাতে লইয়া যান। এবং সেই স্থান হইতে হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম সাতই ( ৭ম ) আছমানের উপর তশরিফ লইয়া যান। আরশ ও কুর্ছি তিনি দেখেন, এবং বেহেশ্‌ত ও দোজখে ছায়ের করেন, এবং ঐ রাত্রে আল্লাহতাআলার তরফ হইতে বড় বড় নেয়ামত পাইয়াছিলেন। এবং আল্লাহতাআলার সঙ্গে কালাম করিয়াছিলেন। এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ঐ স্থানে ফরজ হয়। যখন হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের তিপ্পান্ন বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন আল্লাহতাআলার হুকুমে মক্কা শরিফ হইতে মদিনা পাকেতে গেলেন, সেই স্থানে আরো দশ বৎসর ছিলেন। যখন তেষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম হয়, তখন এন্তেকাল করেন। চুনাঞ্চে কবর শরিফ ঐ মোবারক স্থানে আছে। হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের চারি কুর্ছি এই :—হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম এব্‌নে আব্দুল্লাহ্‌। আবদুল্লাহ এব্‌নে আব্দুল মৎলেব। আব্দুল মৎলেব এব্‌নে হাশেম। হাশেম এবনে আব্দুল মন্নাফ্‌। এবং আমি ইমান আনিলাম আখেরাতের দিনের উপর, অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের উপর, যে কেয়ামত বর্হক হইবে।

কি ছামানা প্রস্তুত করিয়াছ তুমি, আয়ে গোনাহ্গার ছদরদ্দীন সেই দিনের জন্য ? যে দিন আল্লাহতাআলা নাফর্ম্মান লোকদিগকে দোজখ মধ্যে দাখেল করিবেন। এবং ফর্ম্মাবরদার লোকদিগকে আপন নেয়ামতের বাগানে, আপন রহমতের বাগান বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল করিবেন। পড়ে থাকিবে বেহেশ্‌ত দাখেল হোনেওয়ালা আরামের মধ্যে হামেশার জন্য। ডুবে থাকিবে বেহেশ্‌ত দাখেল হোনেওয়ালা নেয়ামতের মধ্যে হামেশার জন্য। গরক থাকিবে বেহেশ্‌ত দাখেল হোনেওয়ালা আল্লাহতাআলার রহমতের মধ্যে হামেশার জন্য। কি তোষা তৈয়ার করিয়াছ তুমি, আয়ে গোনাহ্গার ছদরদ্দীন সেই এন্‌ছাফের দিন কেয়ামত জন্য ?

এবং আমি ইমান আনিলাম তাহার তক্‌দিয়ের উপর, অর্থাৎ আল্লাহ-তাআলার কদর ও কাজার উপর, যাহা মকদ্দরে লিখিয়াছেন তাহার খেলাফ কদাচ হইবে না। ভাল হউক কিম্বা মন্দ হউক, খায়ের সৌভাগ্য আরাম রাহাৎ ইত্যাদি, এবং খারাবি আপদ বালা বেমারি ইত্যাদি আল্লাহতাআলারই তরফ হইতে পয়দা হইতেছে। কিন্তু আল্লাহতা-আলা ইমান বন্দিগী ও নেকিতে রাজি, এবং কুফর ও বদিতে নারাজ। মানব জাতির কছব্‌ করিবার দরুণ, নেক্‌কার ও বদকার হইতেছে, এই কারণে কেহ বা দোজখে কেহ বা বেহেশ্‌তে যাইবে।

এবং আমি ইমান আনিলাম, কেয়ামতের দিনের উপর। ঐ দিন হজরত এছরাফিল আলায়হেচ্ছালাম ছুর ফুকিবেন। আছমান ফাটিয়া যাইবে, এবং তারা টুটিয়া ঝরিয়া পড়িবে। এবং পাহাড় ধোনা তুলার রেজার মত উড়িয়া বেড়াইবে। আছমান ও জমিনে যত জান্‌দার বস্তু থাকিবে, সমস্ত মরিয়া যাইবে। কেবল মাত্র চারি মকরব ফেরেশ্‌তা হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম, হজরত মেকাইল আলায়হেচ্ছালাম, হজরত এছ্রাফিল আলায়হেচ্ছালাম, হজরত আজ্রাইল আলায়হেচ্ছালাম

বাকি রহিয়া যাইবেন। ফের হজরত আজ্রাইল আলায়হেচ্ছালামকে হুকুম এলাহি হইবে যে, হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালামের জান্‌কে কবজ করে, তাহার পর হজরত মেকাইল আলায়হেচ্ছালামের জান্‌কে কবজ করে, তাহার পর হজরত এছ্রাফিল আলায়হেচ্ছালামের জান্‌কে কবজ করে। তাহার পর হজরত মালেকাল মৌং আলায়হেচ্ছালামকে হুকুম হইবে, তিনি খোদ্ মরিয়া যাইবেন। সমস্ত জাহান ফানা হইবে। আল্লাহতাআলা হজরত এছ্রাফিল আলায়হেচ্ছালামকে পুনঃ জেন্দা করিয়া দ্বিতীয়বার নরসিঙ্গা ফুকিবার জন্য হুকুম করিবেন। পুনশ্চ সমস্ত বস্তু মৌজুদ হইয়া যাইবে। মুর্দা কবর হইতে জেন্দা বাহির হইয়া আসিবে। আমলের তারাজু খাড়া করা যাইবে। দুনিয়াতে নেক কাজ করিয়াছে, কিম্বা বদ কাজ করিয়াছে. তাহা হিসাব করিবেন। হাত পাও গাওয়াহি দিবে। এবং দোজখের পিঠের উপর পুলছারাৎ খাড়া হইবে, তলওয়ার হইতে তেজ এবং চুল হইতে বারিক, তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবার জন্য হুকুম হইবে। নেক্‌কার বান্দাসকল তাহাদিগের আমল অনুযায়ী, কেহ বিজলির মত. কেহ বাতাসের মত, কেহ তেজ ঘোড়ার মত চলিয়া যাইবে। এবং বাজে লোকসকল পেয়াদা পাও চলিয়া যাইবে। এবং বহুৎ লোক পুল ছারাৎ হইতে কাটিয়া দোজখ মধ্যে পড়িবে।

আয়ে বেরাদর আবেদ, এবাদত কর যে খোদাওন্দ করিম তোমাকে দেখিতেছেন, তোমার প্রত্যেক কার্য্য আমলনামাতে লিখিবার জন্য কেরামান্ কাতেবিন ছর্‌দার লিখনেওয়ালা ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে মকরর্ করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি যাহা করিতেছ তাহারা জানিতেছেন, দেখিতেছেন, এবং লিখিয়া রাখিতেছেন। এবাদত এলাহিতে মশ্‌গুল হইয়া যাও, তোমার নামা আমল রোজ কেয়ামতে তোমার জন্য মোবারক হইবে, তোমার আমল অনুযায়ী আল্লাহতাআলা তোমাকে জাজা দিবেন।

আলাহতাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা নেছা মধ্যে এক স্থানে ফর্ম্মাইয়াছেন,

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا *

ভাবার্থ এই ঃ—এবং ঐ সমস্ত মনুষ্য যাহারা ইমান আনিয়াছে, এবং নেক্ আমল করিয়াছে করিব আছে যে, আমি উহাদিগকে বেহেশ্ত সমূহের মধ্যে দাখেল করিব, যাহার দরখ্ত সকলের নীচে নহর সকল জারি আছে, হামেশা থাকিবে উহার মধ্যে হামেশা।

আয়ে ফাছেক, আপন ফেছেক ও ফজুরি হইতে তৌবা কর, এবং আল্লাহতাআলার হুকুম অনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও, আল্লাহতাআলা তোমাকে দেখিতেছেন। তোমার প্রত্যেক কার্য্য লিখিবার জন্য কেরামান্ কাতেবিন্ ছরদার লিখ্নেওয়ালা ফেরেশ্তাদ্বয়কে তোমার স্কন্ধের উপর মকরর করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার কার্য্য সমূহ জানিতেছেন দেখিতেছেন এবং লিখিয়া রাখিতেছেন। রোজ কেয়ামতে তোমার ফেছেক্ ও ফজুরি জন্য বদির পাল্লা ভারী হইয়া তোমাকে জাহান্নামে দাখেল করিবে। আল্লাহ-তাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা ছিজ্দা মধ্যে এক স্থানে ফর্ম্মাইয়াছেন ঃ—

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ *

ভাবার্থ এই ঃ—এবং ঐ সমস্ত মনুষ্য যাহারা বেহুকুম হইয়াছে, পছ্ উহা-দিগের ঠেকানা (থাকিবার স্থান) দোজখ হইতেছে। এই প্রকার হুকুম যুক্ত আয়েৎ শরিফ কোরাণ মজিদ মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ছেপারাতে যথেষ্ট মৌজুদ রহিয়াছে, দানেশ্মন্দ মুমিন তাহা অবগত আছেন। আমি কেবল মাত্র উমি লোকদিগের জানিবার জন্য দুইটী আয়েৎ শরিফ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এবং ইমান আনিলাম যে, মরিবার পরে দুই ফেরেশ্‌তা মন্‌কের নকির মনুষ্যের নিকট আসিয়া ছওয়াল করে—তোমার রব কে হইতেছেন ? তোমার দিন কি হইতেছে ? এবং ইঁনি কোন শখ্‌ছ হইতেছেন যে তোমার নিকট আসিয়াছিলেন ? ঐ সময়ে হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের ছুরত মোবারক দেখা যাইবে। উঁনার তরফ এশারা করিয়া বলিবেন। যদি মুর্দ্দা ইমানের সঙ্গে থাকে, তবে উহার জওয়াব দেয় যে, আল্লাহ আমার রব্‌ হইতেছেন। আমার দিন এছলাম হইতেছে। এবং ইঁনি রছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম হইতেছেন, আমার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার হুকুম লইয়া আসিয়াছিলেন। তখন ঐ মুর্দ্দার উপর আল্লাহ্‌তাআলার রহমত হয়, বেহেশ্‌তের তরফ উহার জন্য দরওয়াজা খুলিয়া দেন। আর যদি ঐ মুর্দ্দা বেইমান থাকে, তবে সে মন্‌কের ও নকিরের জওয়াব দিতে পারে না। প্রত্যেক বারে বলে আমি জানি না। তখন তাহার উপর শক্ত আজাব আরম্ভ হয়। এবং দোজখের তরফ উহার জন্য দরওয়াজা খুলিয়া দেন।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে, হজরৎ পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে আল্লাহ-তাআলা হাউজ কওছর দিয়াছেন। তাহার পানি শহদ হইতে মিঠা, এবং দুধ হইতে ছফেদ হইতেছে। তাহার বহুত কুজা আছে, যেমন আছমানের তারা। হজরত রছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম হাউজ কওছরের উপর বসিয়া কেয়ামতের দিন আপন উম্মৎকে পানি পিলাইবেন। যে ব্যক্তি তাহা পান করিবে, সে আর কখনও পেয়াসা হইবে না।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে, হজরত রছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ

আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, এবং সমস্ত পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালাম, এবং আওলিয়া এবং নেক মনুষ্য সকল কেয়ামতের দিন আল্লাহতাআলার হুকুম অনুসারে গোনাহগার লোক-দিগের শাফায়াৎ করিবেন।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে, মোছলমানদিগকে বেহেশ্ত মধ্যে বড় বড় নেয়ামত সমস্ত নছিব হইবে। খাইবার জন্য মেওয়া, পান করিবার জন্য শরবৎ, খেদমত করিবার জন্য হুর বিবি সকল এবং গেলমান্, এবং থাকিবার জন্য ভাল ভাল মোকান, এবং সকল হইতে বড় নেয়ামৎ আল্লাহতাআলার দিদার হইতেছে। খোদাওন্দ করিম আপন ফজল ও করম হইতে মোছলমানদিগকে নছিব করিবেন।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে কাফেরদিগকে দোজখ মধ্যে বড় বড় আজাব হইবে। দোজখের আগুণ, সাপ, বিচ্ছু, গরম পানী, তুক্ জিঞ্জির, কাঁটা, বদ্‌বুদার মোকান, এবং তাহাদিগের জন্য আরো বহুৎ আজাব আছে। এবং হামেশা দোজখ মধ্যে আজাবে থাকিতে হইবে, কখনও খালাছ পাইবে না। আল্লাহতাআলা আমাদিগকে ইমানের সঙ্গে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নেন, এবং সমস্ত মোছলমানদিগকে আজাব হইতে নাজাত দেন।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে, যাহা কিছু কোরাণ মজিদ এবং হাদিস শরিফ মধ্যে বেহেশ্ত এবং দোজখের আহওয়াল, এবং আগে যাহা হইয়া গিয়াছে ও পরে যাহা হইবে, লেখা আছে, তাহা সমস্ত হক্ হইতেছে। এবং যে সমস্ত কথা শরিয়তের হুকুম মত হইতেছে তাহা হক্ হইতেছে, এবং যে কথা কোরাণ মজিদ এবং হাদিস শরিফের বর্‌খেলাফ তাহা বাতিল এবং বুরা হইতেছে।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে, আল্লাহতাআলা যে সকল বস্তু

হালাল করিয়াছেন, তাহা আমি হালাল, এবং যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা আমি হারাম জানিলাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার হালালকে হারাম, এবং হারামকে হালাল জানে, তবে এমন ব্যক্তি মোছলমান নহে, কাফের হইতেছে।

এবং প্রত্যেক মোছলমান ব্যক্তির উপর লাজেম হইতেছে, হজরত রছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের সন্তোষের জন্য সমস্ত আহেল্ বয়েৎ, এবং আজ্‌ওয়াজ মোতাহেরাৎ ( রা ) দিগের সঙ্গে মহব্বৎ এবং নেক এত্‌কাদ রাখিবে, এবং সমস্ত উম্মৎ মধ্যে উঁনাদিগকে আফ্‌জাল এবং বেহতর জানিবে, এবং উঁনাদিগের সকলের তাজিম করিবে। যখন উঁনাদিগের কাহারও নাম শুনিবে "রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আনহু" বলিবে। জানো আয় বেরাদর, কোরাণ মজিদ মধ্যে উঁনাদিগের বড় তারিফ আছে, এবং হজরত পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ-হাবিহি ওয়া ছাল্লাম উঁনাদিগের বড় খুবি বয়ান করিয়াছেন। উঁনাদিগের দোস্তদার বেহেশ্‌তি, এবং উঁনাদিগের দুস্মন দোজখী হইতেছে। উঁনা-দিগের মধ্যে হজরত আবুবকর ( রা ) হজরত ওমর ( রা ), হজরত ওছমান ( রা ), হজরত আলি ( রা ), সাহেব দিগকে অফ্‌জাল্ জানিয়া বহুৎ নেক এত্‌কাদ রাখিবে এবং তাজিম করিবে।

## সপ্তম কল্‌মা রদ্দে কুফর।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّاَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَاٰمَنْتُ وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ *

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজোবেকা মেন্ আন্ ওশ্রেকা বেকা শাইয়ান্ ওয়া আনা আলামু বিহি ওয়া আস্তাগ্ফিরুকা লামা লা-আলামু বিহি তুব্তু আন্হু ওয়া আমান্তু ওয়া আকুলু লাএলাহা এল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর রাছুলোল্লাহে *

ইয়া আল্লাহ তহ্কিক্ আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি যেন কোন বস্তুকে তোমার শরিক না করি, এবং যে গোনাহ আমি জানিয়া করিয়াছি, এবং যে গোনাহ আমি না জানিয়া করিয়াছি, সেই সকল গোনাহর জন্য তোমার নিকট মাফি চাহিতেছি। এবং আমি সেই সমস্ত গোনাহ হইতে তৌবা করিলাম, এবং ইমান আনিলাম, এবং বলিতেছি আয় আল্লাহতাআলা তুমি ভিন্ন এবাদত বন্দেগীর লায়েক আর কেহই নাই, এবং হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমাদিগের হেদায়েৎ জন্য আল্লাহ্তাআলার প্রেরিত রছুল হইতেছেন।

যিনি আকাএদ্ অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আমার প্রণীত আকাএদল্ এছ্লাম্ পুস্তক পাঠ করুন। ইহা আরবি কেতাব আকাএদ্ নেছফি হইতে বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করা হইয়াছে। ইহা হজরৎ জনাব কুতুবুল্ আক্তাব্ হাজিয়ল হেরেমাইন শারিফাইন মৌলানা মুর্শিদানা শাহ্ মহাম্মদ আবুবকর ছাহেবের এর্শাদ অনুযায়ি লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে তাঁহার স্বাক্ষর আছে।

## কালাম কুফরের বিবরণ।

আয়ে বেরাদর, যে কথা বলিলে ইমান যায়, এবং কাফেরের দর্জ্জাতে লোক পৌঁছিয়া যায়, প্রত্যেক মোছলমান ব্যক্তির তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক, সুতরাং তাহা এই স্থানে লিখিয়া দিইতেছি। হজরত নবি

করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন। যাহার ভাবার্থ এই ঃ—যে ব্যক্তি আপন মোছলমান ভাইকে বলে আয়ে কাফের, পছ্ বার বার এই কল্মা ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির উপর রুজু করিবে। ইহা হজরত মছলেম এবং হজরত বোখারি (র) বাহির করিয়াছেন। যদি কোন মোছলমান কোন মোছলমানকে কাফের বলে, এবং হকিকতে ঐ ব্যক্তি কাফের নহে, কিম্বা মালাউন কহে, এবং ঐ ব্যক্তি উহার লায়েক নহে, তাহা হইলে বোল্নেওয়ালা খোদ কাফের ও মালাউন হয়। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে বলে, যদি তুমি খোদা হও, তবুও আমি আমার হক তোমার নিকট হইতে লইব, তবে কাফের হইবে। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলিল যে, তুমি খোদাকে এমন এক্তেয়ার মধ্যে করিয়া রাখিয়াছ, যে তুমি যাহা বল, তিনি তাহা করেন, তবে ঐ ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কেহ কাহাকে বলে যে, খোদা তোমার উপর জুলুম করিতেছেন, কিম্বা বলে কোন মোকান খোদা হইতে খালি নাই, এবং আল্লাহ্তাআলা উপরে দাঁড়াইয়া আছেন, কিম্বা বসিয়া আছেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। যদি কেহ বলে যে, আমি ছওয়াব্ এবং আজাব হইতে পাক্ আছি, তবে ঐ ব্যক্তি কাফের হইবে। এক ব্যক্তি বিবাহ করিল, এবং ঐ মোকামে কোন সাক্ষী ছিল না, তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ্ এবং রছুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে সাক্ষী করিলাম, কিম্বা ফেরেশ্তাকে সাক্ষী করিলাম তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কাফের হইতেছে, এবং কাফের হইবে। যখন আল্লাহতাআলার শানেতে এমন চিজ বয়ান করিবে, যাহা আল্লাহতাআলার শানের লায়েক নহে, কিম্বা আল্লাহ্তাআলার কোন মোবারক নাম কিম্বা ছেফতের উপর ঠাট্টা করিবে, কিম্বা আল্লাহ্তাআলার কোন ওয়াদাহ্ (যেমন নেককারের জন্য

নেয়ামত বেহেশ্ত ) কিম্বা ওয়াইদের উপর ( যেমন বদকারের জন্য আজাব দোজখ) এঙ্কার করে, কিম্বা কাহাকে আল্লাহ্‌তাআলার শরিক করে, কিম্বা কাহাকে আল্লাহতাআলার বেটা কিম্বা বেটী মকরর করে, কিম্বা আল্লাহ্ তাআলাকে নাদানি কিম্বা আজিজি, কিম্বা নোক্‌ছানির তরফ নেছবৎ করে, তাহা হইলে এই সমস্ত কার্য্যে মনুষ্য কাফের হইয়া যায়। যদি কেহ বলে যে আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে এই কাজ করিতে যদি হুকুম করেন তবে আমি করিব না, তাহা হইলে বেশখ্ কাফের হইবে। কেহ বলে যে আল্লাহ্‌তাআলা তোমার জবানের সঙ্গে পারেন না, আমি কেমন করিয়া পারিব ? তবে কাফের হইবে। যদি কেহ বিবিকে বলে যে, তুমি খোদা হইতে আমার জেয়াদা পেয়ারি হইতেছ, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে আমার জন্য উপরে আল্লাহ্ আছেন এবং নীচে তুমি আছ, তবে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে যে আমি বেহেশ্ত মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলাকে দেখিতেছি, তবে ইহা কুফর কালাম হইতেছে। যদি কেহ বলে আয় আল্লাহ্‌তাআলা তুমি আমার উপর রহমত করিতে কছুর করিও না, তবে ইহা কুফর কালাম হইতেছে। যদি কেহ কাহাকে বলে মিথ্যা কথা বলিও না, তাহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলে যে, মিথ্যা কথা কি জন্য হইয়াছে ? এই জন্য মিথ্যা হইয়াছে যে লোক বলিবে, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কাহাকে বলা যায়, আল্লাহ্‌তাআলার রেজামন্দি তালাশ কর, তাহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্‌তাআলার রেজামন্দি আমার আবশ্যক নাই, কিম্বা বলে যদি আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে বেহেশ্ত মধ্যে দাখেল করেন, তবে আমি এবাদৎ করি, কিম্বা যদি কাহাকে বলা যায়, আল্লাহ্‌তাআলার নাফর্ম্মানি করিও না, যদি করিবে আল্লাহ্‌তাআলা তোমাকে বেশখ্ জাহান্নামে দাখেল করিবেন, তাহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলে যে, আমি জাহান্নামের আন্দেশা করি না, কিম্বা যদি কাহাকে বলা যায় যে, তুমি বহুৎ

খাইও না, যদি বহুৎ খাইবে তোমাকে বেশখ্ আল্লাহ্ দোস্ত রাখিবেন না। পছ, তাহার উত্তরে যদি ঐ ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্ তাআলা হয় দুষ্মন রাখুন, কিম্বা দোস্ত রাখুন, আমি জেয়াদা খাইয়া থাকি, এই সমস্ত কালামে মনুষ্য কাফের হইবে। যদি কেহ বলে যে তুমি তোমার বিবির সঙ্গে পারিয়া উঠিলে না? ঐ বক্তি বলিল যে আল্লাহ্ তাআলা আওরত দিগের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না, আমি কেমন করিয়া পারিব? তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কোরাণ শরিফের আয়েতের এঙ্কার করে, কিম্বা কোন আয়েৎ শরিফের উপর হাসি তামাশা করে, কিম্বা আয়েব করে, (কিম্বা কেহ কোরাণের অর্থের উল্‌টা অর্থ বানাইয়া বয়ান করে) তাহা হইলে এই সকল কার্য্যে কাফের হইবে। (তাম্বিয়াল গাফেলিন)

হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রা) এবং হজরত ওমর (রা) সাহেব দিগকে বুরা বলিলে কাফের হয়। আল্লাহতাআলার দিদারের এঙ্কার করিলে কাফের হয়। এবং আল্লাহতাআলার জেছম আছে, এবং হাত পাও আছে, এরূপে বলিলে কাফের হয়। যদি কুফরি কালামকে কুফরি কালাম না জানিয়া আপন এক্তিয়ারে বলিবে, তবে আক্‌ছের আলেমদিগের নজদিগে কাফের হইবে, এবং না জানিবার ওজর কবুল হইবে না। যদি কুফর কালাম বেগায়ের কছদ্ জবান হইতে বাহির হয়, তবে কাফের হইবে না। (কিন্তু তৌবা করা সর্ত্ত হইতেছে।) যদি এক মুদ্দৎ দারাজের পরে কাফের হইবার এরাদা করিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কাফের হইয়া যাইবে। যদি কাতাই হারামকে হালাল, কিম্বা কাতাই হালালকে হারাম বলিবে, কিম্বা যদি ফরজকে ফরজ্ জানিবে না, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বলে যে তুমি আল্লাহতাআলাকে ডরাও না, তাহার উত্তরে সে যদি বলে যে না ডরাই না, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে,

কিন্তু মোহাম্মদ এবনে ফজল ( র ) ছাহেবের নজদিক্ এই হইতেছে যে, যদি কাতাই গোনাহ্ মধ্যে এইরূপ এস্কার করিবে, তবে কাফের হইবে, তাহা না হইলে হইবে না। যদি বলে আল্লাহতাআলা তোমার মোকাবেলায় কেফায়েৎ করে না ( অর্থাৎ আল্লাহতাআলা তোমার সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারে না ) আমি তোমার সঙ্গে কিরূপে কেফায়েৎ করিতে পারিব ? তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কাহারও বেটা মরিয়া যায়, এবং সে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহতাআলা উহার মহ্তাজ ছিলেন, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কেহ কাহারও উপর জুলুম করে, এবং মজ্লুম ব্যক্তি বলে যে, আয়ে খোদা তুমি উহাকে কবুল করিও না, যদি তুমি উহাকে কবুল করিবে, আমি কবুল করিব না, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে আমি ( আল্লাহতাআলার ) আজাব এবং ছওয়াব্ হইতে বেজার আছি, তবে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে আল্লাহতাআলার কছম, এবং তোমার পায়ের কছম, তবে কাফের হইবে। যদি বলে রোজি আল্লাহ্তাআলার তরফ হইতে পাওয়া যাইয়া থাকে, কিন্তু বান্দাদিগকে তালাশ করিয়া লওয়া জরুর চাই, (অর্থাৎ তালাশ করিয়া না লইলে কখনই পাইবে না ) এইরূপ বলিলে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে ফলানা ব্যক্তি যদি নবি হয়, তবে আমি তাহার উপর ইমান আনিব না, কিম্বা এমন কথা বলে যে, যদি কেবলা ঐ তরফ হইবে, তবে নামাজ পড়িব না, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের এহানৎ করে, অর্থাৎ তাঁহাকে হেকারৎ করে, তবে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, যদি হজরত ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম গেঁহু না খাইতেন, তবে আমরা বদ্‌বখ্‌ত হইতাম না, তবে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে যে পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালাম এইরূপ করিতেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, ইহা বে-আদাবি হইতেছে, তবে কাফের

হইবে। যদি কেহ বলে নাখুন তারাশ্না ছুন্নত হইতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে যদিও ছুন্নৎ হইতেছে কিন্তু আমি তারাশিব না, তবে কাফের হইবে। যদি কেহ আমর্ মারুফ্, অর্থাৎ শরিয়ৎ মত হেদায়েৎ করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার কওল্ অর্থাৎ বাক্যকে রদ্ করিবার জন্য বলে যে, তুমি এ কি শোর ও গোল মাচাইয়াছ ? তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ফাছেক ব্যক্তি কোন মুত্তকিকে বলে যে, আইস মোছলমানির ছায়ের করি, এবং ফেছেকের মজলিশের তরফ এশারা করে ( যেমন বেশ্যালয়, মদ গাঁজার কিম্বা গান বাজনার মজলিশ ইত্যাদি ), তবে কাফের হইবে। যদি কোন স্ত্রীলোক বলে যে, দানেশমন্দ শওহরের উপর লানৎ হউক, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে, যে পর্য্যন্ত আমাকে হারাম মিলে, আমি কেন হালালের তরফ যাইব ? তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বেমারের হালতে বলে, যদি তুমি চাও আমাকে মোছলমান মারো, কিম্বা কাফের মারো, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি এক ব্যক্তি আজান দেয়, অপর এক ব্যক্তি বলে যে তুমি মিথ্যা বলিলে, তবে কাফের হইবে। যদি কেহ পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আ ছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের আয়েব করিবে, তবে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে আল্লাহ-তাআলা তুমি আমার উপর রোজি কোশাদাহ্ কর, যদি কোশাদাহ না কর, তবে আমার উপর জুলুম করিও না, তাহা হইলে কাফের হইবে। ( কারণ আল্লাহ্‌তাআলার উপর জুলুমের এৎকাদ করা কুফর হইতেছে। ) যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে নামাজ পড়িতে বলে, ঐ ব্যক্তি বলে যে, তুমি এত মুদ্দৎ নামাজ পড়িয়া কি হাছেল করিয়াছ ? কিম্বা যদি বলে যে, এত মুদ্দৎ আমি নামাজ পড়িয়া কি হাছেল করিয়াছি ? তবে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন আওরতকে বলে, তুমি মর্তেদ্ হইয়া যাও, অর্থাৎ

বেদিন হইয়া যাও, তাহা হইলে তুমি তোমার শওহর হইতে যুদা হইয়া যাইবে, এরূপ বোল্‌নেওয়ালা কাফের হইয়া যাইবে। নিজের জন্য হউক, কিম্বা অন্যের জন্য হউক, কুফরের উপর রাজি হওয়াও কুফর হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি আর্জ করে, এবং বলে যে, যদি জেনা কিম্বা জুলুম কিম্বা নাহক্ কতল হালাল হইত, তবে কি উত্তম হইত ? তবে কাফের হইবে। মস্তকি মধ্যে লিখিত আছে, বিবি ও খছম্ মধ্যে এক জনা মর্তেদ্, অর্থাৎ বেদিন হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের নেকাহ টুটিয়া যায়, কাজির, হুকুমের আবশ্যক করে না। যদি কোন ব্যক্তি আতশ্ পরস্তের মত টুপি মাথায় দেয়, কিম্বা হিন্দুদিগের মত লেবাছ পোশাক করে, বাজে আলেম সকল বলিয়াছেন যে কাফের হইবে ; এবং বাজে আলেম সকল বলিয়াছেন যে কাফের হইবে না ; এবং বাজে মাতাখরিন্ ওল্মা বলিয়াছেন, যে যদি জরূরাৎ বশতঃ পরিধান করিবে, তবে কাফের হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি ছগিরা কিম্বা কবিরা গোনাহ্ করে, এবং অন্য ব্যক্তি তাহাকে তৌবা করিতে বলে, তাহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি যদি বলে, আমি কি করিয়াছি যে তৌবা করিব ? তবে কাফের হইবে। যদি কেহ হারাম মাল দ্বারা ছদ্কা করে, এবং ছওয়াবের উমেদ রাখে, তবে কাফের হইবে ছদ্কা লেনেওয়ালা যদি জানে যে ঐ ছদ্কা হারাম মাল হইতে দিয়াছে, ইহা জানা স্বত্বেও যদি দোওয়া করে, এবং ছদ্কা দেনেওয়ালা আমিন বলে, তাহা হইলে উভয়ে কাফের হইবে। যদি এক ব্যক্তি বলন্দ স্থানে বসিয়া যায়, এবং অন্যান্য লোক সকল উহাকে হাসি তামাশা করিয়া শরিয়তের মছলা জিজ্ঞাসা করে, এবং ঐ ব্যক্তি হাসি ঠাট্টার ন্যায় তাহার জওয়াব দেয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কাফের হইবে। ( যেমন এক তাড়ি পিনেওয়ালা বলে "লাল্ কেতাব্ মে লিখ্‌খা হায় এঁও ; তাড়ি পিয়েঙ্গে নেহি কেঁও" । ) দিন এছলামের অলুমের সঙ্গে ( অর্থাৎ কোরাণ হাদিসের

সঙ্গে ) হাসি তামাশা করা, হাসি কর্ণেওয়ালা বলন্দ স্থানে হউক, কিম্বা নিম্ন স্থানে হউক, কুফর হইতেছে। যদি কেহ বলে যে আলেমের মজলিশে আমার কি কাজ আছে ? কিম্বা যদি বলে, যে সকল কথা আলেমগণ করিতে বলে, তাহা কে করিতে পারে ? কিম্বা বলে যে আমি আলেম-দিগের হিলা মানি না, ( ইহাতে হাদিস ও কোরাণের এঙ্কার হইল ) তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি বলে যে টাকা আবশ্যক, এলেম ( দিনের এলেম ) কি কাজে আসিবে, তবে কাফের হইবে। যদি বলে যে, এ এলেম সকলকে ( দিনের এলেম ) কে শেখে ? ইহা তো কেচ্ছা কাহিনী হইতেছে, কিম্বা এমন বলে যে, ইহা তো মকর ও ফেরেব হইতেছে, তবে কাফের হইবে। কোরাণ মজিদের আয়েৎ শরিফের সঙ্গে হাসি তামাসা করা কুফর হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি বিছ্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া শরাব পান করিবে, কিম্বা জেনা করিবে, তবে কাফের হইবে। যদি বিছ্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া হারাম খাইবে, তাহা হইলেও কাফের হইবে। যদি রমজান মোবারক আইসে, এবং বলে যে কি রঞ্জ্‌ মাথার উপর আসিল, তবে কাফের হইবে। দস্তরুল্‌ কুজ্জাৎ মধ্যে এমাম হজরত জাহেদ আবুবকর ( র ) হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাফেরদিগের ইদের দিন, চুনান্‌চে মজুছ্‌ ( আতশ্‌ পরস্ত ) দিগের নওরোজ, এবং এই প্রকার যে ব্যক্তি হিন্দুদিগের হুলি, দেওয়ালি এবং দশহরাতে যাইবে, ( অর্থাৎ বেদিনের পর্ব্ব মধ্যে যাইবে ) এবং কাফেরদিগের সঙ্গে বাজির মধ্যে শরিক হইবে ( অর্থাৎ ঐ পর্ব্বের খেলা, রঙ্গ, তামাশা মধ্যে শরিক হইবে ) তাহা হইলে কাফের হইবে। যে মালাউন পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে গালি দেয়, কিম্বা এহানৎ করে, কিম্বা উনার দিনের হুকুমের মধ্যে,

কিম্বা উনার ছেফৎ সকলের মধ্যে কোন ছেফতের আয়েব করে, যদিও হাসি তামাশার মত করে, তবে ঐ ব্যক্তি কাফের হইতেছে। সমস্ত উম্মৎ এই কথার উপর একিন রাখে যে, নবিদিগের মধ্যে যিনিই হউন, উনার জুনাবে বে-আদ্‌বি করা, এবং উনাকে খাফিফ্ জানা ( অর্থাৎ হাকির জানা ) কুফর হইতেছে। বে-আদবি কর্ণেওয়ালা যদি হালাল জানিয়া করিয়া থাকে, কিম্বা হারাম জানিয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে বলে নবির চলন মত চল, তাহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলে যে, নবির চাল্ বে-আন্দাজ, ( অর্থাৎ নবির তরিকা হদ্ হইতে বাহের ) তবে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও প্রতি জুলুম করে, আর ঐ ব্যক্তি যদি বলে আল্লাহতাআলা কাণা হইতেছেন যে দেখেন না ( অর্থাৎ ঐ জালেমের উপর গজব নাজেল করেন না ), তবে কাফের হইবে। কোন ব্যক্তি কাহাকে বলে, তোর সঙ্গে কেউ পারে না, আমিও পারি না, আল্লাহ্ও পারেন না ? তবে কাফের হইবে।

বেরাদারান মুমিনিনদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, কালাম কুফর বলিলে মনুষ্য মর্তেদ ও কাফের হইয়া যায়, তাহাদিগের বিবি তালাক হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহাদিগের নেকাহ টুটিয়া যায়। যদি তাহার পর নেকাহ্ না দোহরাইয়া বিবির সঙ্গে ছোহ্বৎ করিবে, তবে জেনা হইবে। তাহা হইতে সন্তানাদি পয়দা হইলে হারামজাদা হইবে। এবং সন্তানাদি হারামজাদা হইলে মা বাপের নাফর্ম্মান ও আল্লাহ্ পাকের নাফর্ম্মান হইবার ভয় আছে। সুতরাং যে যে কথা বলিলে বেইমান, কাফের এবং বিবি তালাক হইয়া যায়, এ প্রকার, কালাম হইতে মোছলমান ব্যক্তির সাবধান সহকারে পরহেজ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কুফরের আল্‌ফাজ [illegible] কিন্তু আফছোছের নাদান লোক যাহা কখনও কখনও

বলিয়া থাকে, তাহার বিষয় তাহাদিগকে জানাইবার জন্য এহাতে আমি লিখিয়া দিলাম। ইয়া আল্লাহ্. আমাকে এবং সকল ভাই মোছলমান-দিগকে ইমানের তৌফিক দিউন, এবং কালাম কুফর এবং ফাহেশা কালাম হইতে আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুন।

---

# শেরেক ও কঠিন পাপ ইত্যাদির বিবরণ।

আয়ে বেরাদর, এ জমানার বহুৎ লোক শেরেক মধ্যে গেরেফ্তার রহিয়াছে, এবং আসল তৌহিদ লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। স্নুতরাং যে যে কার্য্য করিলে শেরেক ছাবেৎ হয়, এবং মোছলমান ইমান হইতে খারেজ হইয়া কাফের ও মোশ্রেকের দর্জ্জায় পৌঁছিয়া যায়, তাহার বিষয় আমি নিম্নে লিখিয়া যাইতেছি। মোছলমান ব্যক্তির দেল মধ্যে ইহা খুদিয়া রাখা উচিৎ যে, ইমান এই তুই কথার উপর মৌকুফ আছে মাত্র। আল্লাহ্তালাকে এক জানা। এবং রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লামকে আল্লাহ্তাআলার রছুল জানা। আল্লাহ্তাআলাকে এক জানা এই প্রকার হইতেছে যে, কাহাকে আল্লাহ্তাআলার শরিক না জানে, এবং আল্লাহ্তাআলার যত ছেফৎ আছে, ঐ সকল ছেফৎ বিশিষ্ট কাহাকে না জানে, এবং আল্লাহতা-আলার জাত এবং ছেফৎ সমস্তকে কদিম জানে, অর্থাৎ হামেশা হইতে আছে এবং হামেশা থাকিবে, এবং রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লামকে আল্লাহতাআলার রছুল জানা এই প্রকার হইতেছে যে, রছুলের রাস্তা ভিন্ন অন্য কাহারও রাস্তায় না চলে, তাঁহার তরিকা ভিন্ন অন্য কাহারও তরিকা এখ্তেয়ার না করে। প্রথম কথাকে তৌহিদ বলে, এবং তাহার খেলাফ্কে শেরেক বলে। এবং

দ্বিতীয় কথাকে এত্তেবা ছুন্নৎ বলে, এবং তাহার খেলাফ্‌কে বেদাআত বলে। সুতরাং মোছলমান ব্যক্তিকে চাই যে, আল্লাহ্‌ এবং রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের কালামকে আপন আশল বস্তু জানে। উহাকেই সনদ ধরে এবং কোরাণ ও হাদিস অর্থাৎ শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী চলে। এবং ইহাতে নিজের কোন আক্কেল ও বিদ্যা বুদ্ধির দখল না দেয়। যাহা কোরাণ ও হাদিস অনুরূপ হয়, তাহা কবুল করে, এবং যাহা কোরাণ ও হাদিসের বরখেলাফ্‌ হয়, তাহা এখ্‌তেয়ার না করে। তৌহিদ্‌ এবং এত্তেবা ছুন্নৎকে বহুৎ মজবুৎ করিয়া ধরে এবং শেরেক ও বেদাআত হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখে। কারণ শেরেক ও বেদাআত এই দুই বস্তু আশল ইমানে খলল্‌ পয়দা করে, এবং বাকি সমস্ত গোনাহ ইহার নীচে হইতেছে। আল্লাহ্‌-তাআলা কোরাণ মজিদ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন,

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ *

ভাবার্থ এই ঃ—তহ্‌কিক্‌ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে শেরেক করে, পছ তহ্‌কিক আল্লাহ্‌তাআলা তাহার উপর বেহেশ্‌তকে হারাম করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার থাকিবার স্থান দোজখ হইতেছে। আল্লাহ-তাআলা কোরাণ মজিদ মধ্যে অপর এক স্থানে ফর্ম্মাইয়াছেন,

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا *

ভাবার্থ এই :—তহ্‌কিক্‌ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে শেরেক করে, আল্লাহ্‌তাআলা ঐ ব্যক্তিকে মাফ করিবেন না; এবং ঐ সমস্ত গোনাহ্‌—যাহা শেরেক ভিন্ন হয়, তাহা যাহাকে মর্জ্জি হয় মাফ করেন। ( অর্থাৎ শেরেকের নীচে যে সমস্ত গোনাহ্‌ হয়, তাহা যাহাকে মর্জ্জি হয় মাফ করেন। ) এবং যে কেহ আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে শেরেক করিল, তহ্‌কিক্‌ ঐ ব্যক্তি হক্‌ হইতে গোমরাহ্‌ হইল। আয়ে বেরাদর আল্লাহ্‌-তাআলার রাস্তা ভুলা এপ্রকারও হইতে পারে যে, হালাল ও হারাম মধ্যে তমিজ না করে, চুরি ও বদ্‌কারি মধ্যে মশ্‌গুল্‌ হইয়া যায়, নামাজ রোজা ছাড়িয়া দেয়, বিবি এবং সন্তানাদির হক্‌ আদা না করে, মা বাপের সঙ্গে বে-আদবি করে। কিন্তু যে শেরেক মধ্যে পড়িল, সে সকল হইতে আল্লাহ্‌তাআলার রাস্তা জেয়াদা ভুলিল। কারণ ঐ ব্যক্তি এমন গোনাহ্‌ করিল যে, তাহার ইমান গেল, দায়রা এছ্‌লাম হইতে খারেজ হইল, বেহেশ্‌ত তাহার জন্য হারাম হইল, আল্লাহ্‌তাআলা তাহার গোনাহ কখনও মাফ করিবেন না। হজরত মাআজ্‌ এব্‌নে জবল (রা) নকল করিয়াছেন যে, ফর্ম্মাইয়াছেন আমাকে রছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম যে, আল্লাহ্‌তাআলার শরিক কাহাকে করিও না, যদি তুমি মারা যাও, এবং যদি তুমি আগুণে জ্বালান যাও। সুতরাং আয়ে ভাই মোছলমান সকল, শেরেক হইতে বহুৎ বাঁচিয়া চলিবে। যদি কোন জালেম তোমাকে আগুণের মধ্যে জ্বালাইয়া দেয়, কিম্বা তোমাকে কতল্‌ করে, তাহা হইলেও তুমি আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে কাহাকে শরিক করিও না।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে যাহার ভাবার্থ এই :—হজরত জায়েদ এব্‌নে খালেদ্‌ (রা) নকল করিয়াছেন, পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম আমাদিগকে

হুদাইবেয়া মধ্যে ফজরের নামাজ পড়াইলেন। বৃষ্টি হইবার পরে, (ঐ রাত্রে পানি বর্ষিয়াছিল)। ফের যখন নামাজ পড়িয়া বসিলেন, তখন লোকদিগের তরফ মুখ করিলেন। ফের বলিলেন জান কি তোমরা কি ফর্ম্মাইলেন তোমাদিগের রব? লোক সকল উত্তর করিল যে, আল্লাহ্ ও রছুলই ভাল জানেন। বলিলেন, আল্লাহ্তাআলা ফর্ম্মাইলেন যে, আজ ফজরের সময় আমার বাজে বান্দা মমিন হইয়া গিয়াছে এবং বাজে বান্দা কাফের হইয়া গিয়াছে, যেহেতু যে বলিয়াছে আমি বৃষ্টি পাইয়াছি, আল্লাহ্তাআলার ফজলে এবং আল্লাহ্তাআলার রহমতে, তবে ঐ ব্যক্তি আমার উপর একিন আনিয়াছে এবং ছেতারার মন্‌কের হইয়াছে। এবং যে ব্যক্তি বলিয়াছে আমি বৃষ্টি পাইয়াছি ফলানা ফলানা ছেতারা হইতে, তবে ঐ ব্যক্তি আমার মন্‌কের হইয়াছে, এবং ছেতারার উপর একিন আনিয়াছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীর কারবারকে ছেতারার তাছিরের জন্য হয় এ প্রকার এত্‌কাদ করে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্তাআলা আপন মন্‌কেরদিগের মধ্যে গণ্য করেন, এবং ছেতারা পূজনেওয়ালাদিগের মধ্যে গণ্য করেন, এই প্রকার এতকাদ করা শেরেক হইতেছে, এবং যে কেহ এই সমস্ত কারবার ও কারখানাকে আল্লাহ্-তাআলার তরফ হইতে এত্‌কাদ করে, তাহা হইলে উহাকে আল্লাহ্-তাআলা আপন মক্‌বুল বান্দাদিগের মধ্যে গণ্য করেন। এই হাদিস হইতে মালুম হইল, যে ব্যক্তি নেক্ ও বদ্ ছায়াৎ মানিতে লাগিল, এবং পঞ্জিকা দেখিয়া ভাল মন্দ তারিখ এবং দিনের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এবং নজ্জুমি, অর্থাৎ গণনাকারকদিগের কথার উপর একিন করিতে লাগিল, এমন ব্যক্তি দিন এছলাম হইতে যুদা হইয়া গেল। কারণ নজ্জুমদিগকে মানা ছেতারা পরস্তের কাম হইতেছে।

আগে বেয়াদব দুনিয়া মধ্যে আপন এরাদায় নিজের হুকুম জারি করা

এবং প্রত্যেক বস্তু দূরে হউক কিম্বা নিকটে হউক, ছিপা হউক কিম্বা খোলা হউক, পুশিদা হউক কিম্বা জাহেরা হউক, অন্ধকারের মধ্যে হউক কিম্বা আলোকের মধ্যে হউক, আছমানের মধ্যে হউক কিম্বা জমিনের মধ্যে হউক, পাহাড়ের উপর হউক কিম্বা সমুদ্রের তলে হউক, তাহার খবর প্রত্যেক সময়ে বরাবর রাখা, এবং নিজের ইচ্ছাতে মারা এবং জেন্দা করা, রোজির কোশায়েশ ও তঙ্গি করা, তন্দুরুস্ত ও বেমার করা, ফতেহ্ ও শেকেস্ত দেওয়া, মোরাদ সকল পূরা করা, বেমারি ও বালা দফে করা, মুস্কিলের সময় দস্তগিরি করা, এই সমস্ত আল্লাহ্ তাআলার শান হইতেছে। যে কেহ এই সমস্ত ক্ষমতা অন্যের আছে বলিয়া ছাবেৎ করে, এবং তাহার নিকট মোরাদ চাহে, এবং তাহার নজর ও নেয়াজ মানে, এবং তাহাকে মছিবতের সময় ডাকে, এমন ব্যক্তি মোশ্‌রেক হইতেছে। কারণ আল্লাহ্ তাআলার মত ক্ষমতা অন্যের আছে, এই প্রকার একিদা করা মহজ্ শেরেক হইতেছে। আমাদিগের দেশে আকছের জাহেল লোক সকল পিরদিগকে—যেমন মাণিক পির গাজি মাদার নেংড়া পির ইত্যাদি, এবং হিন্দু জাতির বোতদিগকে—যেমন কালি মনসা, লক্ষ্মী শীতলা শুবচুনি কামরূপ-কামাখ্যা হাড়িঝি পাঁচ পাঁচি ইত্যাদিকে মুস্কিলের সময় ডাকিয়া থাকে, এবং বেমার বালা দফে হইবার জন্য, এবং মোরাদ হাছেল হইবাব জন্য উহাদিগের নামে নজর নেয়াজ মানত করে, এবং বালাকে রদ করিবার জন্য নিজের বেটা বেটীদিগকে উহাদিগের তরফ নেছবৎ করিয়া থাকে, কেহ আপনার বেটার নাম আলি বখ্‌শ্, কেহ হোছেন বখ্‌শ্, কেহ পাঁচ, কেহ পাঁচি, কেহ মাদার ইত্যাদি রাখে, এবং উহাদিগের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, কেহ কোন বেদিন ফকিরের নক্‌শি পড়া আনিয়া তাহা সন্তানের গলায়, কিম্বা সন্তানের মায়ের গলায় পরাইয়া দেয়, কেহ কাহারও নামে মানস করিয়া মাথায়

চুল রাখে, এই প্রকার সমস্ত কার্য্য শেরেক হইতেছে। বোত পরস্তির পোষকতা ও মদদগারি করা, যেমন কালি পূজা, দুর্গা পূজা, বারইয়ারি পূজা ইত্যাদিতে চাঁদা দেওয়া, কিম্বা পাঁঠা, ডাব, ইক্ষু, ফল, মূল, বাঁশ, শামিয়ানা, দুগ্ধ, কলা বা কোন সহায়তা সুচক কথা ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করা, শেরেক হইতেছে। আল্লাহতাআলা ভিন্ন গায়েবী কথা কেহ জানেনা। গণনা কারক যে হাত দেখিয়া, কিম্বা শরীরের অন্য কোন লক্ষণ দেখিয়া যে গায়েবি কথা বলে, ইহা শেরেক হইতেছে। গায়েবী কথা বোলনেওয়ালা এবং উহা বিশ্বাস কর্ণেওয়ালা উভয়ে মোশ্‌রেক হইতেছে। কতক জাহেল লোক বৃহস্পতিবারে কিম্বা অপর দিনে তাহাদিগের মাচা ও বাক্‌স হইতে কোন বস্তু বাহির করিয়া কাহাকে ধার কর্জ্জ দেয় না, তাহাদের বিশ্বাস যে, লক্ষ্মী বেজার হইবে, লক্ষ্মী বেজার হইলে গৃহস্থালি হইতে বর্কৎ চলিয়া যাইবে, এই প্রকার সমস্ত কার্য্য শেরেক হইতেছে। আমাদিগের দেশে কতক জাহেল লোক নৌকাতে তেজারৎ করিতে যাইতে হইলে, নোকা ছাড়িবার সময় "পাঁচ পির গাজির বদর" চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে নৌকা ছাড়িয়া যায়, এবং দেলে একিদা রাখে, ঐ সমস্ত পির নাফা লোকছানের মালেক, এবং বিদেশে ঝড় তুফান আপদ বালা হইতে বাঁচাইবে, ইহা শেরেক হইতেছে। কোন মোছলমান ব্যক্তি এরূপ করিবে না। বরং নৌকায় তেজারতে যাইতে হইলে আল্লাহ-তাআলাকে ইয়াদ করিয়া যাইবে। তাহা হইলে তেজারতে বর্কৎ হইবে। কোন প্রাকার বেমার বালাতে, কিম্বা সাপ বিচ্ছুতে কামড়াইলে, বোত পরস্তদিগকে ডাকিয়া ঝাড়াইবে না, এবং তাহাদিগের পানি পড়া, তেল পড়া, বেত পড়া, নক্‌শি পড়া ব্যবহার করিবে না, এবং উহাদিগের তন্ত্র মন্ত্র পড়িবে না এবং পড়াইবে না, এই সমস্ত কার্য্য শেরেক হইতেছে। কারণ ঐ সমস্ত মন্ত্রে বোতের নাম থাকে। প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি বোত

পরস্তগণের তন্ত্র মন্ত্র পড়িল কিম্বা পড়াইল, সেই ব্যক্তি যেন বোতদিগকে সত্য জানিল, এবং বোত সকলের বেমার বালা দূর করিবার কুদরৎ আছে বিশ্বাস করিল, এমন ব্যক্তি মোশ্‌রেক হইতেছে। যদি কাহাকে সাপে কাম্‌ড়ায়, তবে ওজু করিয়া যে স্থানে সাপে কাম্‌ড়াইয়াছে, ঐ স্থানে ছুরা এখ্‌লাছ পড়িয়া দম করিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ সাপের বিষ পানি হইয়া যাইবে ; এবং রোগী আরাম পাইবে।

আয়ে বেরাদর, তফ্‌ছির কাদেরিয়া মধ্যে লিখিয়াছেন, আগে জমানায় বোত পরস্তদিগের এই রেছম ছিল যে, বোত সকলের মধ্যে মধু ও খোশবু লাগাইয়া, বোত পরস্তগণ দরওয়াজা বন্দ করিয়া চলিয়া যাইত। মাছি সকল বোত খানার জানালা দ্বারা প্রবেশ করিয়া ঐ শহদ ও খোসবু চাটিয়া খাইয়া যাইত। কতক দিন পরে যখন বোত পরস্তগণ বোতের মধ্যে শহদ্‌ এবং খোশবুর নেশান পাইত না, তখন খুশী করিত যে তাহাদিগের বোত শহদ্‌ ও খোশবু খাইয়াছে, তদ্‌ জন্য হক্‌তাআলা বোত সকলের আজিজি ও জয়িফির বিষয় কোরাণ ছুরা হজ্‌ মধ্যে খবর দিয়াছেন।

يَا يُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا
لَهُ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ *

ترجمہ ـ لوگو ایک کہاوت کہی ہے اوسکو کان رکھو جنکو تم
پوجتے ہو اللہ کے سوائے ہرگز نہ بناسکینِ ایک مکھی اگرچہ سارے
جمع ہون اور اگر کچھہ چھین لے اونسے مکھی چھڑا نہ سکین وہ اوس
سے *

ভাবার্থ এই ঃ—আয়ে মনুষ্য জাতি, আল্লাহ্ তাআলা উদাহরণস্বরূপ একমেছাল কোরাণ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন,তাহা তোমরা কাণ লাগাইয়া শোন। আল্লাহ্ পাক্ ব্যতীত যে সমস্ত বোতদিগকে তোমরা পূজা করিতেছ,হরগেজ উহারা এক মাছি বানাইতে পারে না, যদ্যপি দুনিয়ার যাবতীয় বোত সকল ও একত্র মিলিত হয়। এবং যদ্যপি উহাদিগের নিকট হইতে কোন বস্তু মাছিতে কাড়িয়া লয়,তাহা হইলেও মাছির নিকট হইতে উহারা উহা কাড়িয়া লইতে পারে না। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যদি পৃথিবীর যাবতীয় বোত একত্র মিলিত হয়, তবুও অতি ক্ষুদ্র একটি মাছিও পয়দা করিতে পারে না, কিম্বা তাহাদিগের শরীরের উপর হইতে মাছিকে উড়াইয়া দিবার ক্ষমতা রাখে না। বরং কতক মনুষ্য উহাদিগকে গড়িতেছে, এবং এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাইতেছে, এবং বোতপরস্তগণ যে উহাদিগকে ডাকে, উহারা ঐ ডাকও শুনিতে পায় না। আল্লাহ্ তাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা আহ্কাফ্ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ
لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ
غٰفِلُوْنَ * وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا
بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ *

ترجمہ — اور اوس سے بہکا کون جو پکارے اللہ کے سواے ایسے کو کہ نہ پونچے اوسکی پکار کو دن قیامت تک اور اونکو خبر نہیں اونکی پکارنے کی اور جب لوگ جمع ہونگے وہ ہونگے اونکے دشمن اور ہونگے اونکے پوجنے سے منکر *

তফ্ছির কাদেরিয়া মধ্যে লিখিয়াছেন, তুনিয়ার উপর ঐ ব্যক্তি হইতে জেয়াদা গুমরাহ্ কেহ নাই, যে আল্লাহ্ পাক্ ভিন্ন এমন বেকদর বস্তুকে ডাকে এবং পূজা করে—যে তাহাকে জওয়াব দিতে পারে না, এবং তাহার দোওয়া কবুল করে না। যদি বোতপরস্তগণ তাহাদিগের বোতদিগকে তুনিয়ার মুদ্দৎ বরাবর ডাকে, তাহা হইলে ও ঐ বোত সকল হইতে বোতপরস্তদিগের ডাকের জওয়াব দিবার আছর প্রকাশ হইবে না. এবং ঐ বোত সকল বোতপরস্তদিগের ডাকা হইতে গাফেল এবং বে-খবর হইতেছে, কারণ উহাদিগের ডাক যখন শুনিতে পায় না, তখন তাহার জওয়াব কেমন করিয়া দিবে? পছ্, বদ্বখত ঐ ব্যক্তি হইতেছে, যে ছুন্নেওয়ালা কবুল কর্ণেওয়ালা খোদাওন্দ করিমের এবাদত-বন্দিগী তরক করিয়া কতকগুলি ইন্দ্রিয় বিহীন বস্তু (যেমন কঙ্কর, প্রস্তর, বৃক্ষ, মৃত্তিকা, ধাতু ইত্যাদি)—যাহা দেখিতে পারে না, শুনিতে পারে না, তাহার তরফ মতওয়াজ্জা হয়। এবং লোক সকলকে যখন হশর করা যাইবে (কেয়ামতের ময়দানে) তখন বোতপরস্তগণ তাহাদের বাতেল মাআবুদ সকলের প্রতি যে শাফায়াৎ ও মদদগারির গুমান রাখিত, তাহার পরিবর্ত্তে ঐ বোতসকল বোতপরস্তদিগের তুশ্মন হইবে, এবং বোতসকল বলিবে যে, উহারা আমার পরস্তশ্ করে নাই। (কোরাণ তফ্ছির কাদেরিয়া ছুরা আহ্কাফ্।) আল্লাহ্তাআলা কেরাণ মজিদ ছুরা ইউনুছ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا
مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ج فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُ
هُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ *

ترجمہ—اور جسدن جمع کرینگے ہم اون سب کو پھر کہینگے شریک

والونکو کهڑے هو اپني اپني جگهه تم اور تمهارے شريک توپهرڑاويںگے آپس ميں اونکو اور کہيںگے اونکے شريک تم همکو بندگي نه کرتے تهے *

ভাবার্থ এই ঃ—এবং আমি যে দিন জমা করিব, হশরের জন্য নেক ও বদ সমস্ত লোকদিগকে। ফের বলিব উহাদিগকে যাহারা শেরেক করিয়াছে। তোমরা এবং তোমাদিগের বাতেল মাবুদ আপন আপন মোকাম মধ্যে খাড়া থাক। ফের আমি যুদা করিব, কাফেরদিগকে তাহাদিগের মাবুদ সকল হইতে, এবং আমি জিজ্ঞাসা করিব কাফেরদিগকে, যে তোমরা বোতের পূজা কি জন্য করিয়াছ? কাফেরগণ বলিবে, এই বোত-সকল আমাদিগকে তাহাদিগের পূজা করিবার হুকুম করিয়াছিল। হক্‌তা-আলা ঐ সময় বোতদিগকে বলিবার ক্ষমতা এনায়েত করিবেন, এবং বোতসকল বলিবে, তোমরা আমার পূজা করিতেনা, বরং তোমাদিগের খাহেশের পূজা করিতে। ইয়নাবি মধ্যে লেখা আছে যে, কাফেরগণ ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিবে, এবং বলিবে এমন কখনও নহে—বরং তোমরা আমাদিগকে পূজা করিবার হুকুম করিয়াছিলে। ঐ সময় বোত সকল বলিবে যে, পছ্‌, আমাদিগের এবং তোমাদিগের মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলা সাক্ষী বছ্‌ হইতেছেন। তহকিক আমরা তোমাদিগের পূজা হইতে বেখবর ছিলাম, কারণ আমরা দেখিতাম না, শুনিতাম না—আক্কেল্‌ ও ফহম্‌ রাখিতাম না। ( তফছির কাদেরিয়া ছুরা ইউনুছ ) আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা আম্বিয়া মধ্যে অপর এক স্থানে ফর্ম্মাইয়াছেন।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ لَوْكَانَ هٰؤُلَاۤءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ط وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

ترجمہ ـ تم اور جو کچھہ پوجتے ہو اللہ کے سواے جہونکنا ہے دوزخ میں تمکو اسپر پہونچنا ہے اگر ہوتے یہ لوگ ٹھاکر نہ پہونچتے اوسپر اور سارے اوس میں پڑے رہینگے *

ভাবার্থ এই ঃ—তোমরা এবং তোমরা আল্লাহ্ পাক্ ব্যতীত যাহা কিছু ( অর্থাৎ বোতদিগকে ) পূজা করিতেছ, উহারা দোজখের লাক্ড়ি হইতেছে, এবং তোমাদিগকেও ঐ দোজখ মধ্যে যাইতে হইবে। যদি এই সমস্ত বোত সত্য মামুদ হইত, যে প্রকার তোমরা গুমান করিয়াছ, তাহা হইলে দোজখ মধ্যে যাইত না, এবং সকলে উহার মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। তোবান মধ্যে লেখা আছে, বোত সকলকে যে দোজখের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইবে, উহাতে এই হেকমৎ আছে যে, বোতপরস্ত-দিগের আরো জেয়াদা আজাব হয়। কারণ বোতদিগের দ্বারা আরো আগুণ তেজ হইয়া যাইবে, এবং বোতপরস্তগণ আরো জেয়াদা জ্বলিতে থাকিবে, এবং বোতপরস্তদিগের নাদানি খুলিয়া যাইবে এবং দেখিবে যে, যাহাদিগকে উহারা পূজা করিত, তাহারাও উহাদিগের সঙ্গে আগুণ মধ্যে জ্বলিতেছে। ঐ সমস্ত বোত—যাহাদিগকে উহারা খোদা গুমান করিত, যদি খোদা হইত, তবে দোজখ মধ্যে দাখেল হইত না। কারণ খোদা তো অন্যান্যকে আজাব করেন, তাঁহাকে কেহ আজাব করিতে পারে না। এবং সমস্ত বোতপরস্তগণ দোজখ মধ্যে হামেশা থাকিবে — কদাচ খালাস পাইবে না। ( তফছির কাদেরিয়া ছুরা আম্বিয়া। )

আয়ে বেরাদরান মুমিনিন, কতক জাহেল মোছলমান সকল জাহালত বশতঃ বোতপরস্তির মদদগারি করিয়া. এবং বেমার বালাতে বোতের মানত করিয়া, দায়রা এছলাম হইতে খারেজ হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগের ইমান ও একিন মজবুৎ করিবার জন্য, আমি কোরাণ ও তফ্ছির হইতে আয়েৎ শরিফ উদ্ধৃত করিয়া বোতের দুনিয়ার অবস্থা,

এবং আখেরাতের অবস্থা, যেরূপ কোরাণ ও তফ্ছির মধ্যে আসিয়াছে, তাহা আমি সংক্ষেপে বয়ান করিয়াছি। ভরসা করি, ইহার পর কোন মোছলমান ব্যক্তি বোতের মানত মানিবে না, এবং বোতপরস্তির মদদ্-গারি করিবে না। এখন আল্লাহ্তাআলার উপর ইমান আনিয়া ছাবেৎ কদম থাকিলে, এবং আল্লাহ্ পাক্ বেনেয়াজের উপর ভরসা করিলে, আল্লাহ্তাআলার নজদিক্ কি পরিমাণ ইমানদার ব্যক্তি রহমতের মস্তাহাক্ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমি হজরত ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের বিবরণ কোরাণ ও মাতবর কেতাব হইতে সংক্ষেপে লিখিতেছি। আমি বড় আর্জু রাখি, আমার মোছলমান বেরাদর সকল, হজরত ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম যেরূপ আল্লাহ্তাআলার উপর ভরসা করিতেন, ঐরূপ ভরসা স্থাপন করিবেন; এবং একিন জানিবেন যে, ইহাতেই মোছলমান ব্যক্তির দোনো জাহানের বেহ্তরী নিহিত রহিয়াছে।

একদা যখন কাফের নামরূদ এবং তাহার কওমের লোকসকল, তাহাদিগের পর্ব্ব উপলক্ষে ময়দানে চলিয়া গিয়াছিল, হজরত ছৈয়েদেনা এব্রাহিম্ আলায়হেচ্ছালাম ঐ সময় কাফের নামরূদের বোতখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আল্লাহ্তাআলা কোরাণ শরিফ মধ্যে তাহার বিষয় ফর্ম্মাইয়াছেন ঃ—

فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ * مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ *

ترجمہ - پھر جا گھسا اونکے بتوں میں پھر بولا تم کیوں نہیں کھاتے تمکو کیا ہے کہ نہیں بولتے *

ভাবার্থ এই ঃ—ফের পুশিদা ফিরিলেন, হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছা-লাম উহাদিগের বোতসকলের তরফ, এবং বোতসকলকে দেখিলেন বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত আছে, এবং খাইবার সামগ্রীর খান্চা উহাদিগের

সম্মুখে মৌজুদ রহিয়াছে। তখন হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম হাসি করিয়া বলিলেন, কি জন্য তোমরা এই সমস্ত খানা খাইতেছ না? যখন বোতসকল হইতে কোন উত্তর পাইলেন না, তখন হাসি করিয়া দ্বিতীয়বার বলিলেন, তোমাদিগকে কি হইয়াছে যে তোমরা কথা বলিতেছ না? এবং আমার কথার জওয়াব দিতেছ না? তফ্ছির কাদেরিয়া।

আল্লাহ্ তাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা আম্বিয়া মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন :—

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ *

ترجمه * پهر كرڈالا اونكو تكڑے مگر ايك بڑا اونكا كه شايد اوس پاس پهر آوين *

ভাবার্থ এই :—ফের হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম বোতসকলকে তবরের দ্বারা ( অর্থাৎ কুড়ালি দ্বারা ) টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু এক বড় বোতকে টুক্‌রা করিলেন না। বরং তাহার গর্দ্দানের উপর কুড়ালি রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সায়েদ কাফের নামরুদের লোক ঐ বড় বোতের তরফ পুনঃ আসিতে পারে, এবং জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, উহাদিগকে কে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছে। ( তফছির কাদেরিয়া )।

ইহা দেখিয়া শয়তান মছ্‌দ ময়দানে কাফের নামরুদ, এবং তাহার লস্করের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া হাজের হইল, এবং চীৎকার করিয়া বলিল যে, তোমাদিগের বোতদিগকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জের ও জবর্ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা শুনিয়া ঐ মছ্‌দ সকল মৎহির হইয়া সহরে ফিরিয়া আসিল, এবং বোতসকলের দুরবস্থা দেখিয়া বলিতে

লাগিল, যে ব্যক্তি আমাদিগের বোতসকলের সঙ্গে এই অকর্ম্ম করিয়াছে, নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি কোন বে-এন্‌ছাফ হইবে, তাহার আমরা বদলা লইব। আয় বেরাদরান মুমিনিন, তাহার পর কাফের নামরূদ এবং তাহার কওম হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামকে আগুণে জ্বালাইবার বন্দোবস্ত করিল। কাফের নামরূদ হুকুম করিল যে, বারো ক্রোশ বিস্তৃত, এবং একশত গজ উচা এক পোক্তা চারি দেওয়ারি প্রস্তুত কর। পছ্, তাহার হুকুম মত ঐ প্রকার চারি দেওয়ারি প্রস্তুত হইল। তাহার পর সমস্ত মুলুক মধ্যে কাফের নামরূদ শোহরৎ করিয়া দিল যে, তাহার যত দোস্ত আছে, লাক্‌ড়ি কাটিয়া ঐ চারি দেওয়ারি মধ্যে জমা করে। তখন নামরূদ কাফেরের হুকুমে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার মক্‌দুর মত লাক্‌ড়ি আনিয়া জমা করতঃ তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দিল। ঐ আগুণের শোলা ( অগ্নি-শিখা ) এত বড় উচা হইল যে, ঐ স্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে যে জানোয়ার উড়িত, তাহা উহার তাপশে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত। ইহা দেখিয়া কাফের সকল ফিকিরমন্দ হইল যে, উহার মধ্যে কি উপায়ে হজরত এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম ) ছাহেবকে ফেলিয়া দিবে। ইতিমধ্যে ইব্‌লিছ মর্দুদ আসিয়া ঐ কাফেরদিগকে হেকমৎ বাতাইয়া দিল, এবং বলিল যে, তোমরা এক উচা স্থান বানাও। তাহার পর উহারা ছুতারদিগকে ডাকাইয়া এক গোফন্ বানাইল, ইহার আগে কেহ গোফন্ বানাইয়াছিল না, এবং কেহ দেখিয়াছিল না। ঐ মর্দুদ যখন গোফন্‌কে ঠিক্ ঠাক্ করিয়া দুরস্ত করিল, তখন আল্লাহ্ তাআলা হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালামকে হুকুম করিলেন, আছমানের দরজা সকল খুলিয়া দেও, যে ফেরেশ্‌তা সকল আমার খলিল্‌কে দেখিতে পারে যে, আমি তাঁহাকে দুষ্মনের হাতে দিয়াছি—যাহারা উঁহাকে জ্বালাইতেছে। হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম আছমানের দরওয়াজা সকল খুলিয়া

দিলেন। তখন সমস্ত ফেরেশ্‌তা এই অবস্থা দেখিয়া ছিজদায় গেলেন, এবং বলিতে লাগিলেন—আয় পাক্‌ বেনেয়াজ, এই ময়দান মধ্যে এক মোয়াহেদ আছেন, যিনি তোমার এবাদত-বন্দিগী করিয়া থাকেন, দুশ্মনে তাঁহাকে জ্বালাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হইতে হুকুম হইল যে, আয় ফেরেশ্‌তা সকল, তোমরা যদি মর্জ্জি কর উঁহাকে আমান দেও। শয়তান মর্দ্দ গোফন্‌কে দুরস্ত করিয়া তাহাতে চারি শত রসি লাগাইল। উজির নামরূদ মর্দ্দকে বলিল যে, তোমার পির্‌হান্‌ উহার শরীরে দিয়া দেও, কারণ যদি উনি আগুণে না জ্বলেন, তবে লোক সকল বলিবে যে, হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম নামরূদের পির্‌-হানের বর্কতে আগুণে জ্বলেন নাই। ইহাই সংযুক্তি বিবেচনা করিয়া নামরূদ্‌ মর্দ্দের পিরহান্‌ হজরত এব্রাহিম ( আলায়হেচ্ছালাম ) ছাহেবের শরীরে পরাইয়া দিল। এবং হাত পাও বান্ধিয়া গোফন্‌ মধ্যে রাখিয়া, চারি শত লোক একেবারে জোর করিল, কিন্তু গোফন্‌ জাগাহ্‌ হইতে নাড়াইতে পারিল না, এবং হজরত ( আলায়হেচ্ছালাম। ছাহেবের পিতা আজর আসিয়া বলিল, আমাকেও এক রসি দেও, যে আমি উহা টানি। যদিও উনি আমার বেটা হইতেছে, কিন্তু আমার দিনের দুশ্মন হইতেছে। ইহা বলিয়া এক রসি ধরিয়া টানিতে লাগিল। যখন হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম নিজের পিতাকে রসি ধরিয়া টানিতে দেখিলেন, তখন বলিলেন এলাহি, আমার পিতাও আমার দুশ্মন হইয়াছে। আয় পাক বেনেয়াজ, আজ্‌ আমি সকলের বেগানা হইয়াছি। তুমি ভিন্ন কেহ আমাকে পানাহ্‌ দেনেওয়ালা নাই। পছ, তাহার পর বহুসংখ্যক লোক বহু কষ্ট করিয়া হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামকে গোফনে করিয়া উঠাইয়া ময়াল্লক আগুণ মধ্যে ডালিয়া দিল। ( ঐ সমস্ত কাফেরদিগের উপর লানত হউক। ) ঐ সময়ে আছমানের সমস্ত ফেরেশ্‌তা এই অবস্থা

দেখিয়া ছিজ্‌দা মধ্যে পড়িয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া আল্লাহ্‌ তোমার খলিল্‌ আলায়হেচ্ছালামকে কাফের সকল আগুণের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা সঙ্গে করিয়া হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের নজ্‌দিক আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং বলিলেন আয়ে হজরত এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) আপনি যদি মর্জি করেন, তবে আমি এক পর্‌ আগুণের উপর মারি এবং দরিয়া মহিৎ মধ্যে সমস্ত আগুণ ফেলিয়া দেই ? হজরত এব্রাহিম ( আলায়হেচ্ছালাম) বলিলেন আয়ে জিব্রাইল (আলায়হেচ্ছালাম), আল্লাহ্‌তাআলা ইহা করিতে বলিয়াছেন কি না ? হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম উত্তর করিলেন, না। তখন হজরত ( আলায়হেচ্ছালাম) বলিলেন, আয়ে জিব্রাইল (আলায়হেচ্ছালাম ), যাহা আমার পয়দা কর্ণেওয়ালা করিতে বলিয়াছেন তাহা কর। পুনশ্চ হজরত জিব্রাইল ( আলায়হেচ্ছালাম ) বলিলেন, আয়ে এব্রাহিম ( আলায়-হেচ্ছালাম ), তোমার যদি কোন আবশ্যক থাকে, তবে আমাকে বল। হজরত ( আলায়হেচ্ছালাম ) উত্তর করিলেন, আমার আবশ্যক আছে ; কিন্তু তোমার নিকট কোন আবশ্যক নাই, আমার আবশ্যক ঐ পাক বেনেয়াজ খোদাওন্দ করিম নিকট আছে—সমস্ত আলম যাঁহার মহ্‌তাজ্‌ হইতেছে। যখন হজরত এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) আগুণের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন, তখন নাপাক নামরূদ মর্দুদের ঐ পিরহান যাহা হজরত (আলায়-হেচ্ছালাম ) ছাহেবের শরীরে ছিল, তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া গেল, এবং আল্লাহ্‌-তাআলার ফজলে হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছাম ছাহেবকে কোন প্রকার তথ্‌লিফ পৌঁছিল না। ঐ সময় খোশ্‌ এলহানের সহিত আল্লাহ্‌তাআলার পাক ও আজ্‌মৎ বয়ান কর্ণেওয়ালা বুলবুল পক্ষী সকল হজরত এব্রাহিম ( আলায়হেচ্ছালাম ) ছাহেবের সঙ্গে আসিয়া ঐ আগুণের বাগান মধ্যে বসিল, এবং ঐ সময় গায়েব হইতে এই আওয়াজ আসিল।

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ *

ترجمه — همنے کہا ای آگ ٹھنڈھك هو جا اور آرام ابراهیم پر *

ভাবার্থ এই ঃ—আয় আগুণ ঠাণ্ডা হইয়া যাও এব্রাহিমের ( আলায়হেচ্ছালাম) উপর, এবং উহাকে ছালামৎ রাখ। যখন হজরত এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম ) ছাহেবকে আগুনে ফেলিল. তখন তাহাতে এক পানির চশ্‌মা জারি করিলেন, এবং হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বেহেশ্‌ত হইতে এক নুরের তক্ত আনিয়া দিলেন, এবং বেহেশ্‌তের লেবাছ আনিয়া হজরত ( আলায়হেচ্ছালাম ) ছাহেবকে পরাইয়া দিলেন, এবং তক্তের উপর বসাইলেন। যে রশিতে হজরত এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম ) ছাহেবের হাত পাও বান্ধিয়া আগুণ মধ্যে ফেলিয়াছিল, উহা আগুণে জ্বলিয়া গিয়াছিল, এবং হজরত এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম ) ছাহেবকে এক জারা আগুণের ছাদমা ও পৌঁছিয়াছিল না। উহা দেখিয়া হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম মৎহির হইয়া হজরত এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম ) ছাহেবের তরফ দেখিতে ছিলেন। হজরত এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) বলিলেন, আয়ে ভাই তুমি কি দেখিলে যে এমন তাজ্জবের নজরে আমাকে দেখিতেছ ? হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, আমাকে আল্লাহ্‌তাআলার কুদরত দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে এবং আপনার ছবরকেও দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি, যে এমন দহ্‌শতের মোকামে আপনি আল্লাহ পাক ব্যতীত কাহারও নিকট হাজত চাহেন নাই, এবং কাহাকেও কিছু বলেন নাই, এবং কাহারও নিকট কোন প্রকার মদদ্‌ চাহেন নাই। এই কারণ বশতঃ আল্লাহ্‌তাআলা আপনার উপর এই কেরামৎ এবং রহমৎ বখ্‌শেশ্‌ করিয়াছেন, এবং আপনার অগ্রে এমন কেরামৎ ও রহমৎ কাহাকেও এনায়েৎ হয় নাই

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ *

আয় বেরাদরান মুমিনিন্ আল্লাহ্ তায়ালার উপর এই রূপ তোয়কুল কর যেমন হজরত ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম করিয়াছিলেন এবং স্মরণ রাখ তরিকতের পির বুজুর্গ হজরত জুনায়েদ বোগ্দাদি ( র ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন আমলকে সনদ ধরিল, তাহার পাও পিছ্লিয়া গেল, যে ব্যক্তি আপন মাল্কে ওছিলা মনে করিল, ঐ ব্যক্তি মফ্লিছি মধ্যে পড়িল, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহতাআলাকে এৎমাদ করিল, ঐ ব্যক্তি বুজুর্গ এবং বুজুর্গোয়ার হইল। ইহা মশহুর আছে যে, বৃক্ষ সকল ঐ আগুণে জ্বলিয়া গিয়াছিল, ঐ সমস্ত বৃক্ষের জড় জমিনে লাগান ছিল, এব তাহার ডাল সকল তর্ ও তাজা হইয়া তাহাতে মেওয়া ধরিয়াছিল। নামরূদ্ মর্হুদ এক মেনারার উপর চড়িয়া হজরত আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের তরফ নেগাহ্ করিয়া দেখিতেছিল, যে নানাবিধ প্রস্ফুটিত ফুলের মধ্যে, ছায়াদার বৃক্ষের নীচে, হজরত এব্রাহিম ( আলায়হেচ্ছালাম ) তক্তের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া ঐ মর্হুদ বলিল, আফ্ছোছ আমার সমস্ত মেহনৎ বর্বাদ হইল। তখন ঐ মর্হুদ হজরত এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছা-লাম) ছাহেবকে পাথর ফেলিয়া মারিতে লাগিল। আল্লাহ্তাআলার হুকুমে ঐ পাথর সকল শূন্যের উপর ময়াল্লক হইয়া গেল, এবং বসন্তকালের মেঘের ন্যায় হজরত ( আলায়হেচ্ছালাম ) ছাহেবের মাথার উপর ছায়া করিল, এবং এত পানি বর্ষিল যে নামরূদ মর্হুদের সমস্ত আগুণ নিবিয়া গেল। নামরূদ মর্হুদের বেটী বালাখানার উপর হইতে হজরত এব্রাহিম ( আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবকে দেখিতেছিলেন, এমন সময় নামরূদ মর্হুদ আপন বেটীকে বলিল,

তুমি হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামকে দেখিয়াছ ? ঐ বেটী বলিলেন, হাঁ আমি দেখিয়াছি, কিন্তু বাবাজান তুমি এখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছ, কেন বলিতেছ না যে, হজরত ছৈয়েদেনা এব্রাহিম ( আলায়হেচ্ছালাম ) ছাহেবের খোদা বর্হক হইতেছেন ? তখন নামরূদ মর্দুদ ঝিড়িকী মারিয়া বেটীকে বলিল, তুই চুপ কর, এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাহার পর উহার বেটী হজরত ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম নিকট আসিয়া বলিল, আয়ে হজরত ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম তুমি আমার উপর করম কর। আমি তোমার আল্লাহ্ পাকের উপর ইমান আনিতেছি। তখন হজরত এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম উঁহাকে ইমানের রাস্তা বাতাইয়া দিলেন, এবং ঐ বেটী কলমা পড়িলেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمُ رَسُوْلُ اللّٰهِ *

এবং মোছলমান হইলেন।

কতক লোক মেছলমান জাতির দাবি করে, কিন্তু এ প্রকার আকিদা রাখে যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যে আল্লাহ্ আছে, এবং বলে যে, "যত কল্লা তত আল্লাহ্" এবং ইহা হইতে এই মোরাদ লয় যে, সকলেই খোদা, কিম্বা খোদার অংশ হইতেছে। ইহা কালাম কুফর হইতেছে, এবং এই প্রকার বোলর্নেওয়ালা এবং বিশ্বাসকর্ণেওয়ালা উভয়ে কাফের হইবে।

---

## বিবি ও শওহরের দশমং আদব।

আয়ে বেরাদর, সাধ্য পক্ষে বিনা কছুরে বিবিকে তালাক দিবে না। কারণ যদিও তালাক দেওয়া মোবাহ হইতেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা

উহাতে রাজি নহে। কারণ বিবিকে তালাক লজ্ব বলিলে নিতান্ত দুঃখিত করা হয়, এবং কাহাকে রঞ্জ দেওয়া উচিত নহে। লেকিন যদি নিতান্ত দরকার হইয়া পড়ে, তবে তালাক দেওয়া রওয়া আছে। যদি তালাক দেওয়া আবশ্যক হয়, তবে উচিত যে, এক তালাক হইতে জেয়াদা না দেয়। কারণ একেবারে তিন তালাক দেওয়া মকরুহ হইতেছে, এবং হায়েজের হালতে তালাক দেওয়া হারাম হইতেছে। এবং মরদকে উচিত যে, তালাক দিতে হইলে মেহেরবানির সহিত তালাক দেওয়ার কারণ কোন ওজর বয়ান করে। রাগ করিয়া কিম্বা হেকারতের সঙ্গে তালাক না দেয়। এবং তালাকের বাদ আওরতকে তোহফা দেয়, যাহাতে তাহার দেল সন্তুষ্ট হয়। এবং আওরতের পুষিদা বিষয় কাহাকে না বলে। এবং যে কারণ বশতঃ তালাক দিতেছে. তাহা জাহের না করে। বিবিদিগের কর্ত্তব্য যে, শওহর যাহাতে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এমন কাজের নিকটে না যায়, এবং প্রত্যেক শওহরের কর্ত্তব্য যে, সামান্য অপরাধে বিবিকে তালাক না দেয়। যদি কাহারও তালাক দিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে শীঘ্র পুনঃ বিবাহ করিবে, কারণ বিবাহ করা অতি উত্তম, এবং ফজিলতের কার্য্য হইতেছে। হজরত নবিকরিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এইরূপ ঃ—যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহ্ তালার ওয়াস্তে বিবাহ করে, কিম্বা অন্যের বিবাহ করাইয়া দেয়, এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার বেলায়েতের (দোস্তির) মস্তাহাক্ হয়। মেজাকাল আর্ফিন মধ্যে লিখিত আছে যে, বিবাহিত ব্যক্তির ফজিলত বিবি বিহীন ব্যক্তির উপর এমন হইতেছে, যেমন জেহাদ কর্ণেওয়ালা ব্যক্তির ফজিলত, জেহাদে না জানেওয়ালা ব্যক্তির উপর হইতেছে, এবং বিবিওয়ালা ব্যক্তির এক রেকাত নামাজ বিবি বিহীন ব্যক্তির ৭০ সত্তর রেকাৎ নামাজ হইতে বেহ্তর হইতেছে।

## মহব্বৎ মহব্বৎ মহব্বৎ।

কি মধুর কথা, শুনিলে শীতল হয় প্রাণ, জুড়ায় শ্রবণ। খাছ করিয়া মহব্বৎ এলাহি অমূল্য কদরদান বস্তু হইতেছে। ইহা সহজ প্রাপ্য নহে। অতি অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যবান্ মানবের কলব ভিন্ন, কোন স্থানে ইহার পাতা পাওয়া যায়না। আয়ে বেরাদর, তুমি স্মরণ রাখ যে, আল্লাহতাআলার মহব্বৎ আলাতরিণ মোকামাৎ হইতেছে। বরং তরিকতের সমস্ত দায়রা হাছেল করিবার কেবল ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য যে, মহব্বৎ এলাহি লাভ হইবে। ইহাই দিন এছলাম মধ্যে সর্ব্বজনসঙ্গত যে হকতাআলার মহব্বৎ ফরজ হইতেছে। এবং হজরত নবি করিম ছাল্লেল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—বান্দা যে পর্য্যন্ত খোদা, এবং রছুলকে আর সমস্ত বস্তু হইতে জেয়াদা দোস্ত না রাখে, সে পর্য্যন্ত তাহার ইমান কামেল নহে। এক দিন এক এরাবি, হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের খেদমত শরিফে উপস্থিত হইয়া আরোজ করিলেন, ইয়া রছুলুল্লাহ ( ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ) কেয়ামত কখন হইবে? হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন, আয়ে এরাবি তুমি ঐ দিনের জন্য কি রাখিয়াছ? ঐ এরাবি আরোজ করিলেন, ইয়া রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, নামাজ রোজাতো আমি জেয়াদা রাখি না, কিন্তু খোদা এবং রছুলকে দোস্ত রাখিয়া থাকি। ফর্ম্মাইলেন হজরত ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লাম, কল্য কেয়ামতে তুমি উহার সঙ্গী হইবে, যাহাকে তুমি দোস্ত রাখিয়া থাক। এবং হজরত ছিদ্দিক আকবর ( রা ) ফর্ম্মাইয়াছেন যাহার ভাবার্থ এই ঃ—

যে ব্যক্তি আল্লাহতাআলার খালেছ মহব্বতের মজা চাখিয়াছে, ঐ ব্যক্তি দুনিয়া হইতে বাজ রহিয়াছে, এবং যাবতীয় সৃষ্টি হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছে। হজরত ছোহায়েল এব্নে আব্দুল্লাহ তছ্তরী (র) নকল করিয়াছেন যে, হক্তাআলা যখন মহব্বৎকে পয়দা করিলেন, তখন চারি হাজার বৎসর মহব্বৎ ক্রন্দন ও মিনতি করিতে রহিলেন, এবং মোনাজাত করিতেছিলেন যে, আল্লাহতাআলা তুমি প্রত্যেক বস্তুর জন্য এক মোকাম মকরর করিয়াছ, আমি জানি না আমার মোকাম কোন স্থানে মকরর করিয়াছ? আল্লাহ্তাআলার তরফ হইতে এর্শাদ হইল যে, আমার খাছ আশ্কান দিগের দেল তোমার থাকিবার মোকাম হইতেছে। মহব্বৎ আরোজ করিল, আয় আল্লাহ্তাআলা তোমার বান্দা আমার ভার বহন করিবার ক্ষমতা রাখিবে না। আল্লাহতাআলার তরফ হইতে খেতাব হইল যে, আমার ঐ সমস্ত বান্দা এমন হইতেছে যে, যদি আছমান সমতুল্য বালা ও গম্ উহাদিগের মাথার উপর পড়ে, তাহা হইলেও তাহারা খোদা প্রাপ্তি পথ হইতে পশ্চাদ পদ হইবে না। তুমি এই মোকামে থাকিয়া প্রত্যেক তালেবে রহ্মানের দেল ও খাহেশ অনুযায়ী তাহাকে লজ্জৎ প্রদান করিতে থাকিও। আহা এই কারণ বশতঃ, অধিক রাত্রে যখন তালেবে রাহ্মান্ আল্লাহ্তাআলার মহব্বৎ পান করিবার জন্য প্রিয় বস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া উঠে, এবং ওজু তেহারৎ বাদ বসিয়া বলে, "আমি আমার কলবের তরফ মতয়াজ্জা আছি, আমার কলব আরশের তরফ মতয়াজ্জা আছে।" আর তাঁহাকে কিছু বলিবার আবশ্যক হয় না; মুহূর্ত্ত মধ্যে আরিশ আজিম হইতে ফয়েজ নাজেল হয়, এবং ছালেকের দেলকে মহব্বৎ এলাহিতে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, ছালেক দুনিয়া ও আখেরাৎ হইতে বেখবর হইয়া কদিম রফিক খোদাওন্দ করিমের মহব্বৎ পান করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করে। আওলিয়া আল্লাহ বলিয়াছেন,

হকতাআলার মহব্বতে যে মজা আছে, সে প্রকার মজা বেহেস্তের কোন বস্তুর মধ্যে নাই, হুর ও কছুর ও খানার লজিজ বস্তু সকল, এবং হাউজ কওছর ইত্যাদি সমস্ত নেয়ামতের মজা হকতাআলার মহব্বতের নজদিক কিছুই নহে। হজরত ছারি ছাক্তি (র) বলিয়াছেন, রোজ কেয়ামতে যাহার দেলে মহব্বৎ এলাহি গালেব হইবে না, তাহাকে তাহার নবি (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবের নামে ডাকিবেন, যেমন আয়ে উম্মৎ মুছা (আলায়হেচ্ছালাম), আয়ে উম্মৎ ইছা (আলায়হেচ্ছালাম), আয়ে উম্মৎ মহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম, কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার মহবুব দিগকে এইভাবে চীৎকার করিয়া ডাকিবেন, আয়ে আওলিয়া আল্লাহ সকল, আপন আল্লাহ্‌ পাক্ পরওার-'দেগার আলমের তরফ চলো। ইহা শুনিয়া তাহাদিগের দেল খুশিতে বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হইবে। হজরত হরম এবনে হাব্বান (র) ফর্মাইয়াছেন যে, ইমানদার ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌তাআলাকে জানিতে পারে, তখন আল্লাহ্‌তাআলাকে মহব্বৎ করে, যখন আল্লাহ্‌তাআলাকে মহব্বৎ করে, তখন আল্লাহ্‌তাআলার তরফ মতয়াজ্জা হয়, যখন আল্লাহ্‌-তাআলার তরফ মতয়াজ্জা হয়, তখন দুনিয়ার তরফ খাহেশের নজরে দেখে না, এবং আখেরাতের তরফ ও কাহিলির নজরে দেখে না, আপন শরীর দিয়া দুনিয়ায় থাকে, এবং রূহ দ্বারা আখেরাতে থাকে। হজরত ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের আখবার মধ্যে রওায়েৎ আছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা উনাকে এর্শাদ ফর্মাইয়াছেন; যাহার ভাবার্থ এই :— আয়ে দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম) আমার জমিন ওয়ালাদিগকে শুনাইয়া দেও, যে আমাকে মহব্বৎ করিবে আমি তাহার দোস্ত হইতেছি, এবং যে আমার নিকট বসিবে, আমি তাহার হাম্‌নশিন হইতেছি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার নজদীগী হাছেল করিবার জন্য বসিয়া আমাকে ইয়াদ করিবে,

আমার রহমৎ নেগাহ তাহার উপর থাকিবে। এবং যে আমার জিকিরের দ্বারা মহব্বৎ হাছেল করিবে, আমি তাহার আনিছ (দোস্ত) হইতেছি, এবং যে আমার সঙ্গে থাকিবে, আমি তাহার সঙ্গে থাকিব, (অর্থাৎ যে ব্যক্তি হামেশা আমার ধেয়ানে মগ্ন থাকিবে, আমার রহমত নজর তাহার উপর থাকিবে) এবং যে আমাকে এক্তেয়ার করিবে, আমি তাহাকে এক্তেয়ার করিব, এবং যে আমার কথা মানিবে, আমি তাহার কথা মানিব অর্থাৎ তাহার দোওয়া কবুল করিব এবং যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বৎ করিয়া থাকে, এবং তাহার দেলি মহব্বৎ আমাকে উত্তমরূপ মালুম হইয়া যায়, তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার জন্য মকবুল করিয়া থাকি, এবং উহার সঙ্গে এমন মহব্বত রাখি যে যাবতীয় সৃষ্টি মধ্যে কেহ উহার উপর মকাদ্দম (শ্রেষ্ঠ) হয় না। যে ব্যক্তি সত্য সত্য আমাকে তলব করিয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি আমাকে পাইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি গয়েরকে তলব করে, সে আমাকে পায় না। সুতরাং আয়ে জমিনের বাসেন্দা সকল, তোমরা এখন যে প্রকার অবস্থায় আছ, যে দুনিয়ার ফেরেব মধ্যে ফরিফ্তা রহিয়াছ, উহা ছাড়িয়া দেও, এবং আমার কারামৎ ছোহবৎ এবং আমার নিকট বসিবার তরফ চল (অর্থাৎ আমার নজদিগী হাছেল করিবার জন্য আমাকে ইয়াদ করিতে প্রবৃত্ত হও) এবং আমার সঙ্গে মহব্বৎ কর, আমি তোমাকে মহব্বৎ করিব, এবং তোমারে মহব্বতের তরফ জলদি করিব। কারণ আমি আমার দোস্ত দিগের খামির, এব্রাহিম, (আলায়হেচ্ছালাম) আপন খলিল, এবং মুছা (আলায়হেচ্ছালাম) আপন কলিম, এবং মহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম) আপন হবিবের খামির দ্বারা বানাইয়াছি এবং আমি মস্তাক দিগের দেল; আপন চমকের দ্বারা বানাইয়াছি, এবং আপন জালালের দ্বারা উহাদিগকে

চ্ছালাম ) ছাহেবের আখ্‌বার মধ্যে লিখিত আছে, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—আল্লাহতাআলা উনার উপর ওহি নাজেল করেন ; আয়ে দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম ) বেহেশ্‌তকে কি পর্য্যন্ত ইয়াদ করিবে ? এবং আমার তরফ শওকের দরখাস্ত করিতে কত দিন বিরত থাকিবে ? হজরত দাউদ ( আলায়হেচ্ছালাম ) আরোজ করিলেন, এলাহি তোমার মস্তাক কে হইতেছে ? এর্শাদ হইল, ঐ সমস্ত লোক আমার মস্তাক হইতেছে, যাহাদিগের দেল হইতে আমি সর্ব্ব প্রকার ময়লা বাহির করিয়া রৌশন করিয়া দিয়াছি, এবং আমার ডর হইতে খবরদার করিয়া দিয়াছি, উহাদিগের দেলের মধ্যে আমার তরফ ছুরাখ্‌ করিয়া দিয়াছি, যাহার দ্বারা উহারা আমার তরফ দেখিয়া থাকে। আমি তাহাদিগের দেল সমূহকে লইয়া আপন আছমানের উপর রাখিয়া থাকি, ফের উম্‌দাহ্‌ ফেরেশ্‌তাদিগকে ডাকিয়া থাকি, যখন তাহারা একত্র হয়, তখন তাহারা আমাকে ছিজদা করে। আমি উহাদিগকে এর্শাদ করি যে, আমি তোমাদিগকে ছিজ্‌দা করিবার জন্য ডাকি নাই, বরং এই জন্য ডাকিয়াছি যে, আমার মস্তাকদিগের দেল সমূহকে তোমাদিগকে দেখাই, এবং উহাদিগের জন্য তোমাদিগের উপর গৌরব করি। উহাদিগের দেল আছমান মধ্যে ফেরেশ্‌তাদিগকে এমন নূর প্রদান করে, যেমন সূর্য্য জমিনওয়ালাদিগকে রৌশনি প্রদান করিয়া থাকে। আয়ে দাউদ ( আলায়হেচ্ছালাম ) আমি মস্তাকদিগের দেল আপন রেজা ( সন্তুষ্টি ) দ্বারা বানাইয়াছি, এবং আপন নূর তজল্লি দ্বারায় উহাদিগকে হেদায়েৎ করিয়াছি, উহাদিগকে আপন জাত মকদ্দছের জন্য তছ্‌বিহ এবং তহ্‌লিল্‌ পড়্‌হ্‌নেওয়ালা বানাইয়াছি, এবং উহাদিগের শরীর সকলকে জমিনের মধ্য হইতে আপন নজর করিবার জাগাহ্‌ মকরর করিয়াছি, এবং উহাদিগের দেল মধ্যে এক রাস্তা রাখিয়া দিয়াছি, যাহা দ্বারা

তাহারা আমার তরফ দেখিয়া থাকে, এবং প্রত্যেক দিন উহাদিগের খাহেশ জেয়াদা হইয়া যাইতে থাকে। হজরত দাউদ আলায়হেচ্ছালাম আরোজ করিলেন, এলাহি আমাকে তোমার আশকদিগের জেয়ারৎ করাইয়া দেও। হুকুম হইল লবনান্ পাহাড়ের উপর যাও, ঐ স্থানে জোয়ান বুড়া অৰ্দ্ধ বয়সী চৌদ্দ ( ১৪ ) জনা লোক আছে, উহাদিগের নিকট যাইয়া আমার ছালাম বলিও, এবং বলিও যে, তোমাদিগের রব্ ছালাম বাদ তোমাদিগকে বলিতেছেন, তোমরা কেন আমার নিকট কোন হাজৎ চাও না? তোমরা ত আমার দোস্ত এবং বর্ গুজিদাহ, এবং ওলি হইতেছ? আমি তোমাদিগের খুশীতে খোশ হইয়া থাকি, এবং তোমাদিগের মহব্বতের তরফ ছবকৎ করিয়া থাকি ( অর্থাৎ যে পরিমান মহব্বৎ তোমরা আমাকে কর, তাহা হইতে অধিক পরিমানে আমি তোমাদিগকে মহব্বৎ করি। ) হজরত ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম এর্শাদ অনুযায়ী পাহাড় লবনানে গেলেন, এবং ঐ সমস্ত লোকদিগকে এক চশ্‌মার নিকট দেখিতে পাইলেন, আল্লাহ্ তাআলার আজ্‌মতের ধেয়ানে মশ্‌গুল আছেন। যখন উঁহারা হজরত ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালামকে দেখিলেন, তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন যে উঁহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইবেন। তখন হজরত ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম ফর্ম্মাইলেন ; আয়ে মনুষ্য সকল আমি আল্লাহতাআলার রছুল হইতেছি, তোমাদিগের নিকট এক পয়গাম রব্বানি পৌঁছাইতে আসিয়াছি। উঁহারা হজরত দাউদ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের তরফ মতয়াজ্জা হইয়া কাণ লাগাইয়া দিলেন, এবং চক্ষু নীচে করিয়া রহিলেন। হজরত ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম ফর্ম্মাইলেন, আমি তোমাদিগের নিকট এই খবর আনিয়াছি, যে আল্লাহ্ তাআল্লা ছালাম বাদ তোমাদিগকে ফর্ম্মাইয়াছেন, কেন তোমরা আমার নিকট কোন হাজৎ চাও না?

জালাল মধ্যে ধেয়ান করে, সে কি কখনও দোয়া দ্বারা বে-আদবি করিতে পারে ? আমার তো মক্ছুদ এই যে, তুমি আমাকে আপন হেদায়েতের নূরের দ্বারা নিকটবর্ত্তী কর। ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি তুমি আজিমশ্বান হইতেছ, এবং আপন আওলিয়ার উপর রহমৎ বর্ষাইয়া থাক, এবং আপন মহব্বৎ করনেওয়ালাদিগের সহিত বহুৎ এহ্ছান্ করিয়া থাক, এই জন্য আমার জবানের তাকৎ হয় না যে, তোমার নিকট কোন প্রকার দোওয়া প্রার্থনা করি। সপ্তম ব্যক্তি বলিলেন এলাহি তুমি যে আমাদিগের দেলকে আপন জিকিরের হেদায়েৎ করিয়াছ, এবং আপন তরফ মশ্গুল হইবার এরাদা ও তৌফিক এনায়েৎ করিয়াছ, ইহার শুকুর গুজারি করিতে আমি যে তক্ছির করিয়াছি, তাহা আমাকে মাফ কর। অষ্টম ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি আমার হাজৎ তো তোমাকে মালুমই আছে, তাহা কেবল মাত্র তোমার তরফ দেখা হইতেছে। নবম ব্যক্তি বলিলেন এলাহি, বান্দা আপন মালেকের সঙ্গে কোন প্রকার বেআদবি করিতে পারে না, কিন্তু তুমি মেহেরবানি করিয়া আমাকে দোওয়া করিতে হুকুম করিয়াছ, এই জন্য আরজ করিতেছি, তুমি আমাকে ঐ নূর এনায়েৎ কর, যাহা দ্বারা আছমান সমূহের অন্ধকার তবকের মধ্যে আমাকে রাস্তা মিলিয়া যায়। দশম ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি আমি তোমার নিকট তোমাকেই চাহিতেছি, তুমি আমার তরফ মতয়াজ্জা হও, এবং হামেশা আমার উপর রহমৎ নেগাহ রাখ। একাদশ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি যে নেয়ামত তুমি আমাকে এনায়েৎ করিয়াছ, উহা আমাকে পূরা এনায়েৎ কর। দ্বাদশ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি তোমার মখ্লুক্ মধ্যে আমার তো কোন বস্তুর দরকার নাই। অতএব আপন জামালের উপর নজর করিবার শক্তি আমাকে এনায়েৎ কর। ত্রয়োদশ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি ছুনিয়া, এবং ছুনিয়ার সমস্ত বস্তুর তরফ দেখা হইতে আমার চক্ষুকে অন্ধ

করিয়া দেও, এবং আখেরাৎ মধ্যে মশ্‌গুল হইতে আমার দেলকে অন্ধ করিয়া দেও। চতুর্দ্দশ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি আমি জানি, তুমি তোমার আওলিয়া দিগকে ভালবাসিয়া থাক, অতএব আমার উপর এইটুকু এহছান কর, যেন তোমাতে মশ্‌গুল থাকা ভিন্ন, অন্য কোন বস্তুর প্রতি আমার দেল আকৃষ্ট না হয়। আল্লহ্‌তাআলা হজরত ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম নিকট ওহি পাঠাইলেন, উহাদিগকে বলিয়া দেও, আমি তোমাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিলাম, এবং যাহা তোমাদিগকে মহবুব আছে, আমি তাহা কবুল করিলাম। তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক্‌ হইয়া যাও, এবং নিজের জন্য জমিনের মধ্যে নিরালা ঘর বানাইয়া লও, যে আমি তোমাদিগের, এবং আমার মধ্য হইতে হেজাব্‌ উঠাইয়া দেই, যে তোমরা আমার নূর এবং জালালকে দেখিতে পার। হজরত ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম আরোজ করিলেন, এলাহি এই দর্জ্জাতে ইহারা কেমন করিয়া পেঁীছিল ? হুকুম হইল, ইহারা আমার সহিত নেক গুমান রাখিত, এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার বাশেন্দাগণ হইতে বিমুখ ছিল। আমার সঙ্গে একা রহিয়াছে, এবং আমাকেই ডাকিয়াছে, এবং ইহা ঐ রোৎবা ( দর্জ্জা ) হইতেছে, যে দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যত বস্তু আছে, যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত বস্তুকে তরক করে, এবং উহার স্মরণ হইতে বিরত থাকিয়া, আমার জন্য তাহার দেলকে খালি করিয়া লয়, এবং আমার সমস্ত মখ্‌লুকের উপর আমাকেই এক্তেয়ার করে, সেই ব্যক্তি ভিন্ন এই রোৎবা কাহাকে ও হাছেল হয় না। যখন সে এই প্রকার হইয়া যায়, তখন আমি তাহার প্রতি মেহেরবানি করি, এবং উহার নাফ্‌ছকে সমস্ত বস্তু হইতে ছাড়াইয়া উহার এবং আমার দর্মিয়ান হইতে পর্দ্দা উঠাইয়া দিয়া থাকি, যেন আমার তরফ এমন ভাবে দেখিতে পারে, যেমন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুকে দেখিয়া থাকে, এবং

উহাকে আপন কারামৎ দেখাইয়া থাকি, এবং আপন নূর তজল্লি দ্বারা অর্থাৎ কশ্‌ফ ও এলহাম দ্বারা তাহাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আপন নিকটবর্ত্তী করিতে থাকি। যদি ঐ ব্যক্তি বেমার হইয়া পড়ে, তবে আমি উহার চিকিৎসা এমন ভাবে করিয়া থাকি, যেমন মেহেরবান মাতা আপন শিশু সন্তানের এলাজ করিয়া থাকে, এবং যদি ঐ ব্যক্তিকে পিপাসা পায়, তবে তাহাকে আপন জিকিরের চাট দ্বারা তাহার পিপাসা নিবারণ করিয়া দিয়া থাকি। ফের ইহার পর আমি উহাকে দুনিয়া, এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তু হইতে অন্ধ করিয়া দিয়া থাকি, দুনিয়ার কোন বস্তু তাহার নজরে মহবুব থাকে না। আমার সহিত মশ্‌গুলি ভিন্ন কোন মুহূর্ত্তে আরাম লয় না। উহার এরূপ অবস্থা হয় যে, আমার নিকট আসিতে জল্‌দি করিতে থাকে, এবং আমি উহাকে মারা বুরা জানি, কারণ যাবতীয় সৃষ্টি মধ্যে আমার রহমৎ নেগাহ্‌ উহারই উপর থাকে। ঐ ব্যক্তি আমার গয়েরকে দেখে না, আমিও উহার গয়েরকে দেখিনা। আয়ে দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম) যখন আমি দেখি, যে উহার নাফ্‌ছ্‌ গলিয়া গিয়াছে, এবং শরীর দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং যখন আমার জেকের শোনে, তখন উহার দেল ঠিকানায় থাকে না, ঐ সময় আমি উহার জন্য আমার ফেরেস্তাদিগের, এবং আছমানের বাশেন্দাদ্রিগের উপর গৌরব করিয়া থাকি। তখন উহার ভয় জেয়াদা হইয়া যায়, এবং ঐ ব্যক্তি তখন অধিক পরিমাণে এবাদৎ করিতে থাকে। আয়ে দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম) আমি আমার ইজ্জৎ এবং জালালের কছম্‌ করিয়া বলিতেছি, আমি উহাকে বেহেস্ত ফেরদৌছ মধ্যে বসাইব, এবং তাহার দেলকে আমার তরফ দেখিতে এত তছল্লি দিব যে ঐ ব্যক্তি রাজি হইয়া যাইবে। বরং রাজি হইয়া যাওয়া হইতেও ঐ ব্যক্তি জেয়াদা সুখ ও শান্তি ভোগ করিবে। (মেজাকাল আর্ফিন।)

তবে এখন আয় আমার ভাই, আমি তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ও বরকাতুহু ওয়া মাগ্‌ফিরাতুহু।

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ومغفرته

এখন আইস আমরা সমস্ত গোনাহ হইতে তোবা করি, আল্লাহ্‌-তাআলা করিম হইতেছেন, কবুল করিবেন, রহিম হইতেছেন, মাফ করিবেন, আইস আমরা আমাদিগের মেহেরবান আল্লাহ্‌তাআলার তরফ জেছম ও জান দ্বারা মতয়াজ্জা হইয়া যাই।

درد مندان گنہ را روز و شب
شربتی بہتر ز استغفار نیست
آرزو مندان وصل یار را
چارہ غیر از نالہای زار نیست

ইয়া আল্লাহ, আমি নেহায়েৎ নালায়েক থাকছার গোনাহগার, আমার মত গোনাহগার আছমানের নিচে আর নাই আমি অন্যান্য নেককার মোছলমানদিগকে আপনার মহব্বতের তরফ ডাকিতেছি নিজকে ভুলিয়া গিয়াছি। আপনাকে ইয়াদ না করিয়া, আমি গাফেল হইয়া হর তরফ ছুটা ছুটী করিয়া বেড়াইতেছি, আয়ে আমার আকা আয়ে আমার মৌলা আমার হালের উপর রহম করুন; মহজ আপন ফজল ও করম হইতে আমাকে আপন কামেল আজমৎ ওয়ালা মার্ফৎ ও কামেল মহব্বৎ হামেশা হামেশার জন্য আমাকে নছিব করুন।

ইয়া আল্লাহ্‌, এই কেতাব লিখিতে যদি আমি কোন ভুল চুক করিয়া থাকি তাহার জন্য আমি আপনার নিকট মাফি চাহিতেছি, এবং আমি

আমার গোজোস্তা জেন্দেগানিতে যে সকল গোনাহ করিয়াছি, সে সমস্ত গোনাহ হইতে তৌবা করিয়া, আমি আপনার তরফ রুজু হইতেছি। ইয়া আল্লাহ্ আমার তৌবা কবুল করুন, এবং আমাকে কামেল ইমান ও একিন এনায়েৎ করুন, যেন তাহা হামেশার জন্য আমার কলবের সঙ্গে থাকে, এবং আপনার মার্ফৎ মহব্বৎ এবং নজদিকি আমাকে হামেশার জন্য নছিব করুন, যেন তাহা ক্রমশঃ তরক্কি পাকড়ে। ইয়া আল্লাহ, যে সকল আলেম বুজুর্গ ছাহেবান এই কেতাব লিখিতে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, এবং আমার যে সকল দোস্ত এই কেতাব ছাপাইতে তাঁহাদিগের অর্থ এবং পরিশ্রম দ্বারা আমার সহায়তা করিয়াছেন, দোনো জাহানে আমার উপর এবং তাঁহাদিগের উপর আপনি রহমৎ নজর রাখুন। ইয়া আল্লাহ্ এই বড় গোনাহগার খাক্‌ছারের এই ক্ষুদ্র কেতাব খানিকে আপনি মাক্‌বুল করুন, যেন খাছ্ ও আম্ ইহা পড়ে। ইয়া আল্লাহ্ আমি খানা কাবা তোয়াফ্ করিবার বড় তামান্না রাখি, ময়দান আরফাতে দাঁড়াইবার বড় তামান্না রাখি, হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের রওজা মনোয়রাহ জেয়ারৎ করিবার বড় তামান্না রাখি, আমার আর্জু আপনি আপন রহমতে পূরা করুন, আয় আমার মৌলা; আমি কেমন করিয়া আপনার এহছান ও মেহেরবানির শুকুরিয়া আদা করিব যে এই কেতাব লেখার পর আপনি আমার দুইবার হজ নছিব করিয়াছেন, ও দুইবার মদিনা শরিফ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের রওজা মোনোওয়ারাহ্ জেয়ারৎ করিবার তৌফিক দিয়াছেন। আমি হরগেজ হরগেজ ইহার কণা মাত্র ও শুকুরিয়া আদা করিতে পারিব না। আয় আমার মৌলা, আমি আর একবার আপনার পবিত্র খানা কাবা তোয়াফ করিতে চাই। ময়দান আর্ফাতে দাড়াইতে চাই, মদিনা মনোওরায় হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ

আলায়হে ওয়া ছাল্লামের মাজার শরিফ জেয়ারৎ করিতে চাই, আর আমার পয়দা কর্ণেওয়ালা আমার এ তামান্না আপনি সহজআমল ফজল ও করম হইতে পূরা করুন। আয়ে আমার আকা; আয়ে আমার মৌলা এই মোবারক স্থানে যেন আমার ইমানের সঙ্গে মৃত্যু হয়, ও কবর হয়। ইয়া আল্লাহ আমাকে, আমার পিতা মাতা ভাই ভগ্নি আত্মীয় স্বজনকে এবং রুয়ে জমিনের উপর যত মোছলমান ব্যক্তি আছেন, সকলকে আপনি কামেল ইমান হামেশার জন্য এনায়েৎ করুন; এবং দোনোজাহানে আমার উপর, এবং আহ্‌লে এছলামের উপর রহমৎ নজর রাখুন। ইয়া আল্লাহ্‌ আমার সমস্ত গোনাহ্‌ এবং সমস্ত গোনাহ্‌ যাহা উম্মতান্‌ জুনাব হজরত ছৈয়েদেনা মোহাম্মাদোর্‌ রাছুলোল্লাহ্‌ (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম) আপনার হুজুরে করিয়াছে, তাহা আপন ফজল্‌ ও করম্‌ হইতে আপনি মাফ্‌ করুন, এবং আমার উপর এবং তাঁহাদিগের উপর আপনি হামেশার জন্য রহমৎ নজর রাখুন,

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذّٰكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ *

ওয়া ছাল্লাল্লাহ আলা মোহাম্মাদিন্‌ কুল্লামা জাকরোহুজ্জাকিরুনা ওয়া গাফালা আনু জিক্‌রিহিল গাফিলুন্‌।

**ফকির হকির ছদর উদ্দিন আহাম্মাদ হান্‌ফী।**

গঙ্গারামপুর, পোঃ আঃ হরিতলা, জিলা যশোহর।

---

# সমাপ্ত।